INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The 10th October. 1974.

The House met in the Assembly Chamber, Agarlala at 11 A. M. on Thrusday, the 10th October, 1974.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, the Deputy Speaker, the 2 Deputy Ministers, and 47 Members.

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Postponed questions (Starred), Shri Bulu Kuki—absent. Shri Binode Behari Das.

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৫৩।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৫৩।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে কর্ম্মরত ছুইপার এবং স্কেভেনজার-এর সংখ্যা কত ; এবং

২) বিভিন্ন দপ্তরে কর্ম্মরত ছুইপার এবং স্কেভেনজার-এর মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের কত লোক আছে ? তার পৃথক পৃথক হিসাব ?

উত্তর

১) ৫৮৪ জন।

২) তপশীলভুক্ত যে সমস্ত ঝাড়ুদার ময়লা পরিষ্কারের কর্ম্মে রত তাদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

তপশীলি ভুক্ত ২৬৯ জন, তপশিলী উপজাতি ৮৭ জন, তপশীলি বাদে অন্যান্য ১৫ জন। ময়লা পরিষ্কারে কর্ম্মরত তপশীলি জাতিভুক্ত ১৩৩ জন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে স্কেভেনজার এবং ছুইপার যারা চাকুরী করছেন তারা কি রেগুলার এ্যামপ্লয়ী কি না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে এই রকম কোন প্রশ্ন নাই যে রেগুলার না টেম্পরারী। এখানে কর্মরত কত জন স্কেভেনজার এবং ছুইপার আছেন সেইটা আমাদের প্রশ্ন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার কাছে আমরা প্রটেকশন চাইছি। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি করে বললেন যে কর্মরত কতজন আছেন, কিন্তু তারা রেগুলার কিনা এই কথাটা তিনি জানেন না ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই স্যার, এখানে বলা হয়েছে অনারেবল মিনিষ্টার ইনচার্জ অব দি লোকেল সেলফ গভর্ণমেণ্ট এইভাবে তো আপনি প্রশ্নটাকে স্যাডমিট করছেন তো। কাজেই এখানে যিনি উত্তরটা দিলেন তিনি কি লোকেল সেলফ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : – স্যার, মিনিষ্টার ইনচার্জ উপস্থিত থাকতে অন্য কোন মিনিষ্টার যদি বলতে চান তাহলে চাফ মিনিষ্টারই বলতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—দ্যাট ইজ রাইট।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা পোসপণ্ড প্রশ্ন, সেইটা এখন সেকেণ্ডারী মানে ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীর একটা করিজেনডাম আছে—প্লীজ রিড ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট ইনষ্টিড অব লোকেল সেলফ ডিপার্টমেণ্ট। কাজেই এই যে প্রশ্নটা ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫৩ এইটা অ্যাস লেড ইন দি পসপণ্ডস কোয়েশ্চান (সিডিউলড টু বি আনসার্ড ডিউরিং অ্যাসেম্বলী সেশন উইচ উইল বি হেলড অন দি ১০থ অক্টোবর ১৯৭৪)।

মিঃ স্পীকার:—ওটা কি এম, এল, এ-রা পেয়েছেন?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে এইটা পসপোণ্ড কোয়েশ্চান গত সেশনের, এখনও কি এইটা সংশোধন করে দেওয়া যেত না ? স্যার, এখানে এইটা দেখানো হয়েছে লোকেল সেলফ গভর্ণমেণ্টের আবার বলা হচ্ছে এইটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্ট-মেণ্টে যাবে তাহলে এত দিন পরে কেন ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার প্রশ্নের জবাব পাই নি। আমার সাপলিমেণ্টারী ছিল এই যে যারা এমপ্লয়ি ৫৮৪ জন আছে তারা কি রেগুলার এমপ্লয়ি।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে রেগুলার কি না, এই প্রশ্নের ভিতরে এই রকম কিছু নাই, তবে সুইপার এবং স্কেভেনজার তারা কতজন কর্মরত আছে—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— সকলে একসংগে বললে কি করে বুঝা যাবে ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ৫৮৪ জন লোক কাজ করছে এরা তাদের অধিকাংশই মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করে, এখানে অবশ্য মিউনিসিপ্যালিটির বক্তা নাই, আসলে তারা মিউনিসিপালিটিতেই কাজ করে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে ডিটেলস রিপোর্ট মাননীয় মিনিষ্টার পরে দেবেন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সাপলিমেণ্টারী স্যার, এই যে ৫৮৪ জন সেখানে কাজ করেন তারা দৈনিক কত ঘণ্টা করে কাজ করেন ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটার তথ্য আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্যরা বললে পরে দেব।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আমরা তো চাচ্ছি স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতির লোকেরা যারা এইখানে কাজ করছে তাদের তপশিলী জাতি এবং উপজাতি হিসাবে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা, সেগুলি তাদের দেওয়া হচ্ছে কিনা ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—এইখানে দেওয়া হয়েছে…আপনার প্রশ্নেতে আছে যে…

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—ছাটাই করে দিন স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় সাপ্লিমেণ্টারী কথাটির অর্থ বুঝতে পারছেন না। সাপ্লিমেণ্টারী কথাটির অর্থ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখানে তার অর্থ হচ্ছে যে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার বাইরেও প্রশ্ন থাকবে। কাজেই এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে যে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন তপশিলী জাতি এবং উপজাতির কিছু লোক কর্ম্মরত আছেন। তার মধ্যে আমার কোয়েশ্চানটা হল তপশিলী জাতির মধ্যে যে লিষ্ট আছে আমাদের সেই লিষ্টে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত কিনা। স্যার, এটা আমি চাচ্ছি এই জন্য যে বিভিন্ন ষ্টেট থেকে তারা এসেছে। কাজেই, তাদের সেই সমস্ত বিভিন্ন স্টেট থেকে যারা এসেছেন, স্যার, আমাদের যে লিস্ট ত্রিপুরার যে লিষ্ট তপশিলী জাতি এবং উপজাতির লিষ্টে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে কিনা, জাতি এবং উপজাতি হিসাবে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে মাননীয় সদস্য যদি সেপারেট কোয়েশ্চান করেন তাহলে আমি পরে দেব।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সেপারেট কোয়েশ্চান কেন স্যার। আদার সিডিউল কাষ্ট এইখানে আছে উনারা তা বলেছেন, সেটার সংখ্যাও ৯৫ জন। আদার সিডিউল কাষ্ট হচ্ছে ৯৫ জন। আমার প্রশ্নটা হলো এইখানে সুইপার এবং স্কেভেনজার যারা কাজ করছে তারা সিডিউল কাষ্ট এবং আদার সিডিউল কাষ্ট তাদের ছেলেরা সেখানে চাকুরী পায় না। এই আর্থিক দুরাবস্থার দিনে ঘুষ না দিলে চাকুরী হয় না সেটা সত্যি কিনা ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—এইখানে প্রথমেই আমি বলেছি যে তপশিলী উপজাতি ভুক্ত ২৬৯ জন আছেন এবং জাতির মধ্যে ৮৭ জন আছেন, আর তপশিলী ব্যতীত ৯৫ জন আছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সে তথ্য তো আমরা আগেই পেয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি যারা সুইপার এবং স্কেভেনজারের কাজ করেন তাদের মধ্যে বেকার থাকা সত্বেও বাইরের লোক নেওয়া হচ্ছে এটা সত্যি কিনা। যারা সুইপার, স্কেভেনজার ইত্যাদির কাজ করেন যাদের আমরা মেথর, ভাঙ্গর ইত্যাদি বলি তাদের মধ্যে বেকার থাকা সত্বেও বাইরের থেকে লোক নেওয়া হচ্ছে ? এটা ঠিক কিনা।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—তবে আমরা অনেক ক্ষেত্রে এক খানে ট্রাইবেলদের মধ্যে কিছু ঝাড়ুদার আছে তবে তাদের মধ্যে বেকার নেই, এই কথা আমি বলছি না।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে মহিলা সুইপার এবং স্কেভেনজার যারা কাজ করছে পুরুষ সুইপার স্কেভেনজার থেকে তারা বেতন কম পান কিনা।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—সেই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে সেটা সেপারেট কোয়েশ্চান করলে আমি দেব।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সেপারেট প্রশ্ন নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সুইপার এবং স্কেভেনজার হিসাবে যারা কাজ করছে তাদের নিজস্ব বাড়ী করার জন্য জমি এবং টাকা পয়সা দেওয়া হবে এই ধরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—সিডিউল কাষ্টদের পুর্ণবসিত নেওয়ার জন্য এই সরকারের পরিকল্পনা আছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার উত্তর আমি পাই নাই। স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল যে সুইপার এবং স্কেভেঞ্জার যারা চাকুরী করছে, আমি জানি তারা রেগুলার নয়, তারা কন্টিনজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। যখন ইচ্ছা হয় তাদের ছাটাই করে দেওয়া হয় কিন্তু তারা যে ধরণের কাজ করছে তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করা উচিত, যাতে তারা বাড়ী করে থাকতে পারে। সেই জন্যই আমার প্রশ্নটা ছিল স্যার, এই যে সুইপার এবং স্কেভেনজারদের যারা চাকুরী করছে তাদের বাড়ী করার জন্য জমি জমা দেওয়া এবং টাকা পয়সা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা। হ্যাঁ, বা না, বলুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার সম্পর্কে বিবেচনাধীন রয়েছে। লেণ্ড লেস হিসাবে...যাদের ল্যাণ্ড নেই সে আণ্ডার কেটাগরিতে পড়ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, আগরতলাতে যে সুইপার আছে তাদের সুইপার কলোনীতে আছে কিনা এবং তাদের কলোনী করার জন্য কোন টাকা পয়সা বরাদ্দ করা আছে কিনা। সুইপার স্কেভেনজারদের জন্য।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা গভর্ণমেন্টের তাদের কলোনী ইনপ্রুভ করার জন্য পরিকল্পনা হয়েছে এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা কিছু কিছু অগ্রসরও হয়েছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়. আগরতলা পৌর সভায় একটা সুইপার কলোনী আছে সেটা কাটা খালের মধ্যে পড়ে আছে এবং সেখানে তাদের জমি রেকর্ড করা হয়েছিল। তারা ২০/২২ বছর কাজ করছে। তাদের নামে রেকর্ড ছিল। আজকে যে উৎখাত-উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে তার জন্য অলটারনেটিভ কোন জমির ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বিবেচনাধীন আছে। যারা লেণ্ড লেস হয়ে আছে। অথচ আগে তারা গরীব বলে গভর্ণমেন্ট থেকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল তাদের এখন অন্য খাস জায়গার বন্দোবস্ত করা যায় কিনা, আজকে সেই জন্য সেটা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন সুইপার এবং স্কেভেনজার যারা রয়েছে তারা কাজ করছে। যারা রেগুলার সুইপার বা স্কেভেনজার যারা তারা অন্যান্য কর্ম্ম-চারীদের মত ছুটি পান কিনা। অথবা না পেলে যেমন আমি জানি, পৌর সভার রেগুলার সুইপার এবং স্কেভেনজার তারা অন্যান্য কর্ম্মচারীর মত তাহাদের ছুটি দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই সেই ছুটির ব্যবস্থা করা হবে কিনা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে দুইটি সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের দুইটি কণ্টিড্রাকটরি প্রশ্ন এসেছে। একটা হল বাইরের থেকে এখানে কেহ এসেছে কিনা এবং দুই, এইখানে বেকার আছে। সেই খানে বক্তব্য হচ্ছে যে যদি তাদের ছুটি দিতে হয় তবে বাইরের থেকে কিছু লোক আনতে হবে। যেমন এখানে বেকার আছে তাদেরও চাকুরী দেওয়ার প্লেন করা হয়েছে এবং বাইরের থেকে আনারও প্রয়োজন হতে পারে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—এটা আশ্চর্য্যের ব্যপার, একটা কর্ম্মচারী যখন ঢুকে তাকে আইনত যে সমস্ত ছুটি আছে তা তাকে দিতে হবে আর বাইরের লোক এনে তাকে ছুটি দেওয়া হবে, নয়ত দেওয়া হবে না। আইন আছে এখানে, যে যখন ঢুকবে তখন রেগুলার বেতন এবং ছুটি পাবে। ইট ইজ এ ল। সুতরাং বাইরে থেকে লোক এনে ছুটি দেওয়া হবে নয়ত ছুটি দেওয়া হবে না, এটা কি করে হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে সে কত ঘণ্টা কাজ করেছে তার উপর নির্ভর করবে, সে ছুটি পাবে কি পাবে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্তাহিক ছুটি নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে রেগুলার ছুটি। বছরের ছুটি। যেটা সর্ব্বত্র সবাই পায়। যেটা অন্যান্য এ্যামপ্লয়ীরা পায়। বছরের গেজেট করে যে ছুটি ডিক্লেয়ার করে তাতে অন্যান্য এ্যামপ্লয়ীরা পায়। সেই ছুটি কেন সুইপার এবং স্কেভেনজার এ্যামপ্লয়ীরা পাবে না। অথচ পি, ডাব্লু, ডি, এর যারা ওয়ার্কার তারাও পায়। আর সুইপার এবং স্কেভেনজার সম্পর্কে বহু কথা উনারা বলেন। তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এটা কবের মধ্যে চালু করা হবে। এই বাৎসরিক ছুটি

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি যে এটা ঘণ্টা হিসাবে দেওয়া হয়। সে কত ঘণ্টা কাজ করেছে তার উপর নির্ভর করে সে কত ঘণ্টা ছুটি পাবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, তারা রেগুলার এ্যামপ্লয়ী তারা কেন ঘণ্টা হিসাবে ছুটি পাবে। রেগুলার এ্যামপ্লয়ী ? আশ্চর্য্য কথা !

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই ধরণের ঘণ্টা হিসাবে যদি দেখা যায় যে সে বেশী কাজ করেছে সে জন্য সে যত বেশী এ্যাকস্ট্রা কাজ করছে সেই হিসাবে ছুটি দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নটা ক্লীয়ার হলো না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে সুইপার এবং স্কেভেনজার যারা কাজ করছে, কোন ক্ষেত্রে এই রকম ঘণ্টা হিসাবে কাজ করা হয় এই রকম একটা ইনটেন্ট দিতে পারবেন যে কালীপূজার, দুর্গাপূজার ছুটি ঘণ্টা হিসাবে দেওয়া হয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেখানে ঘণ্টা হিসাবে কাজ করার কথা তবে সেটা অনেক সময়ে হয়ে উঠে না। কারন অনেক রকম আবহাওয়ার জন্য সেটা সম্ভব হয় না যেমন অনেক সময়ে তাদেরকে উস্কানি দেওয়া হয় যে তোমরা ঘণ্টা হিসাবে কাজ কর না, সেজন্য ঘণ্টা হিসাবে কাজ হয় না, এটা সত্য কথা।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন তাদেরকে এ্যাকৃষ্ট্রা এ্যালাউন্স দেওয়া হয়। সেটা কখন দেওয়া হয়, তাদের তো ছুটি নাই, ছুটিতে কাজ করলে তো দেওয়া হত। সামনের যে পূজা আসছে, তাতে তো তারা কোন ছুটি পাবে না। কাজেই তাদেরকে এ্যাকৃষ্ট্রা এ্যালাউন্স দেওয়ার কথা উঠে না। এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বুঝিয়ে বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা রেগুলার আছে, তাদের ছুটি সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৭৪ ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত উপজাতি ও তপশীলি জাতি উন্নয়ণ দপ্তরের কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ? এবং

২) তন্মধ্যে ৪র্থ, ২য়, ৩য়, এবং ১ম শ্রেণীতে যথাক্রমে কতজন কোন মহকুমা হইতে কতজন ?

উত্তর

১) সর্বমোট ৭৮ জনকে ১৯৭৩ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৭৪ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদে চাকুরীতে নিযুক্ত করা হইয়াছে আর কোন মহকুমা হইতে কতজনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে তার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :—

১ম ও ২য় শ্রেণীতে নাই।

	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী
সদর	১৮ জন	২১
খোয়াই	২	৩
সোনামুড়া	৪	—
ধর্ম্মনগর	৩	২
কৈলাসহর	৫	২
কমলপুর	—	১
উদয়পুর	—	৩
বিলোনীয়া	৪	৩
সাবরুম	—	৭

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীতে যতজনকে চাকুরীতে নিযুক্ত করা হল তাতে উপজাতি এবং তপশীলি জাতির শতকরা কতজনকে নিযুক্ত করা হল বলতে পারেন কি ?

শ্রীহরিচরণ .চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্নটার মধ্যে তপশিলী কতজন এবং উপজাতি কতজন এই রকম কোন তথ্য চাওয়া হয়নি। কাজেই এইরকম তথ্য জানতে হলে সেপারেট কোয়েশ্চান করলে পরে আমি উত্তর দিতে পারব।

শ্রীতাপস দে :—অন পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ স্যার, আমরা যে কোয়েশ্চানগুলি করি তার মধ্যে কতগুলি মেইন কোয়েশ্চান থাকে এবং সেগুলির উপর আমাদের সাপ্লিমেন্টারী করার প্রিভিলেজ আছে। এখন সেই প্রিভিলেজ যদি কোন মিনিষ্টার কার্টেল করতে চান এবং আমরা যদি আপনার শরণাপন্ন হই, তাহলে আমরা আমাদের প্রিভিলেজ পেতে পারি কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী যদি বলেন যে তাঁর কাছে তথ্য নেই, তাহলে তো...

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—স্যার, উনি যদি বলেন তার কাছে তথ্য নেই, সেটা অ মরা স্বীকার করে নেব। কিন্তু উনি তো সেটা বলছেন না, বলছেন প্রশ্নটা যেভাবে এসেছে, তার মধ্যে এটা নেই ?

মিঃ স্পীকার :— তা তার বলা উচিত নয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর জবাবে বলেছেন যে ১০টি সার্বডিভি-শনের মধ্যে ৯টি সাবডিভিশনের মধ্য থেকে কাউকে না কাউকে চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে চাই অমরপুর সাবডিভিশনে কি এমন একটি ছেলেও নাই যে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হতে পারে না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—স্যার- অমরপুরে কোন ট্রাইবেল নাই, একথা আমি বলি নাই। অমরপুর থেকে কোন দরখাস্ত করা হয় নাই, সেজন্য আমরা নিতে পারি নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননায় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কিছুদিন পূর্বে কিছু সংখ্যক ট্রাইবেল সুপারভাইজর এবং ট্রাইবেল ইন্সপেক্টারের কতগুলি অফার ছাড়া হয়েছিল এবং সেই অফারগুলি কতদিন আটকানো হয়েছিল এবং কেন আটকানো হয়েছিল ?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবাল মেম্বার, দীস ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ ইং সনের মধ্যে যে সমস্ত কর্মচারীকে নিয়োগ করা হয়েছে, তার জন্য কি কোন রকম এ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা হয়েছে অথবা ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছে তাতে ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ সালের তথ্য চাওয়া হয়েছে। কিন্তু উনি যদি ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৫ সালের তথ্য চাইতেন, তাহলে আমি সেই তথ্য দিতে পারতাম। কাজেই পরে প্রশ্নটা করলে আমি তার উত্তর দেব।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এজন্য যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হয়তো আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারেন নি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে যাদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে তার জন্য কোন এ্যাডভার্টাইজ করা হয়েছে কিনা অথবা কোন ইন্টারভিউ কল করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা নিশ্চয় এ্যাডার্টাইজমেণ্ট করা হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে বললেন এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট নিশ্চয় করা হয়েছে, আমি এখন জানতে চাইছি সেটা কি ভাবে করা হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইনগতভাবে এ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছি এবং সেই হিসাবে আমরা চাকুরী দিয়েছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছেন, সেটা কি ভাবে করা হয়েছে, সেটা কি এ্যাম্প্লয়মেন্ট এ্যাক্‌চেঞ্জের মারফতে ইণ্টারভিউর কার্ড পাঠিয়ে করা হয়েছে, না পত্র পত্রিকাতে এ্যাডভার্টাইমেণ্ট করা হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্য-এর প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না ?

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— আমার প্রশ্নটা ছিল যে এ্যাডভাটাইজমেণ্ট করছেন বলে আপনি বলেছেন, সেটা কি ভাবে করা হয়েছে, অথবা সেটার পদ্ধতিটা কি, এটাই আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আইনগতভাবে এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট করে এবং একটা বোর্ড করে ইণ্টারভিউ নেওয়া হয়েছে এবং সেই ইণ্টারভিউর বেসিসে আমরা ক্লাশ ফোর এবং ক্লাশ থি পোষ্টে নিয়োগ করেছি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আইনমত ভাবে বলতে আপনি কি বুঝাতে চাইছেন ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাকুরীতে নিয়োগ সম্পর্কে ইণ্টারভিউ নেওয়ার জন্য একটা বোর্ড আছে, এবং সেই বোর্ড যাকে উপযুক্ত বলে মনে করে থাকে আমরা তাকেই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে থাকি।

শ্রীতাপস দে :— আমরা বোর্ডের প্রশ্ন আনি নি। আমরা চেয়েছি ক্যাণ্ডিডেট কি এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ মারফত এলেন, না পত্রিকাতে অ্যাডভারটাইজ করলেন সেটাই আমরা জানতে চেয়েছি স্যার। উনি বলেছেন যে অমরপুরে একটা সাবডিভিশানের একটা লোকও অ্যাপলাই করে নি। অমরপুরে যদি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকেন বা এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ মারফত করে থাকেন তাহলে সেটা জানার কথা আমাদের। এছাড়া কোন বক্তব্য নেই স্যার।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেটা হয় সেটা ম্যান পাওয়ার থেকে নাম পাঠিয়েছে। সেই অনুসারে আমরা নিয়েছি। আর ক্লাশ ফোর যেটা নিয়েছি সেটা আইনগতভাবে আমরা অ্যাডভারটাইজমেন্ট করি, বোর্ড একটা সিদ্ধান্ত করে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চাকরী দেওয়া হয়।

(গোলমাল)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তিনি এই নামগুলি এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ থেকে চতুর্থ শ্রেণী বা তৃতীয় শ্রেণীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন অথবা তার জন্য সরাসরি অ্যাডভারটাইজমেন্ট করা হয়েছিল কিনা ? যদি এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ থেকে আনেন তাহলে তিনি বলেন যে এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ থেকে এনেছেন।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এমপ্লয়মেনট একসচেঞ্জ থেকে নাম আনা হয়।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ৭৮ জনকে চাকরী দিয়েছেন তার মধ্যে ৪২ জন চতুর্থ শ্রেণীর এবং ৩৬ জন তৃতীয় শ্রেণীর, তাহলে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কি কোন পোষ্ট খালি ছিল না কিংবা উনারা ইচ্ছা করে কোন ক্যানডিডেট নেন নি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর আমার ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার দপ্তরে কোন পোষ্ট ছিল না। সেজন্য আমরা নিই নি।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— প্রথম শ্রেণীর ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম শ্রেণীর কোন পোষ্ট ছিল না। যদি সেখানে আসেও তাহলে প্রমোশনে সেখানে আসে।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতীয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ইহা সত্যি কিনা যে ৭৮ জনকে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপজাতি এবং তপশীলি জাতিকে দিয়ে তাদের কোটা পূরণ করা হয় নি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতিও সেখানে নেওয়া হয়েছে। তবে কত নেওয়া হয়েছে সেই তথ্য আমার কাছে নাই। মাননীয় সদস্য সেটা যদি সেপারেট কোয়েশ্চান করেন তাহলে আমি জানাতে পারি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সাব্রুমে যে কজন গিয়াছে তারা কারা ? উনাদের ঠিকানা কোথায় ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাব্রুমে কতজন নেওয়া হয়েছে তার নাম আমার জানা নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে গত ৭৪ সালের জুন মাসে আপনার দপ্তর থেকে ২১টা অফার অব অ্যাপয়েনটমেনট দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটা অ্যাপয়েনটমেনট দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ১৬টা কেস অফার অব অ্যাপয়েনটমেনট দেওয়া সত্ত্বেও আজ অবধি কেন তাদের চাকরীতে নেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেগুলি অফার অব অ্যাপয়েনটমেনট দেওয়া হয়েছে তাদের সবাইকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই সরকারের একটা নীতি হচ্ছে যে যারা আগে ভলান্টিয়ার বা অন্যভাবে রিক্রুটেড হয়েছিল এবং পরে ছাঁটাই হয়েছিল তাদেরই নতুন অ্যাপয়েনটমেনটে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং যাদের নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কয়জন অর্থাৎ যারা ছাঁটাই হয়েছে হাফ এ মিলিয়ন জব থেকে তাদের মধ্যে থেকে কয়জন নেওয়া হয়েছে বা অগ্রাধিকার পেয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাফ এ মিলিয়ন জব থেকে যেটা হয়েছে সেটা আমরা চেষ্টা করছি নেওয়ার জন্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমার কোয়েশ্চানটা হচ্ছে যেহেতু ছাঁটাই লোকদের অগ্রাধিকার দিচ্ছেন সেজন্য যাদের অ্যাপয়েনটমেনট দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কতজন এই ছাঁটাইদের থেকে আমরা নিয়েছি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন ইন্টারভিউ নিই তখন আমাদের এই স্কীম থেকে ছাঁটাই হয় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এটা তো আশ্চর্য কথা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি ইন্টারভিউ নিয়েছেন ১৯৭১ এর আগে? কবে ইন্টারভিউ নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ? স্যার, ওরা এখানে মন্ত্রীত্বে আসার আগে ইন্টারভিউ হয়েছে কিনা ? সিলেকশানটা কি মন্ত্রীসভা বসবার আগে সিলেকশান হয়ে গেল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টকে সাধারণত আমরা ট্রাইবেলদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বলেছি, এটা নীতিগতভাবে। সেখানে ক্যাণ্ডিডেটের অভাব না থাকলে সেখানে যাদের নেওয়া হয়েছে তাদের প্রশ্ন উঠে এবং সেখানে কিছু কিছু হয়ত স্কীমের লোকও আছে এবং যারা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারে কাজ করে তাদেরও নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিশেষ করে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি যে গতকালকেও আমরা দেখেছি এবং আজকেও দেখেছি যে এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জকে বাদ দিয়ে, এমপলয়মেণ্ট একসচেঞ্জ থেকে সাহায্য যদি কোন সাহায্য এই কমিটি না নেয় তাহলে এমপলয়মেনট একসচেঞ্জ রাখার কি সার্থকতা আছে সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ? যদি এই দেখা যায় যে মন্ত্রীদের লিষ্ট অনুসারে অ্যাপয়েনটমেনট হবে তাহলে পরে এমপলয়মেনট একসচেঞ্জকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হয়েছে কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অনেকটা বক্তৃতার মত হচ্ছে। তবে এটার উত্তরে এই কথাই বলা যায় যে এমপ্লয়মেণ্ট কার্ড ছাড়া কোন এপয়েন্টমেণ্ট হচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এটা অন্য কথা। এমপ্লয়মেণ্ট কার্ড হচ্ছে এক কথা আর তাদের কাছে লিষ্ট চাওয়া, তারা রেফার করবে সেটা হচ্ছে আলাদা কথা। যখনি কোন পোষ্ট ভ্যাকেণ্ট হয় তখনি নিয়ম হচ্ছে যে এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জকে বলা যে তোমার কত অ্যাপলি-

কেন্টস আছে তাদের তুমি রেফার কর এবং তার ভিতর থেকে তাদের নিতে হবে। উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে রিক্রুটমেন্টের পরে এসে বলে যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের একটা কার্ড করতে হবে। কেন? না আমার নামটা মন্ত্রী মহাশয় পাঠিয়েছেন, ওটা হয়ে গেছে। কাজেই কার্ড আছে কিনা দ্যাট ইজ নট দি ফ্যাক্ট। সেই ফ্যাক্টের সঙ্গে আই অ্যাম নট কনসার্ণড। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে কোন পোষ্ট ভ্যাকেন্ট হলে পরে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে লেখা হয় কিনা যে তোমার কাছে যে নাম আছে পাঠিয়ে দাও, তার ভিতর থেকে রিক্রুটমেন্ট হয় কিনা?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড না দেখে কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট বা কোন ইন্টারভিউ নেওয়া হয় না। উনি যে কথা বলেছিলেন আগে, আমি সে কথাটা অস্বীকার করছি যে এমন কোন কেস হয় না। যে এ্যামপ্লয়মেন্ট কার্ড না দেখে কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট বা কোন ইন্টারভিউ হয়েছে, দুই নম্বর প্রশ্নোত্তর—যেটা গণ ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, তখন গণ ইন্টারভিউতে বলা হয়েছিল যে প্রত্যেককে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড আনতে হবে। তার মানে হল এই যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড না আনলে, গণ ইন্টারভিউ নেওয়া হয় না। কাজেই এটা রেফার করা হয়নি একথা বলতে পারেন না। একথা বলতে পারেন যে অফিস থেকে আনা হয়নি কিন্তু সেটা ক্যান্ডিডেটরা সে কার্ড না দেখালে বোর্ডে এ্যাপীয়ার হতে পারেনি, ইন্টারভিউ নেওয়া হয়নি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ১৯৭৩-৭৪ ইং সনে যে ১৮ জনের এ্যামপ্লয়মেন্ট হয়েছে, এই সব ব্যাপারে কোন দুর্নীতির অভিযোগ ডিপার্টমেন্ট-এর কাছে করা হয়েছিল কিনা?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকম দুর্নীতির অভিযোগ আমাদের ডিপার্টমেন্টে আসেনি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শ্রীহেমন্তকুমার দেববর্মা ১৯৭৩ সনের জানুয়ারী মাসে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিল বলে আমি জানি, গভর্ণমেন্টের কাছে, ডাইরেক্টার অব ওয়েলফেয়ারকে এ্যাড্রেস করে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, যদি না জানা থাকে তাহলে তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আপাতত: আমি জানিনা, তবে সেটা যদি থেকে থাকে তাহলে আমি সেটা দেখব।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা প্রশ্ন জানতে চাইছি যে উনি যে বলেছেন এ্যামপ্লয়মেন্ট কার্ড ছাড়া কারও চাকুরী হয় না, এটা কি সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? সরকারী, বেসরকারী সেমি গভর্ণমেন্ট অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ একটা অর্ডার রয়েছে যে এ্যামপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাড ছাড়া কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে না, কোথাও যদি ব্যতিক্রম হয়ে থাকে, আর সেটা যদি আমাদের নোটিশে আসে, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেটা দেখব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে ছামনু ব্লকে মোট কতগুলি ওভার ফ্লো টিউবওয়েলের বরাদ্দ ছিল,

২) ঐ বরাদ্দের মধ্যে কতটি বসানো হইয়াছে, এবং কোন কোন স্থানে বসানো হইয়াছে গ্রাম ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১) তিনটি

১) একটিও না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কি কারণে বসানো হল না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রাউণ্ড ওয়াটার সার্ভে সেখানে যে হয়েছে তাতে দেখা যায় যে পরীক্ষামূলক ৯টি জায়গার মধ্যে, দুইটী জায়গায় সফল হয়েছে, তাও ১০০ ফিট'এর অধিক নীচে জলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— যেখানে যেখানে জলের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেখানে সেখানে বসানো হলোনা কেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ১১৫ ফিট নীচে জল পাওয়া গেছে, সেটা ওভার ফ্লো'র কাজ ব্যাহত হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কোন কোন্ জায়গায়, কোন্ তারিখে, কতটুকু করে এই পাইপ বসানো হয়েছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে ছামনু ব্লকে অনুসন্ধানের জন্য ৯টি জায়গায় পরীক্ষামূলক খনন করা হয় তার মধ্যে চারটি জায়গায় ময়নারমা গাঁওসভায় এবং পাঁচটি অন্যান্য গাঁওসভায়। ময়নারমা গাঁওসভার চারটীর মধ্যে অঘোর সরকার পাড়ায় ১১৫ ফিট খননের পরে এবং আরেকটি কালাচাঁদ রোয়াজাপাড়া ১০৬ ফিট খননের পরে সফল হয়। মোট নয়টির মধ্যে, সাতটা জায়গায় খননের কাজ অসফল হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার আমার প্রশ্ন'এর জবাব আমি পেলাম না। একটা গাঁও সভার কথা এখানে বলা হল, বাকী পাঁচটি গাঁও সভার নাম আমি জানতে চাইছি। ছামনুতে কয়টি গাঁওসভা এবং তার মধ্যে কয়টা কাভার করা হয়েছে, সেটা হাউস জানতে চাইছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছামনু ব্লকে কয়টি গাঁওসভা আছে, আমার কাছে এই তথ্য নেই। আমি বলেছি যে পাঁচটি গাঁওসভার নয়টা স্থানে পরীক্ষামূলক খনন কার্য্য চালান হয়, তার মধ্যে দুইটা জায়গায়—একটা জায়গায় ১১৫ ফিট এবং আরেকটা জায়গায় ১০৬ ফিট নীচে জল পাওয়া গেছে। এই দুইটি ময়নারমা গাঁওসভার মধ্যে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমি জানতে চাইছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে—কারণ আমার সন্দেহ হচ্ছে সব জায়গায় পরীক্ষা করে দেখা হয়নি আমার ইনফরমেশন হচ্ছে ১৮ ফুট নামিয়ে তারপর পাইপ তুলে ফেলা হয়েছে জল পাওয়া গেল না বলে, সেই জন্য আমি জানতে চাইছি কোন তারিখে, কোন জায়গায়, কতটুকু পাইপ বসানো হয়েছে বা খনন করা হয়েছিল যেখানে দেখা গেল যে ওভার ফ্লো আনসাকসেসফুল, সেই তথ্য হাউস জানতে চাইছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে দুইটি জায়গায় জল স্তর পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে ১১৫ ফিট এবং ১০৬ ফিট নীচে। এবং সেইগুলি হচ্ছে ময়নার মা গাঁওসভায়—জায়গার নাম হচ্ছে অঘোর সরকার পাড়া এবং কালাচাঁদ রোয়াজা পাড়া।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৯টি জায়গাতে পরীক্ষা করা হয়েছে, আমি জানতে চাইছি যে কতটুকু পাইপ বসানো হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একজন পণ্ডিত লোক, আমার প্রশ্নটা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই। আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, থাকবে কি করে? ওরা পরীক্ষা করেনি—ট্রাইবেল এরীয়া বলে সেইসব এলাকা পরীক্ষা করা হয়নি। ছামনু হচ্ছে ট্রাইবেল এরীয়া। কাজেই সেখানে ওভার ফ্লো বসাবেনা ঠিক করেছেন ওরা। এক একটা ব্লকে ৫০০/৭০০ করে ওভার ফ্লো বসানো হয়েছে, আর এই নয়টি জায়গার নাম ওরা বলতে পারেন না, কোথায় ওভার ফ্লোর জন্য পরীক্ষা করেছেন?

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে ময়নার মা গাঁও সভার মধ্যে দুইটি ওভার ফ্লো বসানোর কথা বলেছেন—একটি ১১৫ ফুট এবং অপরটি হচ্ছে ১০৬ ফুট কিন্তু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে মাত্র ২৭ ফুট নীচে পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছিল ওভার ফ্লো বসানোর জন্য এবং পরে সেটা তদন্ত করা হয়েছে। পি, কে, রায়, যিনি সেখানকার পি, ই, ও, তাঁকে দিয়ে, সেটা সত্যি কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বসানোর কথা বলিনি, আমি বলেছি পরীক্ষার সময় ১১৫′ এবং ১০৬′ নীচে জল স্তর পাওয়া গেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি পরীক্ষা শুধুই বলছি—সেটা ১১৫ ফুট নয়, সেটা হচ্ছে ২৭ ফিট, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— সার্ভে টীম কৈলাশহর 'এ সার্ভে করেছে কিনা এবং যদি না করে থাকে, এই বছর সার্ভে করার সম্ভাবনা আছে কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে আমি দেখছি যে ১১৫ ফুট বসান হয়েছে।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি সার্ভে টিম কৈলাসহরে সার্ভে করেছে কিনা যদি না করে থাকে এই বছর হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সার্ভে টিম পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন কি যে এই সার্ভে হওয়ার আগে কোথাও টিউব ওয়েল বসান এটা ভারত সরকারের নিষেধ আছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মনে করি যে এটা আলাদা প্রশ্ন হবে। কারণ ছামনু ব্লকের ওভার ফ্লো টিউব ওয়েলের সংগে এটা জড়িত নয়।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ৩টা মাত্র শেংসান করা হয়েছে এবং একটাও বসান হয় নাই (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন (ইন্টারাপশান) আপনি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না (ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বললেন ৩টা টিউব ওয়েলের বরাদ্দ ছিল এবং একটাও বসান হয় নাই। কিন্তু সাপ্লিমেন্টারীতে আমরা পেলাম যে ৯টি জায়গায় টেষ্ট বোরিং করা হল এবং ২টি জায়গায় জল পাওয়া গেল তারপর একটিও বসান হল না এই ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল—এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গভীর নলকূপ হচ্ছে এক কথা আর শেলো-টিউব ওয়েল যেগুলি ঐগুলি ১০০ ফুটের বেশী গেলে জলের ফ্লো বেশী থাকে এবং যেগুলি ওভার ফ্লো হয়।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত— স্যার, তিনি বললেন যে ৩টা এবং ১০৫ ফুট এবং ১১৫ ফুটে জল পাওয়া গেছে, এই কথা তিনি বলেছেন—জল পাওয়া গেল কোথা থেকে—তাহলে ওভার ফ্লো হল না কেন বা টিউব ওয়েলটা সেখানে দেখা গেল না কেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাম্প টিউব ওয়েল হচ্ছে এক কথা আর ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল হচ্ছে অন্য কথা...

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ৯টি জায়গায় টেষ্ট বোরিং করে যখন জল পাওয়া গেল না, তাহলে সেই ব্লকের জন্য স্যাংসান দেওয়া হল কেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেংশান দেওয়া হয়েছিল, হয়তো সেখানে জল পাওয়া যাবে সেজন্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না স্যার, টেষ্ট ব্লকের নিয়ম আছে সেটি তিনি জানেন না। আগে জল পাওয়া যাবে তারপর সেংশান যাবে। প্রত্যেকটি ব্লকে ১০টি জায়গায় টেষ্ট বোরিং করা হয় এই হচ্ছে নিয়ম। এখানে দেখা যাচ্ছে ৯টি জায়গাতে উরা টেষ্ট করেছেন এবং টেষ্ট করায় কোথাও জল পাওয়া গেল না তবে কেন ৩টার জন্য সেংশান দেওয়া হল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত ছামনু ব্লকের কথা বলা হয়েছে এবং ৯টি টেষ্ট ৫টি গাঁও সভাতে হয়েছে আরও অনেক গাঁও সভা আছে যেখানে পরীক্ষা করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সেই পরীক্ষাই এখনও শেষ হয় নাই তাহলে সেংশান দিচ্ছেন কেন? টেষ্ট বোরিং করুন তা না করে এই সব করছেন কেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেস্ট বোরিংয়েরও সেংশান দেওয়া হয়েছিল। আর এইগুলি দেওয়া হয়েছিল যাতে সত্ত্বর কাজ করানোর জন্য যদি কোথাও জলের সন্ধান পাওয়া যায় সেজন্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— টেষ্ট বোরিং এক জিনিষ আর ৩টা ওভার ফ্লো বসান অন্য জিনিষ, দু'টো এক সেংশানে আসতে পারে না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজটা তরান্বিত করার জন্য করা হয়েছিল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ৩টা টেষ্ট বোরিং হয়েছিল। এবং সেখানে একটাও হয় নাই। এবং এই না হওয়ার কারণে সেখানকার ব্লক ওভারশিয়ার—ডি, কে, রায়, এস, ডি, ও'র তদন্তের পর সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। এই কথা সত্যি কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই খবর আমার জানা নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই তাহলে জিনিষটার এটাই প্রমাণ করে যে এটা উপজাতি এলাকা সেটা অবহেলিত করে রাখার জন্য এই ডিপার্টমেন্ট ষড়যন্ত্র করেছেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্য নয়।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ৯টি পরীক্ষা করা হয়েছে সেখানে কত ফুট নীচ পর্য্যন্ত বোরিং করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণত ৩০ ফুট ৪০ ফুট—কিন্তু এটা হচ্ছে গ্রাউণ্ড ওয়াটার সার্ভে এবং সেটাতে দেখেছে কত নীচ পর্য্যন্ত জলস্তর পাওয়া যায় শ্যালো টিউব ওয়েল হিসাবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লকের অধীনে জম্পুইজলা গাঁও সভাতে ১৯৭৪ সালের বৎসরান্তে কয়টি সিজন্যাল বাঁধ দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

পাঁচটি বাঁধ করা হইয়াছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এই পাঁচটি বাঁধের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটি বাঁধের জন্য ১,৬৬০ টাকা আর একটি বাঁধের জন্য ৪০০ টাকা, একটির জন্য ১,১০০ টাকা, একটির জন্য ৭৭০ টাকা মোট ৪,৭০০ টাকা।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই পাঁচটি বাঁধ কোথায় কোথায় দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— যে যে জায়গায় করা হয়েছে তার নাম—জম্পুইজলা, গ্রাম তছনুর, দিনকবাড়ী, চড়কবাড়ী, আর একটি চালতাতলী, আর একটি চন্দ্রধন রোয়াজার বাড়ী।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই পাঁচটি বাঁধ যে সব গাঁও সভার জন্য মঞ্জুর হয়েছিল তার একটিও হয় নাই এবং এজন্য ১৪. ৫. ৭৪ ইং সালে ক'টি গাঁও সভার সদস্য এবং স্থানীয় লোকেরা বি, ডি. ও,র অফিস ঘেরাও করেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এমন তথ্য নাই কিছু হয়েছিল।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— শুধু বি. ডি. ও.র অফিস নয়, মাননীয় মন্ত্রীর কাছেও এসেছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে সেই তথ্য নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই গত ১৫. ৪. ৭৪ ইং বিশালগড়ের বি. ডি. ও. সাহেব গাঁও সভায় গিয়ে তিনি তদন্ত করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনা উপলব্ধি করেছেন এবং কে কত টাকা খেয়েছে এই সম্পর্কে তথ্য তিনি পাওয়ার পর কোন সুবিচার করেন নাই। এই অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে করেছেন স্থানীয় জনসাধারণ এবং গাঁও সভার সদস্য। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই বলেছি তিনি যে অভিযোগের কথা বলেছেন তার কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি অভিযোগ করা হয় তাহলে তদন্ত করার ব্যবস্থা করব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে অভিযোগ এই সম্পর্কে আমি বিধান সভার সদস্য হিসাবে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে তিনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি পূর্ব অভিযোগের রেফারেন্স দিয়েছিলেন সেটি আমার কাছে নাই। কিন্তু এখন উনি যখন অভিযোগ করছেন সেটি আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই বাঁধগুলি কোন্ কোন্ ছড়া বা নদীর উপর দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নদী বা ছড়ার নাম :—দোকানী ছড়া, চড়থ ছড়া আর কোত্রাই ছড়াতে তিনটা।

Mr. Spaker :— The question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred questions and also to Starred questions which were not answered orally.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমাদের এই যে বিধান সভার সেশনগুলির প্রসিডিংস ১৯৭৩-৭৪ সালের যে বাজেট সেশন সেই বাজেট সেশনের পর যতগুলি সেশন হয়েছে আজ পর্য্যন্ত সেইগুলির প্রসিডিংস পাওয়া যায় নি এবং কখন পাওয়া যাবে তাও আমরা জানি না। আরেকটা কথা হচ্ছে আমরা বিধান সভায় মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত বক্তব্যগুলি রাখেন এবং বলেন সেইটা সংশোধনের জন্য বা কারেকশনের জন্য সেইটা অন্ততঃ তিন চার মাস পরে আমাদের কাছে পৌঁছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিন চার মাস আগে আমরা বিধান সভায় কি বলেছি না বলেছি সেইট্টা যদি চার মাস পরে আমাদের কাছে পৌঁছায় তাহলে সেইটা কারেকশন করা আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়। কারণ তিন চার মাস আগে বিধান সভায় কি বলেছি না বলেছি সেইটা স্মরণ রাখার শক্তি আমার নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা কথা হচ্ছে এই ধরণের ঘটনা দুনিয়ার কোন দেশের কোন পার্লিয়ামেন্টে আছে কিনা আমার জানা নাই। দুনিয়ায় কেন আজ ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের মধ্যে এই ধরণের বিধান সভাগুলিতে এমন কোন ঘটনা আছে কিনা আমি জানি না। এমন কি পার্লিয়ামেন্টের ঘটনা আমরা জানি, আজ পার্লিয়ামেন্টের সদস্যরা যদি আজকে বক্তৃতা করেন তাহলে বক্তৃতার কপি পরের দিনই তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। অথচ ত্রিপুরার বিধান সভা এক বৎসরের মধ্যেও সেইটা আমাদের সদস্যদের কাছে দেন না। আরেকটা হচ্ছে শুধু পার্লিয়ামেন্টেই নয় আজকে মেঘালয়ে যারা বিধানসভার সদস্য তারা যেসব বক্তৃতা দেন তা পরের দিনই তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে অথচ আমার এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিধান সভায় ৩/৪ মাস পরেও সেইটা সদস্যদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় না। আরেকটা কথা হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি আপনি সরকারী কোন লোক নন, নিজেও বলেন এবং আমরা সংসদীয় রীতি হিসাবে ত্রিপুরার বিধান সভার যিনি স্পীকার হবেন তাকে আমরা নিরপেক্ষ বলে মনে করি কিন্তু কার্য্যক্রমে আমরা কি দেখছি? আজকে যে প্রেস, সেই প্রেসের যে সুপারিনটেণ্ড তাকে আপনি একটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে না, বাধ্য করতে পারেন না যে বিধান সভার প্রসিডিংস সদস্যদের বক্তব্যের কপিগুলি যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর মন্ত্রীদের মুখ রক্ষা করার জন্য তাদের মুখের দিকে চেয়ে আপনার যে কর্ত্তব্য; সদস্যদের কাছে তাদের যে প্রসিডিংস পৌঁছে দেওয়া সেইটা আপনি করছেন না। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনি অফিসারদের মত, সরকারী লোকের মত

আপনার কাজকর্ম দেখছি। এই দিক দিয়ে দাবীটা হচ্ছে নিরপেক্ষতা আপনায় কাছ থেংক আমরা পাচ্ছি না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, — (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মিঃ দেববর্মা হয় তো একটু উত্তেজিত হয়ে কথা বলেছেন, আমি দুঃখিত কিন্তু আমি মনে করছি যে এ্যাক্সপ্রেশনটা তিনি দিয়েছেন আমদের হাউসের গ্রিভেন্স সম্পর্কে এইটা আমাদের এখানকার জিনিষ শুধু নয় এইটা সমগ্র হাউসের জিনিষ। আপনি এসেস করুন, আমরা এর আগে অনেক বার বলবার চেষ্টা করেছি যে আমরা হাউসের অথরিটি দাবী করব না ? একটা প্রেস সেকশনকে আমরা বলতে পারি না যে এই প্রেস সেকশন টা আমার এসেম্বলির জন্য কাজ করবে : আমি কি গভার্ণমেন্টকে বলতে পারি না যে আমাকে একটা সেকশন ছেড়ে দিতে হবে আমার স্পীকারের আণ্ডারে, আমার স্পীকারের গাইডেনসে ? আমি তো শুনেছি মস্ত বড় প্রেস হয়েছে। কাজেই আমার এসেম্বলির কাজ কেন সাফার করছে ? কেন এক বৎসর পরে আমি রিপোর্ট পাবো ; কেন এই ছোতা কাগজের মধ্যে আমার সমস্ত কিছু যেগুলি আমরা :পড়তে পারি না ? কেন ছাপানো হবে না আমার যে সমস্ত রুটিন ইত্যাদি সমস্ত কিছু ? আমি বুঝতে পারি না মেঘালয় করতে পারে আর ত্রিপুরা করতে পারে না ? এই কথা আপনাকে জানাবার জন্য মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই এই কথা বলছেন, স্পীকারকে অবমাননা করার জন্য নয় কিংবা হাউসের যে একটা ফিলিং আছে, হাউসের যে একটা অথরিটি আছে, আমরা কি চাই না যে মাননীয় স্পীকার সে অথরিটি এ্যাষ্টাব্লিশ করবেন ? স্যার, আপনি একটা ষ্টাফ করেন নাই, একটা এডিটর করেন না, দুইটা ভাল রিপোর্টার করেন নি। কেন করছেন না ? হয় তো ষ্ট্রাইক ভাঙ্গার জন্য রাতারাতি রিপোর্টার তৈরী করা হয়, হয়তো যে ষ্ট্রাইকটা ৯ই এপ্রিল ভাঙ্গতে হবে। কাজেই ৯ তারিখে পাওয়া যায়, কিন্তু ১০ তারিখ পাওয়া যায় না ভবং আমার সমস্ত কিছু রিপোর্ট আসে না এইটা তো হতে পারে না। স্যার আপনি এসেস করুন আমরা বলেছি, এই তো রুলিং পার্টির সদস্যরাও আছেন ওরা যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, ওরা বলুন না যে যা করা হচ্ছে তাতে আমরা খুশী আছি। আপণি জিজ্ঞাসা করুন, এইটাতো জায়গা এসেস করার।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় : —মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, এইটা কাগজপত্রে এবং কোয়েশ্চান পেপার পাইতে আমাদের একটু অসুবিধা হয় এইটা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু সেই জন্য স্পীকার এক তরফা বিচার করেন, শুধু সরকারী পক্ষকে দেখেন এইগুলি ঠিক নয়। আমাদেয় কাগজপত্র পাইতে দেরী হয় এইটা ঠিক কিন্তু এইভাবে স্পীকারকে, চেয়ারকে অবমাননা করা সেইটা যুক্তি সংগত বলে আমি মনে করি না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে। কেউ যদি স্পীকারকে অসম্মান করে কিছু বলে থাকে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এসেম্বলির যে প্রসিডিংস সেইটা যদি আমরা পরের দিন না পাই তাহলে ইমপোর্টেন্টটা নষ্ট হয়ে যায়। এই যে ৬মাস বা ১৪ দিন পরে যে ছাপানো বইটা আমাদের কাছে আসে তখন সেইটা দেখার মতো ধৈর্য্য আমাদের থাকেনা। আমার কথা হলো ছাপানো যদি না হয় অন্ততঃ সাইক্লোষ্টাইল করে যদি পরের দিন আমাদেরকে দেওয়া হয়

তাহলে আমরা এসেম্বলিতে নিজেরা যা বললাম যে সমস্ত কোয়েশ্চান করা হলো এবং কি তার উত্তর হলো এইটা আমরা চেক করে দেখতে পারি। তাছাড়া সেইটা সংশোধন করে আমরা এসেম্বলি চলা কালে আমরা সেইগুলি দিয়ে দিতে পারতাম। কাজেই আপনার কাছে আমার অনুরোধ হচ্ছে এই জিনিসটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দেখবেন। এইটা আমাদের সকলের জন্যই প্রয়োজন, আমরা যারা মেম্বার আছি. আমরা যদি ভুল বলে থাকি তাহলে সেইটা ছাপা হয়ে যাবে। এইটা আমাদের যতখানি গুরুত্ব মন্ত্রীদেরও ততখানি গুরুত্ব। হয়তো মন্ত্রী একটা ষ্ট্যাটমেণ্ট করেছেন যে এই কেস সত্য নয় কিন্তু যখন ছাপানো হলো তখন দেখা গেল সেই নয়টা বাদ পড়েছে, তাহলে ষ্ট্যাটমেণ্টটা একেবারে মিথ্যা হয়ে গেল, মন্ত্রীরা তখন বিপদে পরবেন। এইটা সকলের জন্য দরকার যাতে পরের দিন প্রসিডিংস আমাদের কাছে, যে সাইক্লোষ্টাইল প্রসিডিংসটা আমাদের কাছে যাবে এবং তার পরের দিন যদি আমরা না নিই তাহলে সেইটা কারেগেড বলে গন্য হবে এবং এইটা কনভেন-শন উইদ অল সিরিয়াসনেস স্যার,

আগামী সেশান থেকে যাতে পাওয়া যায় তার জন্য আমি স্যার, আপনার কাছে অনুরোধ রাখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, তড়িত বাবুর কথার সঙ্গে আমি এক মত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের যে অসুবিধাটা হচ্ছে...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি একটি কথা বলতে চাই। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ষ্টেটে প্রেস আছে। সেটা ছেপে বেড় করা হচ্ছে। এখানে হতে বাধাটা কোথায়? এই যে হাতে লিখা সেটা আমরা বুঝতে পারি না। এটা ক্লাস টু-থি্র-এর বাচ্ছা ছেলেমেয়ের হাতের যে রকম লেখা ঠিক সে রকম লেখা। এটা টাইপ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা টাইপ বুঝা যায় না। আমাদের নিজস্ব প্রেস হলে অসুবিধা কি। নিয়ম হচ্ছে এ্যাসেম্বলীর এই যে কোয়েশ্চানটা এটার সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের রিপ্লাইটাও সঙ্গে থাকা উচিত। গভর্ণমেণ্ট এই কোয়ে-শ্চানটার কি রিপ্লাই দিচ্ছেন সেটা এর সঙ্গে থাকবে, ছাপা থাকবে। আপনারা ১০ কপি করেন। মন্ত্রীরা পান। এ্যাডভান্স। ৬০ কপি করেন না কেন। ৬০ কপি করলে ত সবাইকে দেওয়া যায়। ওটাই নিয়ম। সেই নিয়ম এখানে মানা হচ্ছে না। ওয়েস্ট বেঙ্গল বিধান সভায় আমি দেখেছি। পার্লামেণ্টেও দেওয়া হয়। আমরা যদি আধ ঘণ্টা আগে পাই তাহলে আমাদের সাপ্লিমেণ্টারী করা সুবিধা হবে। তাহলে আমাকে মেইন কোয়েশ্চানটির রিপ্লাই পাবার জন্য, চাওয়ার দরকার হলে আমি সাপ্লিমেণ্টারীর মাধ্যমে পেতে পারি বা গভর্ণমেণ্ট দিতে পারেন। কিন্তু তা করেন না। এইভাবে আমাদের কেন নিজস্ব প্রেস থাকবে না, অ্যাসেম্বলীতে কেন স্টাপ থাকবে না সেটা আমি বুঝতে পারছি না। এই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেও বহুবার বলেছি, আপনার দৃষ্টী আকর্ষণ করেছি বহুবার। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই হয়নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমরা পত্রিকায় দেখলাম যে আমাদের দেওয়ালে ছবি আকার জন্য আরটিস্ট ডাকা হচ্ছে। এই পয়সা টাকা খরচ না করে যদি একট প্রেস করেন এবং

যদ্দিন প্রেস না হচ্ছে এই গভর্ণমেণ্টকে বলুন তাঁদের একটা সেকসান আমাকে দিতে কারণ যাতে আমি আমাদের মাননীয় স্পীকারের নেতৃত্বে এই প্রেসের কাজ আমরা করতে পারি। এই হচ্ছে আমার ফার্ষ্ট কোয়েশ্চান। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার এই যে ডিপার্টমেণ্ট আছে, এই যে যারা নাকি অডিট করে, সেটাকে বাড়িয়ে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি না করে তারা যাতে তাদের ডিউটি মোর এফেসিয়েন্‌সিভাবে করতে পারে সেই চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—স্যার, আমরা দেখছি এই যে আমার নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে আপনার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। এই ত্রুটিগুলির মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে যেটা আপনাকে হেল্‌প করবে। যেমন রিপোর্টার সংখ্যা বৃদ্ধির করবার কথা আমরা বহুবার বলেছি। একটা ঘটনা হল যে ৯ তারিখে ধর্মঘটের ফলে আমাদের দুইজন নতুন রিপোর্টার পাওয়া গেল। এর আগে আপনারা বলেছিলেন যে রিপোর্টার পাওয়া যায় না। পাচ্ছি না। ৯ তারিখের ধর্মঘটে পাওয়া গেল। এর ফলে আমাদের কোয়েশ্চান থাকতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—নতুন কিছু বলুন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—হয়ত হচ্ছে। যিনি সেক্রেটারী আছেন, তাকে কি বলে আমি জানি না। তাদের পে স্কেলের বিভিন্ন প্রশ্ন পাওয়া গেছে।

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্নটা এখানে আসে না মাননীয় সদস্য।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—এইগুলি ছাড়া আরো প্রশ্ন আছে স্যার। রিপোর্টার নেই। আপনার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে স্যার সাংঘাতিক অবস্থা। এইগুলি যদি ঠিক করা না হয় তাহলে কি করে হবে।

শ্রীমধুসূদন দাস :—আমার একটা কোয়েশ্চান ছিল স্যার।

মিঃ স্পীকার :—অ্যাসেম্বলীর প্রসিডিংস নিয়ে আপনারা যে অভিযোগ করেছেন সে অভিযোগের প্রতি আমার দৃষ্টি অনেক আগেই আকৃষ্ট হয়েছিল। আমি আমাদের গভর্ণমেণ্ট প্রেসকে যত তাড়াতাড়ি প্রসিডিংস ছাপাতে পারেন তার জন্য মাননীয় প্রেস মিনিষ্টার—ফিনান্‌স মিনিষ্টারকে বলেছি। গত সেসানেই বলেছি বলে আমার মনে হয়। গভ: প্রেসের আমি জানি না হয়তো ওদের কাজের চাপ বোধ হয় বেশী কিন্তু আমি চিঠিও দিয়েছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের প্রসিডিংস ছেপে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আপনার কথা যদি ওরা না শুনে তাহলে স্যার, আমি কথা দিচ্ছি হাউসের সে ক্ষমতা আছে তাঁদের ডিসচার্জ করে দিতে পারবে। তাঁদের ডিসচার্জ করে দিন। আমরা আপনার হাতকে শক্ত করব।

মিঃ স্পীকার :— সেটা মাননীয় ফিনান্‌স মিনিষ্টারের সঙ্গে আমি গত সেসনেই আলাপ করেছি। তাকে অনুরোধও করেছি, সম্ভবত: আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি তাঁর কানে চিঠিও দিয়েছিলাম।

অ্যাসেম্বলীর প্রেস করার ব্যাপারে যে সাজেশান মেম্বাররা দিয়েছেন বিশেষ করে মাননীয় সদস্য কালীপদ বাবু ওটা আমি বিবেচনা করে দেখছি। তবে আপনাদেরকে আমি আশ্বাস দিতে পারি যে আগামী সেসনে যত তাড়াতাড়ি আপনারা প্রসিডিংস পেতে পারেন তার ব্যবস্থার জন্য আমি চেষ্টা করব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—প্রশ্ন যেগুলি আছে তার সঙ্গে যেন রিপ্লাই দেওয়া হয়। এবং প্রশ্নগুলি যেন ছাপানো থাকে। এটা পড়া যায় না। আমি লক্ষ্য করছি মন্ত্রীদেরও অসুবিধা হয়। মন্ত্রীরাও পড়তে পারেন না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার ছাপিয়ে যেন দেওয়া হয়। আমি ওয়েষ্ট বেঙ্গলে দেখেছি এটা ছাপিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের এখানেও যেন ওদের মত ছাপিয়ে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—এটাত আমারও অসুবিধা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—প্রত্যেকেরই হচ্ছে স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আমারও হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার প্রশ্নগুলি ছাপাতে অসুবিধা হয়। রাতারাতি ছাপা হয়। ইনস্পাইট অব সাইক্লোষ্টিং, আমরা চাইছি যে কোয়েশ্চানগুলি ছেপে দেওয়া হউক। আমি মেঘালয় দেখে এসেছি সেখানে ছাপান হয়, পার্লামেন্টে ছেপে দেওয়া হয়, ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ছেপে দেয়, আমরা কেন দিতে পারব না ?

মিঃ স্পীকার :—সব স্টেটে দেয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আপনি একটা নাম বলুন না কোন স্টেট দেয় না।

মিঃ স্পীকার :—এ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস দুই বছরেও কোন কোন জায়গায় দেয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান ছেপে দেয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কোয়েশ্চান এবং রিপ্লাই ছেপে দেয়।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান ছেপে দেয়। সেকথা আমি বলছি না, আমি এ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস-এর ব্যাপারে বলছি, ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাসেম্বলী থেকে দুই বছরেও পায় না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— স্যার আমাদের যে প্রসিডিংস. আমাদের যে বক্তব্য, তা কায়েক-শানের জন্য তিন চার মাস পড়ে আমরা পাই।

মিঃ স্পীকার :—আগামী সেশান থেকে যাতে দেওয়া যায় তার চেষ্টা আমরা করছি। Let us start the next item.

শ্রীমধুসূদন দাস :—আমার শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চানের উত্তর এই সেশানে আশা করতে পারি কি স্যার ?

মিঃ স্পীকার :—এক্ষুনী আমি বলতে পারব না।

Ruling of the Speaker on the question of alleged breach of Privilege raised by Shri Amarendra Sarma, M. L. A. against Shri K. D. Menon, Revenue Commissioner, Govt. of Tripura.

Mr. Speaker :— A question of alleged breach of privilege has been raised by Shri Amarendra Sarma, M. L. A. against Shri K. D. Menon, Revenue Commissioner, Government of Tripura. Shri Sarma in the question raised by him has alleged that Shri Ajoy Biswas, M. L. A. for some urgent discussion on matters of public importance went to the office of Mr. Menon,

Revenue Commissioner. It has been alleged that Mr. Menon's behaviour towards Shri Ajoy Biswas, M. L. A. was discourtious and he (Mr. Menon) had used some very harsh words and later refused to grant him any interview on such request being made by Shri Biswas. It has been contened by Shri Sarma that the attitude and action of Mr. Menon has lowered down the prestige of an M. L. A. and also of the House as a whole. It has also been alleged by Shri Sarma that by his attitude and action Shri Menon has prevented Shri Biswas from discharging his duties as M. L. A. and this has amounted to infringement of the rights and privileges of the members of the Legislative Assembly. Shri Sarma also enclosed a copy of the Bengali daily news paper in support of his allegation.

To determine the prima facie of the case, it is to be first examined if Shri Biswas was in service of the House when he want to call of Mr. Menon. Revenue Commissioner. From the Newspaper enclosed by Shri Sarma it is seen that Shri Biswas went to meet the Revenue Commissioner as Secretary-General of the Co-ordination Committee to equire regarding certain affairs of Kanchanpur and District Administration. This has also been confirmed by Mr.Menon. Mr. Menon further stated that as he was in the midst of a conferenee and as Shri Ajoy Biswas, M. L. A. did not have a previous appointment he could not see him immediately. After the conference was over, on enquiry he found that Shri Biswas has left the office. However, to come back to the alleged brach of privilege I find that there is no prima facie as Shri Biswas, M. L. A. was not performing his duties as M. L. A. connected with the business of the House. In this connection I like to draw the attention of the Members that the members can claim privilege only when there is a libel upon them which must concern his character or conduct in his capacity as Member of the House "based on matters arising in the actual transaction of the Business of the House.

In view of the above, I decline to give my consent to the notice being raised in the House.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এই সংগে একটা ইনফরমেশান চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এটা সত্যি কি না যে রেভিনিউ কমিশনার মি: কে, ডি, মেনন, এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীকে একটা ডি, ও লেটার লিখেছেন টু ইনফ্লুয়েন্স দি ডিসিশান অব দি অনার‍্যাবল স্পীকার এবং যদি লিখে থাকেন সেই চিঠিটা এই হাউসে প্লেস করতে রিকোয়েষ্ট করব।

মিঃ স্পীকার :— আমি সেই চিঠি দেখি নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি না দেখতে পারেন, কিন্তু মি: মেনন হ্যাজ সেন্ট এ লেটার টু দি সেক্রেটারী, ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী। আপনি সেই ইনফরমেশান আজকে বা কালকে দিন, হাউসের সামনে আমরা সেটা দেখতে চাই। কারণ এর উপর ফার্দার প্রিভিলেজ হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমি ঐ চিঠির উপর...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, তার এগেইনিষ্টে ফারদার প্রিভিলেজ হবে। যদি কোন অফিসার তাঁর এগেইনিষ্টে প্রিভিলেজ মোশান এসেছে জেনে যদি তিনি ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করে—আই ডু নট মীন যে ইউ হ্যাভ বীন ইফ্লুয়েন্সড বাই দ্যাট লেটার, কিন্তু তিনি যদি সেই চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে হি হ্যাজ কমিটেড ফারদার ব্রীচ অন প্রিভিলেজ। আমরা খুব কনসার্ণ। একজন অফিসার তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সম্পর্কে—যাতে মি: স্পীকার সফ্ট হন সেইজন্য তিনি ডি, ও লেটার লিখবেন সেক্রেটারীকে এটা ভেরী সিরিয়াস থিঙ। কাজে কাজেই এই সম্পর্কে যদি লিখে থাকেন সেই চিঠি হাউসের সামনে প্লেস করা হউক যাতে হাউস ফার্দার কনসিডার করতে পারে what type of steps can be taken against Mr. K. D. Menon.

Ruling of the Speaker on the question of alleged breach of privilege raised by Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A. against Shri Himangsu Mohan Choudhury S.D.O. Sonamura.

———

Mr. Speake :— The question of alleged breach of privilege raised by Shr Nripendra Chakraborty, M. L. A. on 9th October, 1974 alleged that Shri H. M. Choudhury, S. D. O. Sonamura has breached the privilege of Shri Samar Choudhury, M. L. A. on the following grounds—

1) That the S. D. O. did not intimate the Speaker the release of Shri Samar Choudhury, M. L. A. on 23/6/73 as required under rule 195 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

2) that the S. D. O. proceeded with prosecution of Shri Choudhury, M. L. A. even after his release inspite of the fact that he was unconditionally released and that this action of the S. D. O. has amounted to a breach of privilege of Shri Choudhury, M. L. A. as he was prevented by the S. D. O. from doing his duty as a Member of the House.

I have examined the notice of Shri Choudhury with reference to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly and also the practice and Procedure of Lok Sabha regarding Parliamentary privileges, and I am of opinion that there is no prima facie in the questions raised by Shri Chakraborty on the following grounds—

Rules 195 provides for intimation of release of a member when a Member having been arrested is released after conviction. Shri Samar Choudhury was released immediate after arrest and as such intimation as required ander rule 195 of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly was not necessary.

Prescribed from of communication to the Speaker regarding release given under rule 195 also supports this contention and leaves no doubt that the intimation regarding the release of convicted Member only when on bail or otherwise is contemplated under rule.

The present case is not release after conviction of the Member concerned.

Mr. D. K. Basu in his Commentary on the Constitution of India points out that the rules relating to intimation to the Speaker after release applies— "When a Member is released on bail or otherwise after conviction."

Regarding second point raised by Shri Chakraborty, I am of opinion that the Member was arrested under Section 159 of C.R.P.C. vide Sonamura P. S. G. D. entry No. 700 and Sonamura case No. 56(73) under Section 147, 149, 426/380 of I. P. C. at the first instance on 23/6/73 and after released on bail he was prosecuted on the same charge on which he was arrested on 20/6/75 and subsequently released on 23/6/73.

Under criminal proceedings, members can claim no privilege. I have, therefore, found no prima facie in the case raised by Shri Nripendra Chakraborty and the question is not allowed to be raised.

Further I would like to inform the Members that as per our rule, any case of alleged breach of privilege must relate to a matter of recent occurance. The matter sought to be raised by Shri Chakraborty is an occurance that took place in June, 1973. Since then the House met twice and the third session has also commenced on the 4th October, 1974. There are several instances in Lok Sabha where Privilege Notices were disallowed for not bringing such matters at the first opportunity.

Shri Nripendra Chakraborty :— Mr. Speaker Sir, আমি এই সম্পর্কে দুই একটা কথা বলতে চাই। ১৯৫'এ আমাদের যা আছে, তাতে একথা আছে—"when a Member is arrested and after conviction released on bail pending an appeal or otherwise released..." এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাঁরা বেলড আউট হয়নি, কনভিকশানের কোন প্রশ্ন আসেনি, বাট দে ওয়ের আদার-ওয়াইজ রিলিজড। কাজেই এটার দুইটি কণ্ডিশান হতে পারে। একটি হচ্ছে রিলিজ্‌ড আফটার কনভিকশান অথবা বেলড আউট আফটার কনভিকশান অর আদার ওয়াইজ রিলিজ্‌ড। বেলড আউট হয়নি, আন-কনভিকশনালী রিলিজ করে দিয়েছে। কাজেই এটা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় হচ্ছে যে তাদের ধরা হল দুটো চার্জে। একটা হল সি, আর, পি, সি, আর একটা হচ্ছে আই, পি, সি, এবং আগরতলা কোর্টে তাকে রাখা হল। যদি একথা হত যে সি, আর, পি, সি, তে তাদের রিলিজড করা হয়েছে কিন্তু আই, পি, সি, এর অভিযোগগুলি রয়ে গেছে তাহলে তারা বেণ্ড আউট হত। আই, পি, সি, এর ক্ষেত্রে বেণ্ড আউট হত। কিন্তু তারা বেণ্ড আউট হন নি, যার থেকে বুঝা যায় যে সি, আর, পি, সি, এবং আই, পি, সি, দুটো থেকেই তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং অব্যাহতি দেওয়ার পর এক অপরাধের জন্য কাবার তাকে প্রসিকিউট করা হয়েছে। এটা তো দুই সেসান আগে হয় নি। এটা হচ্ছে অন রিসেণ্ট অকারেন্স। কয় দিন আগে এই জিনিষটা ঘটেছে যে তাকে আবার প্রসিকিউট করা হয়েছে।

মি: স্পীকার :—তারিখটা কত?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তারিখটা হচ্ছে এপ্রিল।

মিঃ স্পীকার :—দ্যাট ইজ অলসো এ ক্রিমিন্যাল কেস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমি তা বলছি না। আমার কথা হচ্ছে একজন মেম্বারকে ইন্টিমিডেট করা যেতে পারে। আমার দরখাস্তে এই কথা আছে ইন্টিমিডেট করা হচ্ছে কিনা, তাঁকে ভয় দেখানো হচ্ছে কিনা যে তুমি আমার বিরুদ্ধে কাজ করছ, তোমাকে আমি জেলে নেব, অ্যারেষ্ট করব। এটা হচ্ছে ভয় দেখানো, সেই ভয় দেখানোটা হচ্ছে কি না এটাই বিচার্য্য বিষয়। স্যার, এটা কি বিচার করা হয়েছে যে যে কেস থেকে সে অব্যাহতি পেল সেই কেস, তারিখটা -৮-৭৪। একই ধারা, আণ্ডার সেকশান ১৪৭, ১৪৯, ৪২৬, একই ধারায় একই কেসে তাকে আগে কণ্ডিশন্যালী রিলিজড করে আবার তাকে সেখানে দেওয়া এটা ইন্টিমিডেট করে কিনা। স্যার, এটা তো কমিটির বিচার্য্য বিষয়। স্যার, আপনার পক্ষে তো এটা জানা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ক্রিমিন্যাল কেসে কোন প্রিভিলেজ হয় কি? আমার তো মনে হয় কোন প্রিভিলেজ হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমি সাকদের দেখাচ্ছি যে ইন্টিমিডেট করারটা, এটা পারে কি না, একজন সদস্যকে ভয় দেখানো যে তুমি যা করছ তার জন্য তোমাকে শাস্তি দেব। এটা পারে কি না। প্রিভিলেজের ব্যাপারে যে সমস্ত সেকশান আছে তাতে বলা হয়েছে যারা এইরকম ইন্টিমিডেট করে, যদি কেউ করে তাহলে তিনি প্রিভিলেজে পড়েন। আমি মনে করি তাকে ভয় দেখানো হয়েছে যে তুমি বড় বেড়ে গেছ এম, এল, এ, হিসাবে আমার বিরুদ্ধে লেগেছ। কাজেই তোমাকে আমি দেখে নেব কি করে এমন কাজ কর এবং এটা এই জন্য করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আশা করব যে এটা কমিটি বিচার করবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি এই বিষয়ে আমার যে রুলিং দিয়েছি আমি খুব ভেবে চিন্তে, আইন কানুন সব আলোচনা করে আমি দিয়েছি। আমি লিগেল ইন্টার-প্রিটেশান নিয়েছি। কাজেই নির্ভুল আমার রুলিং এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইউ কান নট রেজ এনি ডিসকাশন অন মাই রুলিং।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, দুঃখের বিষয় যে এই হাউস এই প্রিভিলেজের উপর কোন আলোচনাই করতে পারল না। আপনি স্পীকার হিসাবে হয় এটাকে কমিটিতে পাঠিয়ে দিন নতুবা এটার প্রাইমা ফেসি নাই বলে ছেড়ে দিন। অর্থাৎ অন্যান্য এ্যাসেমব্লীতে বা লোকসভায় যে প্র্যাকটিস সেই প্র্যাকটিস আমার ত্রিপুরা এ্যাসেমব্লীতে নেই। প্র্যাকটিস হচ্ছে কি যে অনা-রেবল স্পীকার উপস্থিত করবেন হাউসের সামনে। হাউস সেটা দেখেন, আলোচনা করেন এবং হাউস এই কোয়েশ্চানটা রেফার করেন কমিটিতে। স্পীকারও করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, অ্যাকর্ডিং টু রুল আমি করেছি। যে রুল আপনারা করেছেন সেই রুল অনুসারেই করছি। আপনারাই এই রুল করেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসে এটা নেই। কোথাও এটা নেই। হাউস এটা ঠিক করবে। কিন্তু হাউসে ঠিক করার জন্য একটা সুযোগ আমরা পাই নি। আপনি হাউসের সমস্ত অথরিটি যদি নিয়ে নেন তাহলে আলাদা কথা।

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের রুলস অব প্রসিডিউরে যা করেছেন সেই ভাবেই বলা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা কি আজগুবি রুলস হবে?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আপনি বলেছেন যে আপনার রুলিং-এ যে লিগেল ইন্টার প্রিটেশান নিয়েছেন। সেটা কি? আপনি বলেছেন যে রুলস অব প্রসিডিউরস আপনি সব দেখেছেন এবং লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান নিয়েছেন। সেটা কি?

মিঃ স্পীকার :—লীগেল ইন্টারপ্রিটেশানের অর্থ যা হয় তাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাই উড লাইক টু নো লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান বলতে কোন লইয়ার—

মিঃ স্পীকার :—যারা এই বই লিখেছেন, তারাই লইয়ার। ডি, বাসুর পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এই বই কি লিগেল ইন্টারপ্রিটার। আমি জানতে চাইছি, লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান কি?

মিঃ স্পীকার :—আই উড রিকোয়েষ্ট দি অনারেবল মেম্বার টু টেক হিজ সীট।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার একটা কথা আপনি শুনবেন না? আমি জানতে চাইছি যে এই ব্যাপারে অ্যাডভোকেট জেনারেলের অপিনিয়ন নেওয়া হয়েছে কি না। আমি মনে করি লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান একমাত্র অ্যাডভোকেট জেনারেল দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—আই হ্যাভ কনসালটেড বুকস অব দি লিগেল এক্সপার্টস।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—দ্যাট ইজ নট দি লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান। লিগেল ইন্টার-প্রিটেশান যদি আপনি একমাত্র অ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছ থেকে নিয়ে থাকেন, তাহলে এক কথা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি আমার ভাষার ব্যাখ্যা করেছি।

শ্রীসমীর বর্দ্ধণ :—এটা লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান হয় নি। কাউন্সেল একটা বই দেখিয়ে দিলেন আর বললেন যে লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান, ইট ক্যান নট বী। এটা আমরা মানতে পারি না স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আপনার ব্যাখ্যায় আমরা খুশী নই। যা খুশী তাই করছেন।

(Then all the C. P. M. Members and two independent Members staged a walk out for the rest of the day).

শ্রীসমীর বর্দ্ধণ এবং **শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—(ইন্টারাপশান) এটা হাউস ঠিক করবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—হাউস ইজ টু ডিসাইড' এটা যদি আপনার লিগেল ইন্টার-প্রিটেশান নিয়ে থাকেন বলেছেন তাহলে আমি জানতে চাই অ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছ থেকে ইন্টরেপ্রিটেশান নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয় এই কথা বলতে চেয়েছেন যে লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান মানে লিগেল ইম্প্লিকেশান এখানে রুলসে যা আছে তার আওতার মধ্যে যা আছে সেটাই লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান, সেই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—নো, ইট ইজ দি রাইট অব দি হাউস। প্রিভিলেজের সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই হাউসে আসবে। হাউস সেটা দেখবে।

মিঃ স্পীকার :—আই ডু নট এগ্রি উইথ দিস্ পয়েন্ট। আপনি যে বলেছেন, হাউসে এনে তারপর প্রাইমা ফ্যাসি ডিটারমিন করবে নো আই ডু নট এগ্রি উইথ দিস।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান দ্বারা আপনি কি বলতে চেয়েছেন কিছুই বলেন নি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—কাউলের বই দেখিয়ে যদি বলেন দিস ইজ লিগেল ইন্টার-প্রিটেশান, দ্যাট ইজ নট লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান। আপনি রুলিং দিতে পারেন। বাট ইট ক্যান নট বী স্যার। এটা হতেই পারে না। লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান দেবার আপনার কোন ক্ষমতাই নেই। সেটা দেবেন অ্যাডভোকেট জেনারেল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—আপনার রুলিং সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। আমি একটা কথা জানতে চাই যে আপনি বলেছেন লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান নিয়েছেন। হোয়াট ইজ দিস স্যার ?

মিঃ স্পীকার :—আই হ্যাভ কনসালটেড বাসুস্ পালামেন্টারী·······

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—ডি কে, বাসু মে বী দি অথরিটি অব দি কনষ্টিটিউশান। ডি,কে বাসুর এটা লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান নয়। আপনি কাউলের বই দেখিয়ে যদি বলেন লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান সেটা আমরা মেনে নেব নাকি ?

মিঃ স্পীকার :—ডি, কে বাসুস্ কমেনটারী অন দি কনষ্টিটিউশান অব ইণ্ডিয়া।

Shri Radhika Ra. Gupta :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটু বলতে চাই এই সম্পর্কে। কারণ আমার মনে হচ্ছে এখানে আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং-এর মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে। কারণ এটা সত্যি কথা, লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান বলতে যা বুঝায় ট্যাকনিক্যালী it must come from the legal exparts, specially in the Assembly it must come from the Advocate Generaı. But the Speaker has stated before us that Mr. Speakr is not a lawer. he is not an Advocate. উনি বলেছেন যে I have consulted the books which wrc written by the legal exparts and he meant that this is the legal interpretation and this is the understanding and we must agree with the Speaker and we cannot expect that he will speak like an Advocate.

(শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ—বাংলায় বলুন)

Mr. peaker :—Next, I am going to the next item of business. There are two calling Attention Notice to which the Minister concerned agreed to make statement to-day, the 10th October, 1974.

First, I would call on the Minister in-charge of the Food & Civil Supply Department to make a statement on the Calling Attention of Shri Kalipada Benerjee on—ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার সীমান্তবর্তী স্থানে ন্যায্য মূল্যের দোকান সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ঐ সব স্থানে দরিদ্র নাগরিকদের দুরাবস্থা সম্পর্কে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার সীমান্তবর্তী স্থানে ন্যায্য মূল্যের দোকান সমূহ বন্ধ করে দেওয়ায় ঐ সব স্থানের দরিদ্র নাগরিকবৃন্দের দুরবস্থা সম্পর্কে। ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকায় ন্যায্য মুল্যের দোকানগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ইহা সঠিক নহে। ইদানিংকালে সীমান্ত পার করিয়া খাদ্যশস্যের নামে চোরাচালানের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সীমান্ত এলাকায় ন্যায্য মুল্যের দোকানগুলি চোরাচালানের জন্য আনীত খাদ্যশষ্যের জমা রাখার জন্য ব্যবহার করার সুবিধা আছে, এই সম্ভাবনা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে সীমান্ত হইতে দুই কিলোমিটারের মধ্যে যে সমস্ত ন্যায্য মুল্যের দোকান আছে, সেগুলিকে অভ্যন্তরে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে, বন্ধ করা হয় নাই। কতকগুলি মহকুমা শহর সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। এই সব মহকুমা সদরের ন্যায্যমুল্যের দোকানগুলিকে উপরিউক্ত আদেশের বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ তাহা না করলে বহু সংখ্যক পরিবার এর অসুবিধায় পড়তে হবে। অধিকন্তু শহরাঞ্চলে অবস্থিত ন্যায্য মুল্যের দোকানগুলির উপর কঠোর দৃষ্টি রাখার সুবিধা আছে। যে সমস্ত ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে বর্তমানে কেবল মাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয় এবং খাদ্যশষ্য সরবরাহ করা হয় না। ঐ সব দোকানগুলিকে এই আদেশের বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ আমরা বর্তমানে চাউল চোরাচালানের জন্য অধিক উদ্‌বিগ্ন। আউস ফসল কাটার পর ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, সাব্রুম এবং অমরপুর মহকুমার সীমান্ত সংলগ্ন ন্যায্যমুল্যের দোকানগুলিতে কোন খাদ্যশষ্য সরবরাহ করার প্রয়োজন হয় না সেজন্য এই সমস্ত এলাকার অধিবাসীদের কোন অসুবিধার কারণ নাই। কেবল মাত্র খোয়াই, সদর, সোনামুড়া এবং বিলোনীয়া মহকুমার সীমান্তবর্তী ন্যায্য মুল্যের দোকানগুলিকে বর্তমানে ভিতরে সরাইয়া আনিতে হবে। এই সমস্ত এলাকা হইতে চোরাচালানের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চাউলের চোরাচালান অবিলম্বে বন্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রাখলে এই সমস্ত এলাকার অধিবাসীদের এই সামান্য অসুবিধা অপরিহার্য্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন বিলোনীয়াতে চাউল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে সেহেতু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাকে জানাবেন কি যে ঋষ্যমুখ, কৃষ্ণনগর এবং মতাই এই সব অঞ্চলে রেশন সপ বা ন্যায্যমুল্যের দোকান মারফতে কোন চাউল সরবরাহ করা হয় কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত অঞ্চলে রেশনের দোকানে চাউল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আগে দেখা দেয় নাই। ইদানিংকালে দেখা যাইতেছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান, স্যার। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে সাবরুম এবং বিলোনীয়ায় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রেশনে চাউল দেওয়া হয় না, এখন আবার বলেছেন যে ইদানিং প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আগে তো মানুষের ঘরে চাউল ছিল বা বাজারে সস্তাতে পাওয়া যেত, তাই রেশনের দোকান থেকে তারাই বা নেবে কেন। শ্রীনগর এবং আমলীঘাটের মত অঞ্চলের দুই কিলোমিটার ভিতরে যদি দিতে হয়, তাহলে সেখানে কোন বাড়ীঘর কিছু নাই, জঙ্গলের মধ্যে সেখানে কোথায় যাবে। কিন্তু আজকের সেই সব অঞ্চলে চাউলের কে. জি ২ থেকে ২॥ টাকা হয়েছে, এখন মানুষেরা কিভাবে চাউল পাবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রীনগর এবং আমলীঘাট সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, আমাদের কাছে যে সব ইনফরমেশন আছে, ঐগুলি একটা স্মাগলিং সেণ্টার বলে খবর আছে। কাজেই সেখানে আমাদের একটু রেষ্ট্রিকশান করতে হয়। কিন্তু কোন সুবিধাজনক স্থান না পাওয়া যায়, তাহলে সেই এলাকার অধিবাসীদের সহযোগীতায় সেগুলি যাতে খোলা সম্ভব হয় এবং তারা যদি সেই সহযোগীতা করতে রাজী থাকে, তাহলে আমাদের দিক থেকে কোন প্রশ্ন নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমলীঘাট, শ্রীনগর স্মাগলিং সেণ্টার্স এবং সেখান দিয়ে স্মাগলিং হয় বলে আমি শুনেছি। কিন্তু সেখানে বি, এস, এফের একটা করে কোম্পানী আছে, একটা আছে শ্রীনগরে আর একটা আছে আমলীঘাটে। কাজেই সেখানে এতগুলি বি, এস, এফের লোক থাকতে দুইটি রেশন দোকানের উপর ভিজিলেন্স রাখতে পারবে না, এটা কেমন কথা। এখন আমলীঘাট দিয়ে স্মাগলিং হয় না, শ্রীনগর দিয়ে স্মাগলিং হয় বলে আমি শুনেছি। সেখানকার মানুষের শতকরা ৫০ জনই অত্যন্ত দরিদ্র এবং তারা সরকারি রেশনের উপর নির্ভরশীল। কাজেই সেই সব গরীব মানুষগুলো সরকার থেকে রেশন পাবে না, এমন কোন কথা হয় না। কাজেই এই সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা, এটা আমি জানতে চাই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেশন দোকানগুলির মারফতে চাউল পাচার হয় বলে আমাদের কাছে খবর এসেছে, তাই আমরা বর্ডারের উপর একটু কড়াকড়ি করছি। কিন্তু এতে মানুষের অসুবিধা হয়, এটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা হতে পারে সেই অসুবিধাটা আজকের দিনে সবাইকে ভোগ করতে হবে। আর আমলীঘাট সম্পর্কে যেটা বলেছেন, আমি একথা বলতে পারি যে মাননীয় সদস্যরা যদি মনে করেন যে ঐদিক দিয়ে চোরা চালান হয় না বা সম্ভাবনা নাই, তাহলে সেই সম্পর্কে বিবেচনা করা যেতে পারে। আর বি, এস, এফ, সম্পর্কে যে কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে বি, এস, এফ আমাদের রেশন দোকানগুলির উপর নজর রাখার জন্য রাখা হয় না। তা সত্বেও আমরা সেই বি, এস, এফকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি সেই অঞ্চলে নিজে গিয়ে এসেছি এবং আমার সঙ্গে সাব্রুমের এস, ডি, ও গিয়েছিলেন। আমি বলছি না যে শুধু রেশন দোকানগুলির উপর বি, এস, এফের ভিজিলেন্স থাকবে। সেখানকার বি, এস, এফের অফিসারেরা বলেছেন যে আগে

এখান দিয়ে স্মাগলিং হত, কিন্তু আমরা আসার পর সেটা বন্ধ করে দিয়েছি, সেখানকার জনসাধারণও এস, ডি, ওকে এই কথা বলেছেন। কাজেই সেখানে যদি ২/৪ জন বি, এস, এফের জোওয়ান রেশন দোকানগুলি পাহারা দেয়, যাতে সেগুলির থেকে চাউল পাচার না হতে পারে। সেখানে যারা আছে তারা খুবই গরীব, তারা ছাড়া অন্যরা রেশন দোকান থেকে চাউল নেয় না, আর স্মাগলার যারা তাদের ঘরেও যথেষ্ট পরিমাণে ধান চাউল আছে। কাজেই এই সব দিক দিয়ে চিন্তা করে ঐ গরীব মানুষগুলি যাতে পেতে পারে, সেজন্য সরকার তাদের জন্য কিছু একটা করবেন কিনা, সেটাই আমি জানতে চাইছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কথাটা মাননীয় সদস্য বলেছেন, সেটা কিছুটা ঠিক যে গরীব লোকেরা অসুবিধায় পড়ছে বা পড়বে এই আদেশের বলে, এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নাই। কিন্তু প্রশ্ন হল এখন যে চাউল এক কে, জি, দুই কে, জি, ৪ কে, জি করে বাইরে চলে যাচ্ছে, সেটাকে কন্ট্রোল করার মত কোন ব্যবস্থা নাই। তারা রেশনের নাম করে নিয়ে যায় তারপর বর্ডারের কোন এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে তারপর পাস করে সেটি আমরা দেখছি। আমরা ইনফমেশান পাচ্ছি যে এই ভাবে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে কোন চেক করার কোন ব্যবস্থা নেই বলেই ৫ কিলো মিটার এর মধ্যে সরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছিল। যাতে করে উটার উপর আমরাও নজর রাখতে পারি। আমাদের ইন্টার্নেলী আমরা নজর রাখতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্মাগলিং বন্ধ করা হউক সেটা আমরা নিজেরাও চাচ্ছি। এব্যাপারে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আমরা একমত। মন্ত্রীরা যা বলছেন আমরা একটুও আপত্তি করছি না। কিন্তু আসলে সত্যিকারের গরীব মানুষ যারা খেটে খাওয়া মানুষ—রেশনের চাল না পেলে তাদের ঘরে ভাত রান্না হবে না তাদেরতো কষ্ট বাড়ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় সদস্য, আমি এই কথা আগেও বলেছি যে গরীব যারা আছেন—এই দেশের গরীবরা আছেন অল্প জিনিষ নিয়ে যায় তাদের জন্য এই আদেশ বলবত নয়। কিন্তু এমন অবস্থা হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে আছে, আমাদের কাছে যা ইনফর্মেশান আছে যে একজন বড় স্মাগলার সে হয়ত একখানে স্টক করল। তারপর ২ কে, জি, ৪ কে, জি, করে গরীব মানুষদের দিয়ে পাঠিয়ে দেয় এবং সেখানে তাদের ধরা বড় কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি একটু ভিতরে সরিয়ে আনতে পারি তাহলে সেটাকে চেক করার একটা পথ পাওয়া যায় সেজন্যই করা হয়েছে। যদি কোন অসুবিধা হয় সেটি পয়েন্ট আউট করলে নিশ্চয়ই দেখব। আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়, নিশ্চয়ই দেখা হবে।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই সীমান্তবর্ত্তী ক'টি দোকান এ পর্য্যন্ত সরান হয়েছে। বিশেষ করে যে দোকানগুলি সম্পর্কে কমপ্লেন এসেছে সেই দোকানগুলি সরান হয়েছে কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— দুই কিলো মিটারের মধ্যে যাদের সরিয়ে আনতে হয়েছে, ২ কিলো মিটারের ঐ দিকে যে সব দোকান আছে তার সবগুলি লিষ্ট এখনও আমার কাছে আসেনি— ডিটেলস আসেনি। ডিটেলস আসলে আমি পরে জানাব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এস, ডি, ও'রা কি গভর্ণমেন্টকে বলেছেন যে এই এই জায়গাগুলিকে এক্জাম্প্ট করা হউক, এই রকম কোন সংবাদ গভর্ণমেন্টের কাছে আছে কি না ? কতগুলি জায়গা সম্পর্কে ঐ অঞ্চলের এস, ডি, ও'রা বিভিন্ন মহকুমার এস, ডি, ও'রা গভর্ণমেন্টকে বলেছেন যে এই এই দোকানগুলি বাদ দেওয়া হউক—এই অর্ডারের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হউক। এই রকম কোন খবর গভর্ণমেন্টের কাছে আছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মহকুমার বর্ডার অঞ্চলগুলিতে যেখানে যেখানে দোকান বন্ধ করে দেওয়ার কথা আছে সেখানকার কোন কোন অঞ্চল থেকে এস, ডি, ও'রা গভর্ণমেন্টকে বলেছেন যে এই এই দোকানগুলি বাদ দেওয়া হউক, এই রকম সংবাদ জানেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এস, ডি, ও'দের একটা ইনফর্মেশান আছে সেটি আমরা আবার পরীক্ষা করে দেখছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, শ্রীনগর থেকে বিলোনীয়া সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় ২ কিলো মিটার সেটি হচ্ছে পুলিশের রিজার্ভ—সেখানে গভীর জঙ্গল এছাড়া আর কিছুই নাই। এক কিলো মিটার ভিতরেই মানুষ থাকে। সেখান থেকে রেশন সপ উঠিয়ে দিলে মানুষের অসুবিধা হবে স্যার। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন স্মাগলিং হয়—আমরাও শুনি কিন্তু আমার পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশানে জানতে চাইছি যে কটি ধানের কেস, পাচারের কেস এই পর্যান্ত বি. এস. এফ ধরেছেন এবং সেগুলি রেশনের শপের চাল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেশনের দোকানের চাল কিনা সেটি বলা বড় কঠিন। কারণ হল এখানকার চাল যেটা আমরা প্রকিউর করেছিলাম সেই সংগ্রহের চালের সংগে এখানকার চালের—রেশনের দোকানের চাল দিয়েছিলাম, কাজেই এই সম্পর্কে তফাৎ করাটা বড় কঠিন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত — মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে সব রেশন সপ সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে ধান চাল নেবে না সেই সব রেশন শপ চলবে কিনা, থাকবে কি না ? এই সার্কুলার অনুসারেতো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা স্যার। সেই সব রেশন সপ ধান চাল নেবে না সেইসব রেশন সপ খোলা থাকবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমাদের উত্তর আমরা বলেছি যে চাল ছাড়া অন্যান্য জিনিষ রেশন দোকান মারফত নিতে পারবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে কতগুলি রেশন সপ সম্পর্কে স্মাগলিংয়ের খবর উনি পেয়েছেন, সেই দোকানগুলি সরান হয়েছে কি না ? যে দোকান-গুলি সম্পর্কে স্মাগলিংয়ের খবর এসেছে বা এইরকম কমপ্লেন হয়েছে সেই দোকানগুলি সরান হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমরা—যে সমস্ত সীমান্তবর্ত্তী এলাকার কথা বললেন সেই সীমান্তবর্ত্তী এলাকা থেকে আমাদের খবর আসছে এবং সেগুলির উপর এবং কোন দোকান সেটা—সেটা পার্টিকুলার দোকান বলা কঠিন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— আমি পার্টিকুলার কোন দোকানের কথা বলছি না। যে দোকানগুলি সম্পর্কে উনি খবর পেয়েছেন গভর্ণমেণ্ট খবর পেয়েছে স্মাগলিং হয় সেই দোকানগুলি সরানোর ব্যবস্থা হয়েছে কি না বা সরান হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে দোকানগুলি থেকে স্মাগলিং হয় বলে আজকে খবর আসছে কাল আবার অন্য দোকান থেকেও হতে পারে। কাজেই প্রিকশানেরী মেজার হিসাবে—সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এটা গ্রহণ করা হয়েছে দুই কিলোমিটার ভিতরে নিয়ে আসা। যেখানে জনসাধারণের অসুবিধা হবে সেখানে এদিক ওদিক করতে পারি।

Mr. Speker :— Next, I would call on the Chief Minister to make statement on the Calling Attention of Shri Tapash Dey on :- "স্থানীয় দুর্গাবাড়ী ও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে শরণার্থী আগমনের ফলে উদ্ভূত খাদ্য সংকট সম্পর্কে"।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং এটেনশান নোটিশ"—স্থানীয় দুর্গাবাড়ী ও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে শরণার্থী আগমনের ফলে উদ্ভূত খাদ্য সংকট সম্পর্কে"। এখন পর্য্যন্ত যতটুকু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বাংলাদেশ হইতে ৪৭০ জন লোক ত্রিপুরাতে ইদানীংকালে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৪৩০ জন হিন্দু এবং ৪০ জন মুসলমান। এই সব লোকেরা বন্যা এবং আর্থিক অসুবিধার জন্য এখানে আসিয়াছে। ইহাদের এখানে থাকার কোন উৎসাহ দেওয়া হইতেছে না। এই সব লোককে ৯. ১০. ৭৪ ইং তারিখ হইতে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠান হইতেছে। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা সীমান্ত হইতে অনেক শরণার্থী ফেরৎ পাঠাইয়াছে। সোনামুড়া সাবডিভিশনে ৭৫ জন হিন্দুকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠান হইয়াছে। বর্ত্তমানে আগরতলা দুর্গাবাড়ীতে ৩৯০ জন হিন্দু এবং ১৪ জন মুসলমান শরণার্থী সাময়িকভাবে বাস করিতেছে। তাহাদের চলাফেরার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইতেছে। ইহাদের পাঠানোর বিষয় বিবেচনাধীন আছে। আমি ইতিপূর্বেই এই সভাকে বলিয়াছি যে এই বিষয়ে একটা বন্ধু রাষ্ট্রের সহিত আন্তর্জাতিক বিষয়। এই সব শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভারত সরকারের কোন নির্দ্দেশ আছে কি না তাহা জানাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বাংলাদেশ হইতে যাহাতে আরও পরিবার ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা জোরদার করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শরণার্থীদের আগমন বন্ধ করবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে বাংলাদেশের ম্যাজিষ্ট্রেটগণের সহিত যোগাযোগ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যে পরিমাণ শরণার্থী ইদানীং ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে এখানে খাদ্য সংকট হওয়ার কথা নয়। তাহাদিগকে রেশন দেওয়া হয় না বা জিনিষপত্রের কোনপ্রকার ত্রাণ বা সাহায্য দেওয়া হয় নাই। এই সব লোকের ক্রয়ক্ষমতাও খুবই সীমাবদ্ধ। এইসব কারণে আমি এই সভাকে আশ্বস্ত করিতেছি যে সরকার শরণার্থী আগমনজনিত সমস্যা সম্পর্কে এবং তজ্জনিত খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ।

Mr. Speker :— The House stands adjourned till 2-00 P. M to-day.

মিঃ স্পীকার :— স্থানীয় দুর্গাবাড়ী এবং রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় শরণার্থী আগমনের ফলে উদ্ভূত খাদ্য সংকট সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই যে আমাদের রাজ্যের যে অবস্থা সাধারণ গরীব মানুষরা তারাও অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে আছে। এই অবস্থাতে বাংলাদেশের যে লোক যারা শরণার্থী হয়ে এসেছেন তাদেরকে সরকার কিভাবে এখানে রাখছেন? তাদেরকে তাদের দেশে পাঠানোর কোন ব্যবস্থা সরকার করেছেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ষ্টেটমেন্টের মধ্যে আমি বলেছি যে যাতে বাংলাদেশ থেকে আসতে না পারে তারজন্য আরও টাইটেন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কিছু কিছু ইনস্টেন্টও আছে তাদেরকে আবার পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে বর্ডার থেকে। এবং যারা ভিতরে অলরেডি এসে পড়েছে সেইটার জন্য আমাদের উপরে চাপ পড়েছে সেইটা সত্যি কথা। এখানকার অবস্থা যা তাতে খুব বেশী নাম্বার যে আমাদের দেশে থাকতে পারে সেই সম্ভাবনা নাই। এইটাও হিউম্যান প্রোব্লেম, ওদিক থেকে যারা এসেছে না খেতে পেরে এসেছে। আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখি বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে যেভাবে লোক আসছে কাজেই আমরা চেষ্টা করছি যে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে সেখানে বন্ধু রাষ্ট্রের সংগে যোগাযোগ করে এইটার মীমাংসা করা যায় কিনা এবং তাদের সংগে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা যতরকম ব্যবস্থা আছে, আমার ষ্টেটমেন্টে আমি বলেছি যে ডি. এম.-দের মিটিং হয়েছে এবং তারাও বাংলাদেশের গভর্ণমেন্টের সংগে যোগাযোগ করেছেন এবং আমরাও গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়ার কাছে রেফার করেছি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তাদেরকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি বলেছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ষ্টেটমেন্টে বলেছেন যে কোন কোনরকম সাহায্য ওদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। ওরা না খেতে পেরে এসেছেন কিন্তু কোনরকম সাহায্য যদি তারা না পায় তাহলে তাদের প্রতি শুধু শেলটার দিয়ে তো লাভ নেই তাতে যদি, আমরা শুনেছি বনগাঁতে বাংলাদেশের শরণার্থী এসে রেল ষ্টেশনের কাছে মরে আছে। ঠিক এই রকম অবস্থা যদি আমাদের এইখানে হয় তাহলে কোন সাহায্য গভর্ণমেন্ট থেকে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, কাজেই শুধু মানবতার খাতিরে এইখানে দুর্গাবাড়ীতে এবং অন্যান্য জায়গাতে যদি তারা থাকে তারা এইখানে মরে যেতে পারে না খেয়ে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু লোককে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। এই ব্যাপারে বিভিন্ন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে ঐ রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাড়াতাড়ি সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— যদি কোন একটা কিছু হয়ে যায়, কারণ মেয়েছেলে কোথায় পড়ে থাকে তাদের উপর যদি কোন অত্যাচার হয় তাহলে অনেক রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। যেহেতু আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, সেইজন্য কোন রকমের অসুবিধা যাতে আমাদের এই সরকারের না হয় সেইজন্য আমি এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে সরকার মাননীয় সদস্যের মতই উদ্বিগ্ন এবং এই সম্পর্কে সতর্কতার সংগে আমরা এই প্রশ্নটা বিবেচনা করছি এবং এই সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— I have admitted the calling attention notiee of Shri Tapas Dey and also I have breaketed the calling attention notice of Shri Pakhi Tripura with that of Shri Tapas Dey. The members are found abecnt though these are admissible. So these calling attention notice fall throw.

Mr. Speaker :— I have also received a calling attention notice from Shri Nripendra Chakraborty which is also admissible but as the Hon'ble member is absent his calling attention notices falls through.

I have also received a calling attention notice from Shri Samar Choudhury which is also admissibie but the Hon'ble member is absent and his calling attention notice falls through.

Next business of the House is consideration of the Tripura buildings (Lease and Rent control) bill, 1974, Tripura bill No. 8 of 1974. I call on the Hon'ble Chief Minister to move his motion for con sideration of the bill.

Hon'ble Law Minister has been authorised by the Hon'ble Chief Minister.

Shri Monoranjan Nath :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura buildings (Lease and Rent control) bill, 1974, Tripura bill No. 8 of 1974 be taken into consideration.

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলটা সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার :—ওয়েদার অ্যানি ডিসকাশন অন দি প্রিন্সিপ্যালস অব দি বিল? সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়ার পূর্বে ও এই সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে বিলটা হাউসের সামনে এসেছে এইটা একটা যুগান্তরকারী বিল আমি বলবো কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে এই বিল যখন আলোচনা হবে তখন বিরোধী পক্ষের কোন সদস্য হাউসের সামনে উপস্থিত নেই। কারণ সি, পি, এম সদস্যরা এখানে এবসেনট। তারা এই বিলের যে কতটুকু গুরুত্ব তা উপলব্ধি করে নাই এবং যদি উপলব্ধি করতেন তাহলে নিশ্চয়ই হাউসে থাকতেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন।

(ভয়েস :—সি, পি, আই, সদস্য উপস্থিত আছেন)

আমি এখানে সি, পি, এম, সম্পর্কে বলছি সি, পি, এম, সদস্তরা এই বিলের গুরুত্ব কতটুকু সেটা উপলব্ধি করতে পারেন নাই। যদি গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারতেন তাহলে তাঁরা এই বিলের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। এখানে আমি মোটামোটি ত্রিপুরা বিলডিংস (লীজ অ্যাণ্ড রেন্ট কন্ট্রোল) বিল, ১৯৭৪ এই সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট আলোচনা করব। ত্রিপুরা বিলডিংস লীজ অ্যাণ্ড রেন্ট কন্টোল) বিল, ১৯৭৪ এর পটভূমিকা।

দেশের অন্যান্য যে কোন অঞ্চলের মত ত্রিপুরায়ও গৃহ সমস্যা রয়েছে, এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে ভূস্বামীগণ ভাড়াটিয়াদের নানাবিধ অসুবিধা সত্বেও মুনাফা করে থাকেন। এই সুনিয়ন্ত্রনের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করেছেন এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর ১৫০টি দেশ এই বিষয়ে আইন করেছেন।

আগরতলা সহরের দ্রুত বিস্তৃতি তথ্য জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ভাড়া করা বাসস্থানের বেড়ে গিয়েছে।.. ......

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা বিল সম্বন্ধে যখন আলোচনা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী সেখানে উনি লিখে এনেছেন সেটা পড়ছেন......

মিঃ স্পীকার :— হ্যা।

শ্রী বি, দাস :—লিখে এনেছেন। সেটা পড়ছেন, এখন কি উনি সেটা পড়তে পারেন ?

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, সেটা অবশ্য তিনি পড়তে পারেন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সেটা কেমন করে পড়তে পারেন, সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :—বলার আগে স্যার, আপনার পারমিশন নিতে হবে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তিনি এটার জন্য আপনার কাছ থেকে কোন পারমিশনে নেন নি। উনি তো স্যার, কাগজ দেখে পড়তে হলে আপনার পারমিশান নেবেন। আপনার পারমিশান নিতে হবে স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তো আগেই আপনার কাছ থেকে নোট দেখে বলার জন্য পারমিশান নিয়েছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :—আমাকে বলতে দিন স্যার। আমাকে তো বলতে দেবেন। আমার প্রশ্নটা হল যে আপনার কাছ থেকে পারমিশান নিতে হবে। কোন কিছু দেখে পড়তে হলে আগে আপনার কাছ থেকে পারমিশান নিতে হবে, পারমিশান না নিয়ে বলতে শুরু করলেন, এটা কি ধরণের বুঝতে পারলাম না স্যার।

মিঃ স্পীকার :—পারমিশান তো আমার মনে হয় উনি নিয়েছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার উনি বলছেন যে উনি নোট দেখে পড়ছেন। আসলে উনি একটা ষ্টেটমেন্ট পড়ে যাচ্ছেন। স্যার, তার জন্য পারমিশান নিয়েছেন এই কথা আপনি বলছেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—বলতে বাধাটা কোথায় ?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি রিটেন স্পীচ পড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু লিখিত কোন ভাষণ এখানে পাঠ করতে হলে স্পীকারের পারমিশান নিতে হবে আগে এই আইন আমাদের আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— প্রথমেই তো আমি এই সম্পর্কে কিছু নোট দেখে বলার জন্য হাউসে রেখেছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বক্তৃতা করবেন, বক্তৃতা এক জিনিস আর লিখিত ভাষণ আর এক জিনিস। প্রশ্নটা যেটা সেটা হচ্ছে লিখিত কোন ভাষণ পাঠ করা যায় কিনা মাননীয় স্পীকারের পারমিশান না নিয়ে। সেটাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন। আমি জানি দিস ইজ ল। পারমিশান না নিয়ে সেটা বলতে পারেন না।

মি: স্পীকার :—আমি সেটা লক্ষ্য করি নাই। তিনি যে রিপোর্ট পড়ছেন সেটা আমি লক্ষ্য করি নাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :—তাহলে স্যার, এটার জন্য আপনার কাছ থেকে পারমিশান নিতে উনাকে বলুন। আপনার কাছ থেকে পারমিশান পেলে পর উনি সেটা পরতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :- আই মেড পারমিটেড হিম টু ডেলিভারেড রিটেন স্পীচ।

শ্রীবনোদ বহারী দাস :—তাহলে স্যার, এটার জন্য আপনার কাছ থেকে পারমিশান না নিয়ে তিনি একটা বং করেছেন। পারমিশান নিয়ে তিনি তার পরে বলতে পারবেন স্যার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লিখিত কোন কাগজ দেখে কোন কিছুর ফিগার বলাটা বোধ হয় পারা যায়। পয়েন্ট যে গুলি আছে সেইগুলি ষ্টেটমেণ্ট করা হচ্ছে না!

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—নোট দেখে বলছেন স্যার?

মিঃস্পীকার :—নোট দেখে বক্তৃতা করতে পারা যায়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে কতকগুলি পয়েন্ট আমি হাউসের সামনে রাখতে চাই।

আগরতলা শহরের দ্রুত বিস্তৃতি তথা জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ভাড়া করা বাসস্থানের চাহিদা বেড়ে এই অবস্থায় সুযোগ গ্রহণ করে বাড়ীর মালিকগণ ভাড়াটিয়াদের অত্যাধিক হারে ভাড়া দিতে বাধ্য করেছেন। অত্যাধিক বা একচাটিয়া ভাড়ার পরিবর্ত্তে ভাড়াটিয়াগণ যাতে নায্য ভাড়ার সুযোগ পান তার জন্য তাহাদিগকে আইনগত ভাবে রক্ষা করার বিষয়টি অনুভূত হয়ে থাকবে;

ভারত বিভাগের পুর্ব্বে ব্রিটিশ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাংগাহাঙ্গামার দরুণ ত্রিপুরার জনসংখ্যা বিশেষ করে আগরতলার জনসংখ্যার অস্বাভাবিক দ্রুত হারে বৃদ্ধি হয়েছে এবং সেই বৃদ্ধি চলছে। পাকিস্তান সৃষ্টির করে পরে পূর্ব্ব বাংলার (বর্ত্তমান বাংলাদেশ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেওয়ায় অবস্থার আরো ও অবনতি দেখা দেয়, আর এর ফলে ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের আগমন চলতে থাকে।......

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :—স্যার, উনি হুবহু পড়ে যাচ্ছেন। উনি পারমিশান নিলেন না অথচ রিডিং পড়ে যাচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :—পারমিশান নিয়েছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :—স্যার উনার যদি ষ্টেটমেন্ট হয় তাহলে রিটেন পারমিশান নিতে হয়।

মিঃ স্পীকার : -উনি পারমিশান নিয়েছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :—না স্যার, উনি বলছেন যে আমি একটা রিটেন নোট নিয়েছি। নোট বলছেন।

মিঃস্পীকার :—তা বলছেন। আমি শুনেছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :—ঠিক আছে স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— দ্রুত বর্দ্ধমান জনসংখ্যার বাসস্থানের বর্ধিত চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে আগরতলা সহরের বিস্তৃতি ঘটানো সম্ভব হয়নি। চাহিদার তুলনায় ভাড়া বাসস্থানের সংখ্যা নিতান্ত কম হওয়ায় ন্যায্য ভাড়ার পরিবর্ত্তে একচেটিয়া ভাড়া প্রবর্ত্তনের সুযোগ হয়েছে। এর ফলে আগরতলা শহরে স্থায়ী বাসিন্দারা ভূস্বামীর ভূমিকা গ্রহণ করে সর্ব্বোচ্চ ভাড়া এবং সেলামী আগাম আদায় ইত্যাদি নিচ্ছে। মোটা ধরণের সেলামী বা ন্যায্য ভাড়ার তিন চারগুণ না দিলে বসবাস করার জন্য বাড়ী পাওয়া সম্ভব নয়।

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, ব্যবসা ও বাণিজ্য এর প্রসারের ফলে শহরাঞ্চলে বাস স্থানের তীব্র স্বল্পতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে, এবং চড়াহারে ভাড়া ধার্য ও ভাড়াটিয়াদের স্বেচ্ছাচার ভাবে উচ্ছেদ রোধ করতে সরকার ত্রিপুরা বিল্ডিংস (লীজ অ্যাণ্ড রেন্ট কন্‌ট্রোল) বিল, ১৯৭৪, বিধিবদ্ধ করার ইচ্ছা করেছেন।

যথেচ্ছ ভাড়া চাপানো ও ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ এই উভয় অনিষ্টকর ব্যবস্থা দূর করার পক্ষে এতদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কোন বিধি বলবৎ ছিল না। আগরতলা শহর ও আশে পাশে দ্রুত জন সংখ্যার বৃদ্ধির ফলে এবং বাসস্থানের অভাবের ফলে এইরূপ আইন রচনা করা প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভূস্বামী ও ভাড়াটিয়াগণের অধিকার ও বাধ্য বাধকতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ এর জন্য বিভিন্ন জন সংস্থা ও সমিতির নিকট থেকে বেশ কিছু সংখ্যক স্মারকপত্র সরকার পেয়েছেন। এই সব স্মারকলিপিতে যে সব সুপারিশ করা হয়েছে সরকার তা বিবেচনা করে দেখেছেন। তদানুসারে ভাড়া নিয়ন্ত্রক স্থায়ী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করতে, ভাড়াটিয়া সত্বের ফলভোগ নিয়মিত করতে এবং আগরতলা পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত স্থানের জন্য সেলামী আদায়ে ও ভূস্বামীগণের অন্যান্য অবৈধ দাবী বন্ধ করতে সরকার স্থায়ী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করতে প্রস্তাব করছেন এবং এই বিলে নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব করছেন :—

(ক) এই বিল আগরতলা শহরের পৌর এলাকায় প্রযোজ্য হবে এবং ত্রিপুরার যে কোন এলাকার জন্য সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া নির্দিষ্ট তারিখ থেকে ঐ বিলের কার্যকারিতা বলবৎ করা যাবে। তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানায় যে কোন স্থান, সরকারের স্থান বা সরকার কর্ত্তৃক অধিগৃহীত কোন স্থান বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন ইজারা স্থানে সরকার প্রতিষ্ঠিত কোন ভাড়াটিয়ার পক্ষে এই বিল কার্যকরী হবে না,

(খ) বিধিবদ্ধ ভাড়াটিয়া মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধিকার দান করা,

(গ) বিলে দুই ধরণের কর্তৃপক্ষের সংস্থান আছে, যথা

(১) একোমোডেশান কন্‌ট্রোলার হিসাবে কাজ করতে সার্কেল অফিসারের পদের নিম্নে নয় এমন একজিকিউটিভ অফিসার,

(২) ন্যায্য ভাড়া নিরুপন করতে এবং সাবরডিনেট জজ-এর নিম্নে নয় এমন আপীল কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রাধীনে ভূস্বামী ও ভাড়াটিয়াগণের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে মুন্সেফগণ রেন্ট কন্‌ট্রোল কোর্ট রূপে কাজ সম্পাদন করবেন। একবার মাত্র আপীল করা চলবে এবং আপীল কর্তৃপক্ষের আদেশে পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা কেবল মাত্র হাই কোর্টের থাকবে। বিলের ৩নং ধারার রেন্ট কন্‌ট্রোল বোর্ড গঠন এবং একোমোডেশান কন্‌ট্রোলার নিয়োগের বিধান আছে।

(ঘ) দালান বাড়ী ভাড়া দিতে ইচ্ছুক ভূস্বামীগণ কি ভাবে একোমোডেশান আফিসারের নিকট নোটীশ দিবেন এই সম্পর্কে এবং দালান বাড়ী ভাড়া দেবার পদ্ধতি সম্পর্কে ঐ বিলে সংস্থান রয়েছে ভাড়া দেবার উপযোগী কোন দালানের কাজ সমর্পন করার ১৫ দিন পুর্ব্বে, এবং ভাড়া দেবার উপযোগী কোন দালানের নির্মান বা পুনর্নিমাণের পরে ১৫ দিনের মধ্যে বা কোন দালানের অধিকার ছেড়ে দেবার পর খালি হলে বা ভাড়াটীয়া অধিকার শেষ হলে বা রাজ্য সরকার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিগ্রহণ মুক্ত হলে ভূস্বামী তার দালান বাড়ী ভাড়ার বিষয়ে একোমোডেশান কন্‌ট্রোলার এর নিকট লিখিত ভাবে জানাবেন। একই শহরে বা গ্রামে কোন ভূস্বামীর যদি দুই বা ততোধিক আবাস দালান বাড়ী থাকে এবং তা যদি ভাড়া দেয়া না হয় তাহলে ভূস্বামী নিজ অধিকারে রাখবার জন্য বা তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের যে কোন সদস্যের অধিকারে রাখবার জন্য এরূপ যে কোন একটী দালানবাড়ী পছন্দ করতে পারেন, এবং তিনি কোন বাড়ীটি পছন্দ করলেন ও কোনটি করলেন না সে সম্পর্কে একোমোডেশান কন্‌ট্রোলারের নিকট জানাবেন। যে দালান বাড়ীটি ভূস্বামী পছন্দ করেন নি সেটি ভাড়া দেবার উদ্দেশ্যে খালি বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) ন্যায্য ভাড়া নির্দিষ্ট করা এবং কি পরিস্থিতিতে এরূপ ভাড়া বৃদ্ধি বা পুনর্নির্দ্ধারণ করা যাবে। আইনের বিধান বলে ন্যায্য ভাড়া নির্দিষ্ট হলে তা কেবল মাত্র ভূস্বামীর খরচে দালানের প্রয়োজনীয় রদবদলের ক্ষেত্র ছাড়া বাড়ানো যাবে না।
ন্যায্য ভাড়া নির্দিষ্ট হওয়ার পর ভূস্বামীকে—যদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্য্য কর ও শুল্ক বর্ধিত হারে দিতে হয় তাহলে ভাড়া বাড়ানো চলবে। জমির বাজার দর বাড়লে বা কমলে নির্দিষ্ট কয়েক বছর পর ন্যায্য ভাড়ার হার পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে।

(চ) বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে ভাড়া জমা দেবার অধিকার ভাড়াটিয়ার আছে।

(ছ) ন্যায্য ভাড়া বা চুক্তিমতে সমস্ত ভাড়ার বেশী ভূস্বামীগণ দাবী করিতে পারবেনা বা গ্রহণ করতে পারবে না। ন্যায্য ভাড়া ছাড়া কোন অগ্রিম বা অন্য কিছু ভূস্বামী দাবী করতে পারবে না।

(জ) উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়াগণকে রক্ষা এবং ভূস্বামী কি কারণে যে কোন স্থানের পুনকর্তৃত্ব লাভের অধিকারী এবং কি সর্তে একজন ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ থেকে রক্ষা পাবার সুযোগের অধিকারী এই সম্পর্কে এই বিলে বিধান রয়েছে। ভাড়াটিয়ার বকেয়া মিটিয়ে দেবার সময় সীমা বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রেন্ট কনট্রোল কোর্টের আছে। কোন ভাড়াটিয়া যদি তার জীবনধারণের জন্য অনুরূপ কোন দালানে ব্যবসায় নিযুক্ত থাকেন এবং ঐ এলাকায় অনুরূপ ব্যবসার উপযুক্ত দালান না থাকে তাহলে ঐ ভাড়াটিয়াকে রেন্ট কনট্রোল কোর্ট উচ্ছেদ করবে না।

(ঝ) উচ্ছেদের মামলা নিষ্পত্ত হওয়ার সাপেক্ষে অথবা আইনের ১২ ও ২০ ধারা মতে আপীল করার সময়ে ভাড়াটিয়াকে রেন্ট কনট্রোল কোর্টে ভাড়া জমা দেবার অনুমতি সম্পর্কে বিধান রয়েছে।

(ঞ) জায়গা সম্পর্কে ভাড়াটিয়া যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন তাতে ভূস্বামী হস্তক্ষেপ করবেন না।

(ট) বাড়ীর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সময়ে সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে ভূস্বামী বাধ্য থাকবেন। যদি বাড়ীর মালিক সংস্কার কাজ না করেন তাহলে ভাড়াটিয়া রেন্ট কনট্রোল কোর্টের কাছে প্রয়োজনীয় ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য আবেদন করতে পারেন। এরূপ আবেদনের ভিত্তিতে রেন্ট কনট্রোল কোর্টে বাড়ীর মালিককে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার অনুরোধ জানিয়ে নোটিশ দিতে পারবেন। এর পরেও যদি বাড়ীর মালিক রেন্ট কনট্রোল কোর্টের আদেশ গ্রাহ্য না করেন তাহলে কোর্ট নির্দেশিত উপায়ে মালিকের উপর ধার্য্য খরচে ভাড়াটিয়া বাড়ীর সংস্কার করতে পারবেন।

(ঠ) কোন দালান বাড়ীতে বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া বা সরবরাহ করার পূর্বে ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনের (১৯১০) ১২ ধারার দুই উপধারা বলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগকে ঐ দালানবাড়ীর মালিকের সম্মতি নিতে হয়। স্বাভাবতই ভূস্বামী বা দালানের মালিক ভাডাটিয়ার প্রয়োজনে অনুরূপ সম্মতি না দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিলের ১৯ ধারায় ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ লাভের জন্য রেন্ট কনট্রোল কোর্টের কাছে আবেদন করতে পারেন। ভূস্বামী এবং জায়গায় মালিকের বক্তব্য পেশের সুযোগ দেবার পর এই রেনট কনট্রোল কোর্ট ভারাটিয়ার অনুকূলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়ার অনুমতি দিতে পারেন। রেনট কনট্রোল কোর্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ বিলের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা মালিক এর সম্মতি যুক্ত সিদ্ধান্ত রূপে গণ্য করা হবে এবং রেনট কনট্রোল কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বণ করবেন।

(ড) উভয় পক্ষের উপস্থিত হবার তারিখ হতে যতদূর সম্ভব শীঘ্র? অন্যূন চার মাসের মধ্যে রেনট কনট্রোল কোর্ট কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(ত) কেহ ন্যায্য ভাড়ার অধিক গ্রহণ করলে অথবা আইনের যে কোন ধারা লংঘন করলে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এই আইনের বলে শাস্তি দেবার বিধান কার্য্যকর করার জন্য ইন্সপেক্টার নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউসের কাছে এই বিল স্থাপন করছি, হাউস তার আলোচনা করে আশা করি তার অনুমোদন দেবেন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরার রেন্ট কন্ট্রোল বা রেভিনিউ সম্পর্কে কোন আইন কানুন না থাকার ফলে, যারা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকেন, তাদের বিভিন্ন অসুবিধার দীর্ঘদিন পর্যন্ত আছে এবং সেই দিক থেকে এইসব সুষ্ঠু আইন কানুন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাড়ী ভাড়া উচ্ছেদ, ইলেকট্রিক দেওয়া বা জলের ব্যাপারে এবং অন্যান্য প্রশ্নে যারা ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকেন, তাদের বিভিন্ন সমস্যা আছে, সেইদিক থেকে এই বিল এসেছে, এটা ভাল কথা, তবে এই বিলটা যাতে পাবলিক ওপিনিয়নে আসতে পারে—কারণ বিধান সভার মধ্যে আমরা পাশ করে দিলাম, তা না করে পাবলিক ওপিনিয়ন আসার সুযোগ এবং জিনিষটা বিষদভাবে বিচার বিবেচনা করার জন্য যাতে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হয়, তাহলে সেই কমিটি একটা সুষ্ঠুভাবে বিলটার উপর আলোচনা করতে পারেন, সেই দিক থেকে আমি এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি। এই বলে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন বিল ছিল না, কোন আইন ছিলনা এবং না থাকার ফলে বিশেষ করে আগরতলা শহরে বাড়ীভাড়া—যারা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকেন, তাদের ওপর বাড়ীওয়ালার একটা অত্যাচার আছে, আমরা সবসময়ে শুনি। এই সম্পর্কে যে বিল এসেছে, সেই বিল দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হবে। তবে বিল এক্ষুনি যদি পাশ করা হয়, তাহলে ভাল হবে না। বিলটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য আমি একটা প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে প্রস্তাব রেখেছেন, তার উপর আমি একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট রাখছি—

Mr. Speaker Sir, I beg, by way of amendment, to move that a Select Committee on the 'Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 8 of 1974) be formed with the following Members and the said bill referred to the Committee so formed.

Names of the Members.

1) Shri Sukhamoy Sengupta, Chief Minister, in-charge of the Bill.
2) Shri Radhika Ranjan Gupta, 3) Sunil Chandra Dutta,
4) Shri Kalipada Banerjee, 5) Shri Krishnadas Bhattacharjee,
6) Shri Mongchabai Mog, 7) Shri Jitendra Lal Das,
8) Shri Nripendra Chakraborty, 9) Shri Bajuban Riyan,
10) Shri Tarit Mohan Das Gupta, 11) Shri Benode Behari Das.

Mr. Speaker :— The amendment moved by Shri Kalipada Banerjee to refer the Bill to the Select Committee may be approved by the House.

Shri Sukhamoy Sengupta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আমাদের দিক থেকে কোন আপত্তির কারণ নেই।

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that the amendment moved by Shri Kalipada Banerjee to form a Select Committee on the Tripura Buildings (Lease and Rent Contral) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 8 of 1974) with the following members and to refer the said bill to the Committee so formed.

Shri Sukhamoy Sengupta,
Shri Sunil Ch. Dutta,
Shri Krisnadas Bhattacharjee.
Shri Jitendra Lal Das.
Shri Bajuban Riyan.
Shri Benode Behari Das.
Shri Radhika Gupta.
Shri Kalipada Banerjee.
Shri Mongchabai Mog.
Shri Nripendra Chakraborty.
Shri Tarit Mohan Dasgupta.

(The Motion was carried by voice vote)

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, I have received a Notice from Shri Madhusudan Das regarding to raise a discussion on

"আগরতলা পৌর সংস্থা কর্তৃক ঘর ভাড়া বাবদ অগ্রিম টাকা নিয়ে ঘর ভাড়া না দেওয়া সম্পর্কে"।

I have admitted the notice and the discussion will be raised tomorrow, the 11th October, 1974. I have alloted half-an-hour time for discussion.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday the 11th October, 1974.

ANNEXURE —"A"

STARRED QUESTION NO. 293 (Postponed)
By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সরকারী গুদামে ১৯৭৩ এর ১০ই ডিসেম্বর মোট কত পরিমাণ ক) সঃ তৈঃ, খ) ডাল গ) লবণ ঘ) ময়দা ঙ) আটা চ) ধান ছ) চাউল ছিল?

২) উহার মধ্যে ব্যবহারের অযোগ্য খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ থাকিলে তাহার পরিমাণ কত?

৩) ব্যবহারের অযোগ্য হওয়ার কারণ?

উত্তর

১)	ক) সরিষার তৈল—	শূন্য
	খ) ডাল—	১,৩২৮·০ মে. ট.
	গ) লবণ —	৮৮৭·৯ ,, ,,
	ঘ) ময়দা—	শূন্য
	ঙ) আটা—	২৬৩·৯ ,, ,,
	চ) চাউল—	৫৫৬৮·৭ ,, ,,
	ছ) ধান —	১,১৯৮·৩ ,, ,,
২)	ক) ডাল—	৫৫·৭ ,, ,,
	খ) আটা—	১১৬·১ ,, ,,
	গ) চাউল—	৩৮৭·৩ ,, ,,
৩)	ক) ডাল—	দীর্ঘকাল মজুত থাকার দরুণ।
	খ) আটা—	মিল হইতে নিম্ন মানের আটা সরবরাহ করার দরুণ ও দীর্ঘকাল মজুত রাখার দরুণ।
	গ) চাউল—	রেল যোগে পরিবহন কালে নষ্ট হওয়ার দরুণ।

STARRED QUESTION NO. 167
By Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ এর ১৫ই জুন উত্তর ত্রিপুরার কোন্ মহকুমায় চালের দর কি ছিল ;

২) ১৯৭৩ এর ১৫ই জুনের তুলনায় ইহা বেশী না কম, কম হলে তুলনামূলক ভাবে কত কম এবং কম হবার কারণ কি ?

উত্তর

১) উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় ১৫।৬।৭৪ইং তারিখে চাউলের বাজার দর নিম্নরূপ ছিল :—

মহকুমার নাম	বাজার দর
কমলপুর -	প্রতি কেজি ১·৭৫ টাকা হইতে ২·০০ টাকা
কৈলাশহর—	প্রতি কেজি ১·৬০ টাকা হইতে ২·২০ টাকা
ধর্মনগর -	প্রতি কেজি ১·৮০ টাকা হইতে ২·৫০ টাকা

২) বিগত বৎসরে একই দিনের দরের তুলনায় কমলপুর এবং কৈলাশহর মহকুমার ক্ষেত্রে উহা কম ছিল, ধর্মনগর মহকুমার ক্ষেত্রে উহা সামান্য বেশী ছিল। বিগত বৎসরের ন্যায় খরাবস্থার পুনরাবৃত্তি না হওয়ায় এবং ফসলের উৎপাদন ভাল হওয়ায় ১৫।৬।৭৩ইং তারিখের দরের তুলনায় ১৫।৬।৭৪ইং তারিখের দর কমলপুর মহকুমায় কেজি প্রতি ১৫ হইতে ২০ পয়সা এবং কৈলাশহর মহকুমায় কেজি প্রতি ৩০ পয়সা হইতে ৬৫ পয়সা কম ছিল।

STARRED QUESTION NO. 161
By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন্ কোন্ ট্রাইবেল কলোনীতে সরকারী চিকিৎসালয় (ডিসপেন্সারী, প্রাইমারী হেলথ সেন্টার) আছে ;

২। ঐ চিকিৎসালয়গুলির প্রত্যেকটিতে কতজন ডাক্তার নিযুক্ত আছেন,

৩। কোনটাতে না থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। নিম্নলিখিত কলোনীতে ডিসপেনসারী আছে।

১) কাঠালিয়া ছড়া, ২) ভাটিমাছমারা, ৩) কলসী, ৪) আনন্দবাজার, ৫) জলাইয়া, ৬) রাধানগর, ৭) ভাইবনছড়া, ৮) বিশ্রামগঞ্জ ও শিলাছড়ি কলোনীতে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে।

২। নিম্নলিখিত ডিসপেন্সারীর মধ্যে একজন করিয়া ডাক্তার আছে।

১) রাধানগর, ২) বিশ্রামগঞ্জ, ৩) কাঠালিয়া ছড়া এবং শিলাছড়ি প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১ জন ডাক্তার আছে।

৩। ডাক্তারের স্বল্পতার জন্য অবশিষ্ট ডিসপেনসারীগুলিতে ডাক্তার নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 155
By Shri Nripendra Chakarborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Clvil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বাফার ষ্টকে বর্তমানে কি পরিমাণে ভোগ্য পণ্য ও ষ্টেণ্ডার্ড ক্লথ আছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব ?

২) এই বাফার ষ্টক তৈরী করার জন্য ত্রিপুরা সরকার ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট কত টাকা ইনভেষ্ট করেছেন ?

৩) বাফার ষ্টকের উপর দর নির্দ্ধারণ ও অন্যান্য ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব কতটুকু এবং বেসরকারী কর্তৃত্ব কতটুকু ?

উত্তর

১) সরকারী বাফার ষ্টক খাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ষ্টেণ্ডার্ড ক্লথের বর্ত্তমান মজুতের পরিমাণ মহকুমা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল :—

লবণ

১) ধর্মনগর	৭·৫ মেঃ টঃ
২) কমলপুর	১·৬ ,, ,,
৩) কৈলাশহর	১·০ ,, ,,
৪) খোয়াই	২·৯ ,, ,,
৫) কেন্দ্রীয় গুদাম আগরতলা	১৬১·৬ ,, ,,
	১৭৪·৬ ,, ,,

চিনি

১) ধর্ম্মনগর	৩১৭·০ মেঃ টঃ
২) কেন্দ্রীয় গুদাম আগরতলা	১৯৭·০ ,, ,,
	৫১৪·০ ,, ,,

ডাল

১) ধর্মনগর	৫·৭০ মেঃ টঃ
২) কমলপুর	০·৬৫৫ ,, ,,
৩) কেন্দ্রীয় গুদাম আগরতলা	১২৬·৩ ,, ,,
	১৮৩·৯৫৫ ,, ,,

সরিষা বীজ

১) ধর্ম্মনগর	২৪০·০ মেঃ টঃ
২) কেন্দ্রীয় গুদাম আরগতলা	৬২·৪৬ মেঃ টঃ
	৩০২·৪৬ ,, ,,

রেপসিড

১) ধর্ম্মনগর	৪·০ মেঃ টঃ
২) কেন্দ্রীয় গুদাম আগরতলা	২৭·২৭ ,, ,,
	৩১·২৭ ,, ,,

বনস্পতি

১) ধর্ম্মনগর — ২২০ টিন (প্রতিটিন ১৬·৫ কেজি হিসাবে)

২) কেন্দ্রীয় গুদাম আগরতলা — ১১০০ টিন (প্রতিটিন ১৬·৫ কেজি হিসাবে)

১৩২০ টিন

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

১) কেন্দ্রীয় গুদাম আগরতলা — ২৪০ গাঁট

২) ১০,৭৭,৮১৯ টাকা ৮ পয়সা।

৩) বাফার ষ্টক দ্রব্যের মূল্য স্থির করা ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পূর্ণরূপে সরকারের কর্তৃত্বাধীন।

STARRED QUESTION NO. 216.

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কত গম ও চাল চেয়েছেন এবং এ পর্য্যন্ত কত গম ও চাল পেয়েছেন তার হিসেব ; এবং

২) চাল যদি কম পেয়ে থাকেন, তার পরিমাণ বাড়াবার জন্য কি করা হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৩-৭৪, সনের জন্য এবং ১৯৭৪-৭৫এর এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের জন্য যে পরিমাণ চাল এবং গমের ভারত সরকারের নিকট চাওয়া হইয়াছিল এবং ভারতসরকার যে পরিমাণ বরাদ্দ করিয়াছেন তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

বৎসর	ভারত সরকারের নিকট যে পরিমাণের জন্য চাওয়া হইয়াছিল।		ভারত সরকার যে পরিমাণ বরাদ্দ করিয়াছিলেন।	
	চাউল	গম	চাউল	গম
১	২	৩	৪	৫
১৯৭৩-৭৪	৩৫,০০০ মেঃ টন	৯,৫০০ মেঃ টন	২৫,৫০৩ মেঃ টন	১০,৫০০মেঃ টন
১৯৭৪-৭৫ (এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)	১২,০০০ ,,	৮,০০০ ,,	৫,৫০০ ,, (অক্টোবর, ১৯৭৪ইং পর্য্যন্ত)	৯,০০০ ,,

২) চালের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারকে বারংবার অনুরোধ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 39.
By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত রাঙ্গাপানীয়া ছড়াতে একটি সীজন্যাল বাঁধ দেওয়া হয়েছিল ; এবং

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে ঐ বাঁধটি কার মাধ্যমে করানো হয়েছিল ?

উত্তর

১) টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে একটা সীজন্যাল বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল।

২) সরকারী তত্বাবধানে করানো হইয়াছিল।

STARRED QUESTION NO. 42
By Shri Sudhanwa Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় ১৯৭৪ সালে মোট কত আনারস উৎপন্ন হয়েছে এবং কত আনারস ত্রিপুরার বাহিরে চালান হয়েছে ;

২) এই আনারস চাষীরা যাতে ন্যায্য দর পায় তার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা করেছেন ; এবং

৩) সরকার যদি কোন আনারস ক্রয়-বিক্রয় করে থাকেন তার হিসেব ?

উত্তর

১) ১৯৭৪ সালের আনারস উৎপাদন আনুমানিক ১ কোটি ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৭ শত ৬৬। বাহিরে কত চালান হইয়াছে তাহার সঠিক তথ্য নাই।

২) সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে ত্রিপুরায় ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

৩) সরকার আনারস ক্রয় করেন না। তবে সরকারী বাগানে ১৯৭৪ইং সনে ৭৪ হাজার ৫ শত ১টি আনারস মোট ১৮ হাজার ৭ শত ৫৪ টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে। সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন এই বৎসর ১ শত ৭৫ মেঃ টন আনারস তাহাদের ফল সংরক্ষন কেন্দ্রের জন্য প্রতি কেজি ০·৩৪ (চৌত্রিশ) পয়সা হিসাবে ক্রয় করিয়াছেন।

STARRED QUESTION NO. 152.

By Shri Sudhanwa Deb Barma
Shri Samar Choudhury.
Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ এ ত্রিপুরায় মোট কত পরিমাণ জমির কি পরিমান ফসল বন্যা ও অতি-বৃষ্টিতে নষ্ট হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ;

২) ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা কত ;

৩) ক্ষতিগ্রস্তরা সরকার থেকে কি কি সাহায্য পেয়েছেন যাতে ঐ জমিতে আবার ফসল করতে পারেন ; এবং

৪) ১৯৭৪ এর জুন পর্য্যন্ত মোট সাহায্যের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) মোট নষ্ট জমি এবং ফসলের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

মহকুমার নাম	আনুমানিক জমির পরিমাণ (হেক্টর হিসাবে)	আনুমানিক ফসলের পরিমাণ (মেট্রিক টন হিসাবে)
ধর্ম্মনগর	২ শত ৬২ (৬৫৫ একর)	২ শত ৮৭
কৈলাসহর	৫ শত ১৮ (১২৬৫ একর)	৯ শত ১৬
খোয়াই	৪ শত ৫৬ (১১৩৯'৮০ একর)	১ হাজার ২ শত ২১
সদর	১ হাজার ১ শত ৯৮ (২৯৯৪·৬০ একর)	১ হাজার ৭ শত ২৫
সোনামুড়া	২ হাজার ৫ শত ৩৬ (৬৩৪০·৯৪ একর)	১ হাজার ২ শত ৭
উদয়পুর	২ হাজার ৭৫ (৫১৮৭ একর)	৩ হাজার ৬ শত ২০
বিলোনীয়া	৫ হাজার ৮ শত ৪১ (১৪৬০৩ একর)	১০ হাজার ৬ শত ২১
সাব্রুম	৫ শত ৬৩ (১৪০৭· ০ একর)	১ শত ৪
অমরপুর	৫ শত ৩৮ (১৩৪৫ একর)	৮ শত ২৫
মোট—	১৩ হাজার ৯ শত ৮৭ (৩৪ হাজার ৭ শত ৩৭·৫৪ একর)	২০ হাজার ৫ শত ৮ (মেট্রিক টন)

কমলপুর মহকুমায় কোন কিছু নষ্ট হয় নাই।

২) ৩৭ হাজার ৮ শত ৫৯টি পরিবার।

৩) কোন সাহায্য পান নাই।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 318
By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the L. S. G. Department be pleased state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা সহরে পৌর এলাকার মধ্যে কোন কোন ড্রেনগুলি ত্রিপুরা সরকারের পি, ডব্লিউ, ডি, এর অধীনে ?
২) এই ড্রেনগুলির মধ্যে কতটি কাঁচা এবং কতগুলি পাকা ?
৩) কাঁচা ড্রেনগুলিতে দ্রুত পাকা করার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) আগরতলা সহরের পৌর এলাকার মধ্যে মোট ৪৪টি রাস্তার উভয় পার্শ্বের জল নিকাষের নালা পি, ডবলিউ, ডি,র অধীনে। তাহার একটি তালিকা অত্র সহ সংযোজিত হইল।
২) উক্ত বর্ণিত তালিকার মধ্যে রাস্তার উভয়দিক পাকা ৩টী, উভয়দিকে কাঁচা ১৮টি, একদিক পাকা ৯টি, আংশিক একদিক পাকা ১০টি এবং আংশিক উভয়দিক পাকা ৪টি নালা আছে।
৩) এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত সরকার এখনও নেন নাই। অর্থ সঙ্কোলান হইলে কাঁচা ড্রেন গুলিকে ক্রমে ক্রমে পাকা করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 82.
By Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the L. S. G. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় যে সকল পাড়া গত ১৯শে জুলাই ১৯৭৪ইং অতিবৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়েছিল ঐ সকল এলাকায় জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১) জল নিষ্কাষনের ব্যবস্থা উক্ত এলাকা সমুহে রহিয়াছে। জল নিষ্কাষনের ব্যবস্থার অভাবে উক্ত এলাকা সমূহ জলমগ্ন হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 207
by Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Local Self Government Department be please to state : -

প্রশ্ন

১) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির রিক্সা নিয়মিক বিধি কোন সালে তৈরী হয়েছে এবং তাতে রিক্সার ভাড়া কত নির্দ্ধারিত আছে ?

২) এই বিধি পরিবর্ত্তনের জন্য রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কোন দাবী উঠেছে কি না ?

৩) যদি উঠে থাকে ঐ ব্যাপারে কি করা হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, ১৯৪৭ইং সন। অনধিক ২৲ টাকা দৈনিক।

২) হাঁ।

৩) ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দের রিক্সা নিয়ামক আইনের ১৮নং ধারা মতে খসরা বিধি তৈরী করা হইয়াছে। এই বিধি সমূহের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের পূর্বে পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে রিক্সা শ্রমিক ও রিক্সা মালিকদের মধ্যে ভাড়া দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা আইনের মধ্যে রয়েছে এই রকম কোন ব্যবস্থা অনুরূপ কোন আইনের মধ্যে নাই। ইহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে লেন দেনের সর্ত্ত সমূহ সঙ্কোচিত হয়। আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লেন দেনের সর্ত্ত সমূহ সঙ্কোচন করিলে উভয় পক্ষের অসুবিধা হওয়ার কথা। এমতাবস্থায় অন্যান্য রাজ্যে এই ব্যাপারে কি ধরণের বিধি প্রচলিত আছে তাহা জানিতে চাওয়া হইয়াছে। উত্তরের অপেক্ষা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 271
By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Serviees Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) সমস্ত ত্রিপুরাতে ক্লাশ টু এবং ক্লাশ ওয়ান অফিসারের সংখ্যা কত ?

২) তাদের মধ্যে তপশিলি উপজাতি এবং তপশীল জাতির অফিসারের সংখ্যা কত এবং সে সংখ্যা তাদের রিজার্ভেসানের তুলনায় কম না বেশী (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব) ?

৩) যদি কম হয় তাহা হইলে সেই সংরক্ষিত আসনে কাদের বসানো হইয়াছে নাকি সেই আসন শূন্য আছে ?

৪) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে নন-গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) সমস্ত ত্রিপুরাতে ক্লাশ ওয়ান অফিসার ১৬৬ জন ও ক্লাশ টু অফিসার ১০৭৪।

২) তপশীল উপজাতি এবং তপশীল জাতি ক্লাশ ওয়ান ও ক্লাশ টু অফিসারের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

জাতি	ক্লাশ ওয়ান	ক্লাশ টু
তপশীল উপজাতি	৯	৪১
তপশীল জাতি	২	৩৬

উক্ত সংখ্যা সরাসরি নিয়োগের রিজার্ভেসানের তুলনায় কম।

৩) উপযুক্ত তপশীল উপজাতি ও তপশীল জাতির প্রার্থী না পাওয়ায় জনস্বার্থের খাতিরে অ-তপশীল প্রার্থী দ্বারা সংরক্ষিত আসনগুলি পূরণ হইয়াছে।

৪) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে নন-গেজেটেড অফিসারের মোট সংখ্যা হইল ৩৩,১৩৯ জন (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী)।

STARRED QUESTION NO. 53
By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) আগরতলায় আই, এ, এস, ও আই, পি, এস, পরীক্ষার সেণ্টার খোলার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন অনুরোধ জানাইয়াছেন কিনা ?

খ) "ক" এর উত্তর হাঁ হইলে কেন্দ্রীয় সরকার কি উত্তর দিয়াছেন ?

গ) 'ক' এর উত্তর না হইলে কারণ কি ?

উত্তর

ক) হাঁ, আগরতলায় সর্ব্ব-ভারতীয় চাকুরীর জন্য একটি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার জন্য একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। উক্ত প্রস্তাবের প্রতিলিপি ও ভারত সরকারের নিকট পাঠানো হইয়াছিল।

খ) ভারত সরকার কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জানাইয়াছেন যে কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগ প্রাগ দিক বিবেচনা ক্রমে স্থির করিয়াছেন যে আগরতলায় সর্ব্ব ভারতীয় চাকুরীর পরীক্ষা কেন্দ্র বর্ত্তমানে তাহাদের পক্ষে খোলা সম্ভব নহে।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 157
By Shri Chandra Sakhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Trible Welfare Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত যে বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত রতনপুর গাঁও সভার গাবুরছড়া ট্রাইবেল কলোনীতে কিছু সংখ্যক জুমিয়া আদিবাসীকে ভূমি বন্দোবস্ত দিয়া মাত্র ২৫০.০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ;

২) সত্য হইলে ঐ আদিবাসীদের কত টাকা আর্থিক সাহায্য করার স্কীম ছিল ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। ঐ

STARRED QUESTION NO. 54
By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of th Appointment & Services Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরার মহকুমা শাসক পদ সমূহ কি আই, এ. এস. (I. A. S. Cadre post) কেডার পোষ্টে উন্নীত করা হইয়াছে ?

খ) করা হইলে কি কারণে করা হইয়াছে ?

উত্তর

ক) না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 211
By Shri Madhusudhan Das
Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the L. S. G. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ইং এ মিউনিসিপ্যালিটি সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট থেকে কত পরিমাণ সিমেন্ট পাইয়াছে ?

২। সিভিল সাপলাই ছাড়া অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে মিউনিসিপ্যালিটি কোন সিমেন্ট পাইয়াছে কি ? যদি পাইয়া থাকে তাহার পরিমাণ কত ?

৩। উপরিউক্ত বৎসরগুলোতে মিউনিসিপ্যালিটী যে পরিমাণ সিমেন্ট পাইয়াছে, সেই সিমেন্টের বন্টন বা ব্যবহার কিভাবে হইয়াছে ?

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৩ইং সনে মিউনিসিপ্যালিটী সিভিল সাপলাই ডিপার্টমেন্ট হইতে কোন সিমেন্ট পায় নাই। ১৯৭৩-৭৪ইং সনে ৪০০ (চারিশত) বস্তা সিমেন্ট পাইয়াছে।

২। সিভিল সাপলাই ডিপার্টমেন্ট ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি পূর্ত্ত বিভাগ হইতে ৯৫০ (নয় শত পঞ্চাশ) বস্তা এবং উড়িষ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর নিকট হইতে ১৮৯৫ (আঠার শত পচানব্বই) বস্তা মোট ২৮৪৫ (দুই হাজার আট শত পঁয়তাল্লিশ) বস্তা সীমেন্ট পাইয়াছে।

৩। মিউনিসিপ্যালিটীর বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের জন্য নিজস্ব কর্মচারী ও ঠিকাদারদের মাধ্যমে কাজের আনুপাতিক ভিত্তিতে সিমেন্ট ব্যবহার করা হইয়াছে। মোট ৩১০০ (তিন হাজার এক শত) বস্তা সিমেন্ট বন্টন করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 154
Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

QUESTIONS

1. No. of persons arrested on charge of hoarding, blackmarketting and profiteering in each Sub-division, during 1974 ;
2. No. of those convicted and period of conviction for each cases ?

ANSWERS

The Sub-Divi-sion.wise No of Hoarders, Blackmarketeers and profiteers arrested since January, 1974 to till 15th September. 1974 are given as under :—

	Hoarders.	Blackmarketeers.	Profiteers.
Sadar	4	27	6
Khowai.	1	8	13
Sonamura.	—	—	19
Udaipur.	—	—	21
Amarpur.	—	—	5
Belonia.	—	2	3
Sabroom.	—	—	—
Kailashahar.	—	1	—
Dharmanagar	—	7	—
Kamalpur.	—	—	—
	5	45	67

2. Only one profiteer has been convicted uptil now.

STARRED QUESTION NO. 164
By Shri Bulu Kuki,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কমলপুর মহকুমায় কুলাই রেশন সপের ডিলার গত ২২-৫-৭৪ এ কেরোসিন ও চিনি ব্ল্যাক করার সময় ধরা পড়েন, এই অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কি, এবং

২। অভিযোগ পেয়ে থাকলে, কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, একটি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছিল।

২। ডিলারকে অনিতবিলম্বে সাময়িক বরখাস্ত করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে বিশদ অনুসন্ধানে অভিযোগ প্রমানিত হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 292
By Shri Amarendra Sarmn

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Suplies Department. be pleased to state :—

১। ধর্মনগর দক্ষিণ বরুয়াকান্দি ও আলগাপুর গ্রামের জন্য নির্দিষ্ট রেশন দোকান ১৯৭৪ সালের সেপ্টম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কি পরিমান চিনি, কেরোসিন, চাল, গম ও ধান বন্টনের জন্য নিয়েছিল ?

২। ১নং প্রশ্নের উল্লিখিত সামগ্রী কত সংখ্যক রেশন কার্ড এবং কত সংখ্যক ইউনিটের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। চিনি—২০০ কেজি।

কেরোসিন তৈল—৪৫০ লিটার।

সেই সপ্তাহে ঐ দোকানে কোন চাউল, ধান, এবং গম সরবরাহ করা হয় নাই।

২। উপরোক্ত জিনিষগুলি ৭,৫৪৬ ইউনিটযুক্ত ৬৪৮টি রেশন কার্ডের মাধ্যমে বিলি করা হইয়াছিল।

STARRED QUESTION NO. 22
By Shri Gupinath Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর বিভাগের লংতরাই ফরেষ্ট এলাকায় তারাবনছড়া, জামিরছড়া ও দোলছড়ি গ্রামকে ফরেষ্ট রিজার্ভ হইতে মুক্ত করিয়া ঐ গ্রামগুলিকে পঞ্চায়েত ভুক্ত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ? এবং

২। উপরোক্ত এলাকা সমূহের মোট জন সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। উপযুক্ত সময়ে তারাবনছড়া, জামিরছড়া ও দোলছড়ি এলাকাগুলিকে গাঁওসভার অন্তর্ভুক্তি অথবা নুতন ভাবে গাঁওসভা গঠনের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। ১৪৮৫ জন।

STARRED QUESTION NO. 7
By Shri Ananta Hari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Deptt. be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। গাঁও পঞ্চায়েত নির্বাচনের বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন ক্রমে গোপন ভোটের ব্যবস্থা করিতে মাননীয় সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি এবং

২। পরিকল্পনা থাকিলে কবে হইতে কার্য্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়

২। অনতিবিলম্বে

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 136
By Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Raj Department be please to state :—

QUESTIONS

1) Whether the draft Panchayat Rules published in Tripura Gazette, have been finalised ; and

2) If not the reasons for the delay ?

ANSWER

1) Yes Sir.

2) Does not arise.

STARRED QUESTION NO 244
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ এ পর্য্যন্ত সিভিল সাপ্লাই দপ্তর থেকে কোন্ মন্ত্রী কত সিমেন্ট নিয়েছেন তার হিসেব, এবং

২) এ সিমেন্টের জন্য তারা কবে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করেন ?

উত্তর

১) শ্রীহরিচরণ চৌধুরী, উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী ৪০ বস্তা সিমেন্ট পাইয়াছেন।
২) ৬-৫-৭৪ ইং তারিখে।

STARRED QUESTION NO 265
By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Departmen be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরের উত্তর বরুয়াকান্দি ও সাকাইবাড়ীর জন্য রেশন শপ চন্দ্রপুরে অবস্থিত থাকায় ঐ অঞ্চলের লোকজন রেশন আনার ব্যাপারে অসুবিধা ভোগ করেন বলে কোন খবর সরকার জানেন কি ; এবং

২) ঐ রেশন শপটি আরো সরিয়ে এনে সাকাইবাড়ী সংলগ্ন অঞ্চলে দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কি ?

উত্তর

১) এইরূপ কোন অসুবিধা সরকারের গোচরে আসে নাই।
২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 40
By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত বিশালগড় ব্লকের বাঙ্গাপানীয়া-ব্রজপুর, রামনগর, উত্তর ও দক্ষিণ চড়িলাম এবং পদ্মনগর গাঁওসভাতে কয়টি ওভার-ফ্লো দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) বাংলাপানীয়া গাঁওসভায়— ৮টি
২) ব্রজপুর গাঁওসভায়— ৩২টি
৩) রামনগর গাঁওসভায় ২টি
৪) উত্তর চড়িলাম গাঁওসভায়— ২৩টি
৫) দক্ষিণ চড়িলাম গাঁওসভায়— ৩৭টি
৬) পদ্মনগর গাঁওসভায়— দেওয়া হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 251

By Shri Anil Sarkar and Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Civil Supplies Department eb pleased to state:—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ সালে এ পর্য্যন্ত মোট কতলোককে রেশনকার্ড দেওয়া হয়েছে এবং মোট কত লোক কার্ডের জন্য আবেদন করেছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব ?

২) রেশন কার্ড মঞ্জুর করার ব্যাপারে বিলম্ব হবার কার৭ কি ?

উত্তর

১) ১৯৭৪ ইংরেজী সনে অদ্যাবধি রেশন কার্ডের জন্য মোট আবেদনকারীর সংখ্যা এবং মোট দেয় রেশন কার্ডের সংখ্যার মহকুমা ভিত্তিক বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মহকুমার নাম	রেশন কার্ড পাওয়ার জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা	প্রদত্ত রেশন কার্ডের সংখ্যা
১) সদর (শহর এলাকা)	২৪,৭৯৯	২৪,৩০৫
২) সদর (পল্লী এলাকা)	৬৫,৪৫৫	৬৫,৪৫৫
৩) ধর্মনগর	৩০,১৩২	২৬,৪৩০
৪) কৈলাসহর	২৫,০৪৭	২৪,৫৩৭
৫) কমলপুর	১৫,৮৬৩	১৫,৬৫১
৬) খোয়াই	৩১,২৩১	৩০,৪৯৬
৭) সোনামুড়া	১৮,০২৯	১৭,৮৭৯
৮) উদয়পুর	২৪,৬৫১	২৪,৬৫১
৯) অমরপুর	১৬,৭৫৯	১৬,৩৫৯
১০) বেলোনিয়া	২৪,২৪৬	২৪,২৪৬
১১) সাব্রুম	১০,১৮৬	৯,৮৩১
	২,৮৭,৩৯৮	২,৭৯,৮৪০

২) রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে অস্বাভাবিক দেরী করা হয় না।

STARRED QUESTION NO. 217

By Shri Hanshadhaj Dewan

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Departmen be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কাঞ্চনপুর ও ছামনু উপজাতি উন্নয়ন ব্লক এলাকায় জুমিয়াদিগকে চলিত সনের গত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত সরকারী ন্যায্য মুল্যের দোকান হইতে দ্বিগুণ হারে রেশন দেওয়ার জন্য আদেশ হইয়াছিল কি ;

২) আদেশ হইয়া থাকিলে এ ব্লক এলাকায় কোন্ কোন্ সরকারী ন্যায্য মুল্যের দোকানের মাধ্যমে কত পরিবার জুমিয়াকে দ্বিগুণ হারে রেশন দেওয়া হইয়াছিল ; এবং

৩) পেচারথল সরকারী নায্য মুল্যের দোকানের মাধ্যমে জুমিয়াদের দ্বিগুণ হারে রেশন না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 34
By Shri Anantahari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) মাননীয় সরকার জানাবেন কি যে, তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকাস্থিত কমলনগর লিফট ইরিগ্যাশান কেন্দ্র হইতে ১৯৭৪ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত কত একর জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে ;

এবং

২) তন্মধ্যে বুরু ফসলে কত একর এবং আউস ফসলে কত একর ?

উত্তর

১) এই সময়ের মধ্যে কোন জমিতে জল সেচ করা হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 75
By Shri Sunil Chandra Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে, আগরতলা সহরের অধিকাংশ রাজপথের অনেক স্থানে নানা-বিধ মাল, ভাঙ্গা গাড়ী, কাঠ, ইট ইত্যাদি রাখিয়া জনসাধারণের চলাচলের বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে ?

খ) সত্য হইলে জনসাধারণের চলাফেরার এই বাঁধা অপসারণের জন্য সরকার কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি ?

উত্তর

ক) হঁ্যা

খ) হঁ্যা

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 213
Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৩৮১ বাংলার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণের কয়েকটী প্লাবনে ঈশানচন্দ্রনগর বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের কাঞ্চনমালা, ছনখলা, সেকেরকোট, পশ্চিম দুর্গাপুর, হরিপুর, নিশ্চিন্তপুর ও মাধবপুর ইত্যাদি গ্রাম সংলগ্ন কয়েকটি মাঠের ফসল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহা সরকার অবগত আছেন কি ?

২) যদি অবগত থাকেন তবে এ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের প্লাবনে সেকেরকোট, ছনখলা, কাঞ্চনমালা, পশ্চিম দুর্গাপুর, নিশ্চিন্তপুর, হরিপুর ও মাধবপুর সংলগ্ন মাঠগুলিতে আংশিক ভাবে ফসল বিনষ্ট হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২) ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গতদের ত্রাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। আগামী ফসলে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকগণ ভালভাবে চাষ আবাদ করিতে পারে তাহার জন্য ইচ্ছুক কৃষকগণকে ঋণ দানের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংককে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 36
Shri Gopinath Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-chaage of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর বিভাগের করমছড়া মৎস্য পোনা উৎপাদন কেন্দ্রের বার্ষিক উৎপাদন কত;

২) ঐ কেন্দ্র হইতে গত দুই বছরে মোট কত পোনা উৎপাদিত হইয়াছে এবং কতজন মৎস্য চাষীর মধ্যে বিক্রি করা হইয়াছে ;

এবং

৩) ঐ কেন্দ্রের জন্য মোট কোন শ্রেণীর কতজন সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত আছে ?

উত্তর

১) করমছড়া মৎস্য পোনা উৎপাদন কেন্দ্রের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭৩-৭৪ইং সনের ভিত্তিতে এইরূপ :—
   ক] কৃত্রিম উপায়ে ডিম-পোনা উৎপাদনের সংখ্যা—২৩ লক্ষ ৮০ হাজার।
   খ] ধানী পোনা উৎপাদনের সংখ্যা—৯ লক্ষ।
   গ] চারা পোনা উৎপাদনের সংখ্যা—১ লক্ষ ১৫ হাজার।
   ঘ] খাদ্যোপযোগী মাছ উৎপাদন—৪৬ কেজি ১ শত ৫০ গ্রাম।

২) ১৯৭২-৭৩ ইং সনে মোট ৪১ হাজার ৯ শত ৭৫ সংখ্যক চারা পোনা উৎপাদিত হইয়াছিল। তাহা হইতে ২৪ হাজার ৭ শত চারা পোনা ৩৪ জন মৎস্য চাষীর মধ্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ ইং সনে চারা পোনার মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮ শত ৫০ সংখ্যক। তাহার মধ্যে ৫৮ হাজার ৬ শত সংখ্যক চারা পোনা ৩৮ জন মৎস্য চাষীর মধ্যে বিক্রয় করা হইয়াছে।

৩) এই কেন্দ্রে দুইজন তৃতীয় শ্রেণীর ও চারিজন চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী মোতায়েন আছে। এই কেন্দ্র সংপর্কিত কার্য্য ছাড়া ও সমগ্র ছামনু ব্লকের সম্প্রসারণ কার্য্য ও অন্যান্য সরকারী মৎস্য মহালের পরিচালনার দায়িত্ব ও তাহাদের পালন করিতে হয়।

ADMITTED STARRED QTESTION NO. 145
By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া কৃষ্ণনগর গাঁওসভার অন্তর্গত নলুয়াছড়ায় বাঁধ দেওয়ার ফলে সৃষ্ট যে জলাশয় আছে তাতে মাছের চাষের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২) পরিকল্পনা থাকিলে, কোন বছর থেকে মৎস্য চাষ সুরু হবে ?

উত্তর

১) মৎস্য চাষের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কি না সেই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 175
By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহরের ছৈনতৈলে কৃষি দপ্তর থেকে যে ফলের বাগান করা হইয়াছে তাহার জায়গার পরিমাণ কত ?

২) উক্ত বাগানে এ যাবৎ সরকারের কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ; এবং

৩) এ যাবৎ আয়ের পরিমাণ কত ?

৪) কতজন স্থায়ী কর্মচারী ওখানে কাজ করছে ?

উত্তর

১) ২৬ হেক্টার (৬৫ একর)

২) ১৯৬৩-৬৪ ইং সনে বাগানটির স্থাপনকাল হইতে ১৯৭৪-৭৫ ইং সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৩ শত ১৪ টাকা ৯৩ পয়সা ব্যয় হইয়াছে।

৩) এই সময়ে মোট আয়ের পরিমাণ ৪৬ হাজার ৬ শত ৯৯ টাকা ১৩ পয়সা।

৪। তৃতীয় শ্রেণীর ২টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৩টি স্থায়ী পদে একজন এ্যাসিষ্টেন্ট হার্টিকালচারেল অফিসার, একজন এগ্রিকালচারেল এ্যাসিষ্টেন্ট ও ২ জন মালী বাগানে কাজ করিতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 309

By Shri Binode Behari Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) গত বন্যায় রুদ্রসাগর এলাকায় বোরোধানের ক্ষতির পরিমাণ কি ; এবং

খ) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কি কি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

ক) রুদ্রসাগর এলাকার রুদিজলা, ভাটিনলছড়, খাসা চৌমুনী, দুলভনারায়ন, বারদোয়াল ও চৌমুনা (কুমারী খোচা) গ্রামগুলিতে বিগত ১-৪-৭৪ ইং হইতে ৫-৪-৭৪ ইং পর্যান্ত বন্যায় মোট অনুমিত ৫ শত ৪৭ মেট্রিক টন বোরোধান উৎপাদনের ক্ষতি হইয়াছে।

আবার ২৯-৫-৭৪ ইং হইতে ৩১-৫-৭৪ ইং পর্য্যন্ত বন্যায় ভাটি নলছড় এলাকায় মোট অনুমিত ২ শত ২০ মেট্রিক টন পরিমাণ বোরো ধানের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

খ) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্যার্থে রুদ্রসাগর এলাকায় বিভিন্ন স্থানে টেস্ট রিলিফ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং কিছু সংখ্যক পরিবারকে আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 261

By Shri Madhusudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) পৌর এলাকা বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে বড়দোয়ালী, বাধারঘাট এলাকার কোন্ কোন্ গ্রাম পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ; এবং

২) অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে ঐ গ্রামগুলির কোন রাস্তা বা ড্রেণের কাজে পৌর সভার টাকা খরচ করা হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১) বড়দোয়ালীর উত্তর পশ্চিম অংশ। বাধারঘাটের অন্তর্গত রামঠাকুর পাড়ার, সূর্য্য পাড়ার ও পশ্চিম প্রতাপগড়ের অংশ।

২) না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 294
By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Agriculture Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য অমরপুর মৈলাকছড়াতে বাঁধ দিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে বীরগঞ্জ ও মৈলাক মাঠে জল সরবরাহের জন্য সরকার তথ্য অনুসন্ধান করিতেছেন .

২) সত্য হইলে উক্ত বাঁধের কাজ এই আর্থিক বৎসরে আরম্ভ হইবে কি না ;

৩) যদি আরম্ভ না করা হয় তাহার কারণ ?

উওর

১) হ্যাঁ ।

২) না ।

৩) বিষয়টি এখনও পরীক্ষাধীন ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 77
By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিশালগড় ব্লকে ওভারফ্লোর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সম্পর্কে কোথাও কোন তদন্ত এ বছর হয়েছে কি ?

২) যদি হয়ে থাকে, তার ফলাফল কি ?

ANSWER

১ বিষয়টি তদন্তাধীন আছে ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

STARRED QUESTION NO. 89.
By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১) দঃ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমার বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে জুমিয়া পুনবাসনের কোন স্কীম সরকারের আছে কি না ?

২) থাকলে মোট কত পরিবার জুমিয়াকে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে এবং কোন্ তহশীলে কত পরিবার এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) আছে।

২) ৪০টি পরিবারকে শান্তির বাজার তহশীলে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 162
By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় মোট কয়টি ট্রাইবেল কলোনী আছে। তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) ঐ সমস্ত কলোনীগুলির প্রত্যেকটিতে ছাত্রদের লেখাপড়া করার জন্য স্কুলের ব্যবস্থা আছে কি এবং

৩) কোনটাতে না থাকলে কারণ ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় মোট ৫৮টি কলোনী আছে। নিম্নে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হোল।

ক) ধর্ম্মনগর— ৬টি
খ) কৈলাসহর— ৮টি
গ) কমলপুর— ৮টি
ঘ) খোয়াই— ৪টি
ঙ) সোনামুড়া— ৪টি
চ) উদয়পুর— ২টি
ছ) বিলোনীয়া— ১০টি
জ) অমরপুর— ৯টি
ঝ) সদর— ৪টি
ঞ) সাবরুম— ৩টি

——————
৫৮টি

২) ৫৪টি কলোনীতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

৩) ৪টি কলোনীতে ব্যবস্থা নাই। ৫৮টি কলোনীতেই শিক্ষা ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে বক্রী ৫৪টি স্থানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বক্রী ৪টি স্থানে প্রস্তাব-বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO.146
By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগরতলা সংলগ্ন জগৎবিমুড়ার শ্রীমহেন্দ্র দেবনাথের নামে কোথায় কোথায় কটি রেশন সপ আছে ?

২) এই রেশনসপ কি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারিশ অনুসারে দেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) জগৎবিমুড়াতে একটি ন্যায্য মুল্যের দোকান।

২) না।

STARRED QUESTION NO. 233
By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) অমরপুর বিভাগের অন্তর্গত ছৈত্ এলাকায় উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়ার কোন স্কীম নেওয়া হয়েছে কি ?

২) হইয়া থাকিলে ইহার বিলি বণ্টনের জন্য সরকার কি পদ্ধতি গ্রহণ করিবেন ?

৩) প্রতি পরিবারে কত পরিমাণ জমি দেওয়া হইবে এবং

৪) কত পরিবারকে অ্যালটমেন্ট দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) উক্ত প্রকল্পে কৃষি বিভাগ কর্তৃক ভুমি উন্নয়ণক্রমে যথাক্রমে কৃষিকাজের জন্য ফলের বাগানের এবং বাড়ীর জন্য ভূমি বন্টন করার প্রস্তাবনা আছে।

৩) ঐ প্রকল্পে প্রতি পরিবারকে কৃষি উপযোগী ৪ একর ফলের বাগান ও বাড়ীর জন্য ২ একর করিয়া ভূমি দেওয়ার প্রস্তাবনা আছে।

৪) সর্ব্বমোট ২০০ পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার প্রস্তাবনা আছে।

STARRED QUESTION NO.209
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the L.S.G. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) পৌর সংস্থা হইতে পাকা পায়খানা করার জন্য কোন লোন বা ঋণ দেওয়ার নিয়ম আছে কি ?

২) যদি থাকে তাহা হইলে ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে কতজনকে সে লোন দেওয়া হইয়াছিল এবং যে লোনের পরিমাণ কত ?

৩) পাকা পায়খানা করার জন্য যে লোন দেওয়া হয় তাহা কিসের উপর ভিত্তি করিয়া দেওয়া হয় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ১৯৭২—৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ ইং সনে যথাক্রমে ১২০ ও ১০০ জনকে ১,০০০ টাকা হিসাবে লোন দেওয়া হইয়াছে। তাহার মোট পরিমাণ ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

৩) যাহারা নিজের ক্ষমতায় সম্পূর্ণ অর্থ এককালীন খরচ করিয়া সেনিটারী পায়খানা তৈরী করিতে অসুবিধা বোধ করেন অথচ কিস্তিমত ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ আছে তাহাদের পক্ষ হইতে Plan এবং Site Plan সহ যথারীতি আবেদন পত্র পাইলে সিলেকশান বোর্ডের অনুমোদনক্রমে লোন দেওয়া হয়।

STARRED QUESTION NO. 285
by ShriAjoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সরকারী দপ্তর সমুহে একাউন্টস অফিসার, ফিনান্স অফিসার প্রভৃতি পদ সমুহে ডেপুটেশনিষ্ট নিয়োগের পরিবর্ত্তে বিভাগীয় কর্মচারীদের প্রমোশন দেবার জন্য সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে এক সার্কুলার দিয়েছিলেন ?

২) যদি দিয়ে থাকেন তবে ঐ সার্কুলার দেওয়ার তারিখে বিভিন্ন বিভাগে একাউন্টস অফিসার ও ফিনান্স অফিসার পদে মোট কতজন ডেপুটেশনীষ্ট ছিলেন, বর্ত্তমানে কতজন আছেন এবং আজ পর্য্যন্ত মোট কতজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীকে ঐ পদ সমুহে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে, এবং

৩) সার্কুলার দেওয়ার পরও কার্য্যকালের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এইরূপ ডেপুটেশনিষ্ট একাউন্টস অফিসার ও ফিনান্স অফিসারের সংখ্যা কত এবং তাহাদের কার্য্যকালের মেয়াদ বাড়ানোর কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, উক্ত বিষয়ে সরকার ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৪ ইং সনে একটি সার্কুলার দিয়েছিলেন।

২) উক্ত সার্কুলার দেওয়ার তারিখে বিভিন্ন বিভাগে মোট ৪ জন ফিনান্স অফিসার ও ৭ জন একাউন্টস অফিসার ডেপুটেশানে ছিলেন এবং বর্ত্তমানে ৩ জন ফিনান্স অফিসার ও ৭ জন একাউনটস অফিসার বিভিন্ন বিভাগে, ডেপুটেশানে আছেন। উক্ত সার্কুলারের পর আজ পর্য্যন্ত কোনও তৃতীয় শ্রেণীর অফিসারের প্রমোশন হয় নাই।

৩) সার্কুলার দেওয়ার পরও জনস্বার্থের খাতিরে উপযুক্ত যোগ্য বিভাগীয় কর্ম্মচারী না পাওয়াতে ২ জন ফিনান্স অফিসার ও ৫ জন একাউনটস অফিসারের ডেপুটেশানের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। একজন ফিনান্স অফিসার ও ১ জন একাউনটস অফিসারের সার্কুলার দেওয়ার পূর্বের মেয়াদ এখনও শেষ হয় নাই এবং ১ জন একাউনটস অফিসার সার্কুলার দেওয়ার পরে ডেপুটেশানে গত জুলাই মাসে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 83
By Shri Anil Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সদর কলকলিয়া গাঁওসভার প্রধানের বিরুদ্ধে ওভারফোর টাকা আত্মসাতের কোন অভিযোগ এ বছরে এসেছে কি ; এবং

২) যদি এসে থাকে, তার উপর কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

২) তদন্ত চলিতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 176.
By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৫ এইচ পি, পাম্পিং সেট কার্য্যকরীভাবে ব্যবহারের জন্য ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪এ এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকার কত পরিমাণ এলুমিনিয়াম মিশ্রিত জলের পাইপ ক্রয় করা হইয়াছে ?

২) ঐ পাইপ কোন কোন স্থানে এপর্য্যন্ত কি পরিমাণ কাজে লাগানো হয়েছে ?

৩) ঐ পাইপ কোন ফার্ম্ম থেকে ক্রয় করা হয়েছে তার নাম ?

উত্তর

১) মোট ২০ লক্ষ ৬০ হাজার ৩ শত ৭১ টাকা ৮৫ পয়সা ব্যয়ে মোট ৩৪ হাজার ৮ শত ৯৬ মিটার দৈর্ঘ্য পরিমাণ এলুমিনিয়াম জলের পাইপ ক্রয় করা হইয়াছে।

২) ৬ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৩ হাজার ৭ শত ৩৮টি এ পর্য্যন্ত যে যে স্থানে জল সেঁচের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার হিসাব এইরূপ :—

মহকুমার নাম	যে জায়গায় পাম্প সেট পাইপ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নাম	ব্যবহৃত পাইপের সংখ্যা		
		৫ ইঞ্চি ব্যাসের	৬ ইঞ্চি ব্যাসের	মোট
সদর	(১) নোয়াবাদী	২৫টি	—	২৫টী
	(২) রাণীর গাঁও	—	২০টী	২০টী
	(৩) দুধ পাতিল	৬০টী	৪০টী	১০০টী
	(৪) ভৃগুদাস বাড়ী	১০টী	—	১০টী

১	২	৩	৪	৫
সদর	(৫) কালাছাড়ি	১০টা	—	১০টা
	(৬) অজেন্দ্র বাজার	৫০টা	৪০টা	১০০টা
	(৭) উড়িয়াপাড়া	৬০টা	৫০টা	১০০টা
	(৮) গোলাঘাটী	৫০টা	—	৫০টা
	(৯) কাঞ্চনমালা (পূর্ব্ব ও পশ্চিম)	৭৫টা	৭৫টা	১৫০টা
	(১০) জম্পুইজলা	৪৯টা	—	৪৯টা
	(১১) মহিষখোলা	৫০টা	—	৫০টা
	(১২) সেকেরকোট	২১টা	—	২১টা
	(১৩) আমতলী (পূর্ব ও পশ্চিম)	১০০টা	১০২টা	২০২টা
	(১৪) দুর্গানগর	২৫টা	২৫টা	৫০টা
	(১৫) মধ্যলক্ষ্মীবিল	৩৫টা	—	৪৫টা
	(১৬) রাজনগর	৪৫টা	—	৪৫টা
	(১৭) বিজয়নগর	—	১৫টা	১৫টা
	(১৮) চাচু বাজার (উলার ঘাট)	২৫টা	২৫টা	৫০টা
	(১৯) লঙ্কামুড়া	৫০টা	—	৫০টা
সোনামুড়া	(২০) গ্রামতলী	১৫টা	৩৫টা	৫০টা
	(২১) শ্রীমন্তপুর	৫০টা	—	৫০টা
	(২২) দুর্গাপুর (পুর্ব)	৫০টা	৫০টা	১০০টা
	(২৩) তেলুয়ারচর (দুর্গাপুর পশ্চিম)	৫০টা	—	৫০টা
	(২৪) কাঁঠালিয়া	৫০টা	২৫টি	৭৫টা
	(২৫) সোনামুড়া	৫৫টা	৯৫টি	১৫০টা
খোয়াই	(২৬) সোনাতলা	৬৫টা	৬৫টা	১৩০টা
	(২৭) চাম্পাহাওর	৩৫টা	৩৫টা	৭০টা
	(২৮) তেলিয়ামুড়া	—	৬০টা	৬০টা
	(২৯) মাইগঙ্গা	১০টা	—	১০টা
	(৩০) ব্রহ্মাবিল	১০টা	—	১০টা
	(৩১) বাগান বাজার	১০টা	—	২০টা

১	২	৩	৪	৫
উদয়পুর	(৩২) হীরাপুর (মহারাণী)	৮টী	১০টী	১৮টী
	(৩৩) নয়াঘাট (পলাঘাট)	৩৬টী	—	৩৬টী
	(৩৪) আমতলী	৩টী	২১টী	২৪টী
	(৩৫) তেপানিয়া	—	৩০টী	৩০টী
কমলপুর	(৩৬) বৈঠকবাড়ী	১০টী	১০টী	২০টী
	(৩৭) মলয়া	৭৫টী	৫০টী	১২৫টী
	(৩৮) আভাঙ্গা, এস, এম, এফ	৫০টী	৫০টী	১০০টী
	(৩৯) আভাঙ্গা	—	২০টী	২০টী
	(৪০) হালাহালী	—	২০টী	২০টী
	(৪১) মোহনপুর	—	২০টী	২০টী
ধর্ম্মনগর	(৪২) কাশীমনগর	৬৫টী	১০টী	৭৫টী
	(৪৩) রাজনগর	৫০টী	৫০টী	১০০টী
	(৪৪) শান্তিপুর	৬০টী	১০টী	৭০টী
কৈলাসহর	(৪৫) দুধপুর	৩০টী	২০টী	৫০টী
	(৪৬) পশ্চিম কাঞ্চন বাড়ী	৩০টী	২০টী	৫০টী
	(৪৭) পেচারডহর	৫০টী	৫০টী	১০০টী
	(৪৮) ছনতৈল	৫০টী	৫০টী	১০০টী
	(৪৯) ছৈলেংটা	১৫টী	১০টী	২৫টী
সাবরুম	(৫০) গোবিন্দের মাঠ	১৬টী	৩৪টী	৫০টী
	(৫১) বাবুগ্রাম (হরিণা)	১৫টী	১৫টী	৩০টী
	(৫২) বৈষ্ণবপুর	১০টী	২০টী	৩০টী
	(৫৩) বংকুল	৫০টী	৫০টী	১০০টী
	(৫৪) ভুরাতলী	৫০টী	৫০টী	১০০টী
বিলোনীয়া	(৫৫) কলসী	৩৮টী	৩৮টী	৭৬টী
	(৫৬) দক্ষিণ মুহুরীপুর	২০টী	২০টী	৪০টী
	(৫৭) উত্তর মুহুরীপুর	৩৮টী	৩৮টী	৭৭টী
	(৫৮) মহারাণী	১২টী	৬টী	১৮টী
	(৫৯) বাথানবাড়ী	১৫টী	—	১৫টী
	(৬০) পশ্চিম চরকবাই	১৫টী	—	১৫টী
	(৬১) সাপমারা	৭টী	১০টী	১৭টী

১	২	৩	৪	৫
	(৬২) বক্সরঘাট	১০টী	৪১টী	৫১টী
	(৬৩) উত্তর ভারতচন্দ্রনগর	১৪টী	—	১৪টী
	(৬৪) রতনবাড়ী	৩৮টী	৩৮টী	৭৫টী
	(৬৫) নালুয়া	৬৭টী	৬৩টী	১৩০টী
অমরপুর	(৬৬) তাইদু	১০টী	১০টী	২০টী
	মোট—	২ হাজার ৯৭টী	১ হাজার ৬ শত ৪১টী	৩ হাজার ৭ শত ৩৮টী

৩) মেসার্স প্রিমিয়ার ইরিগেশন ইকুইপমেন্ট (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৭/১ সি, আলিপুর রোড, কলিকাতা-৭০০০২৭।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 277
By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ ইং আউস মরসুমে ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমার ধান গাছ এক বিশেষ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ফসল দিতে পারেন নি বলে কোন সংবাদ সরকারের জানা আছে কি?

২) জানা থাকলে, বিভিন্ন মহকুমায় কত পরিমাণ জমির ধান গাছ এভাবে নষ্ট হয়েছে এবং মোট উৎপন্ন ফসলের কত শতাংশ ফসল এজন্য পাওয়া যায় নি? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩) এই বিশেষ রোগ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল কি এবং হয়ে থাকলে কি ধরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল?

উত্তর

১) ১৯৭৪ ইং সনে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন মহকুমায় আউস ধানে কোন কোন জায়গায় ভেঁপু পোকার (গল ফ্লাই) আক্রমণ এবং দক্ষিণ ও উত্তর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন মহকুমায় কোন জায়গায় আউস ধান হলুদ বর্ণ হইয়া যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল।

২) বিভিন্ন মহকুমায় কত পরিমাণ জমির ধানগাছ এই ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে এবং মোট উৎপন্ন ফসলের কত শতাংশ এজন্য পাওয়া যায় নাই তাহার মহকুমা ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব এইরূপ :—

মহকুমা	রোগ ও পোকায় আক্রান্ত জমির আনুমানিক হিসাব	মোট উৎপন্ন আউস ফসলের কত শতাংশ এজন্য পাওয়া যায় নাই
১	২	৩
১। ধর্মনগর	১৩৩৪ একর	০·৩২%
২। কৈলাসহর	৪০৩ ,,	০·১৪%
৩। কমলপুর	৯৫০ ,,	০·৫৩%
৪। খোয়াই	১৪৫৪ ,,	০·৭২%

১	২	৩
৫। সদর	৮৫৪ একর	০·৪৬%
৬। সোনামুড়া	১,৩৫৩ ,,	১.৪৮%
৭। উদয়পুর	৫,০১২ ,,	০·৮৬%
৮। অমরপুর	১·০০ ,,	০·০৩%
৯। বিলোনীয়া	৩৯০ ,,	০·৫০%
১০। সাবরুম	২,৩১৯ ,,	১·৪৮%
সর্ব্ব মোট ত্রিপুরা	১৪,১৬৯ একর	০·৫৩%

৩। আক্রান্ত আউস ধান রক্ষার জন্য ও অনাক্রান্ত আউস এবং পরবর্ত্তী আমন ধানে উক্ত রোগ পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি অবলম্বণ করা হইয়াছিল।

১) আক্রান্ত জমি হইতে প্রয়োজনের বেশী জল নিষ্কাষণ।

২) জমির মাটি নাড়িয়া দেওয়া।

৩) প্রয়োজন অনুযায়ী রাসায়ণিক সার প্রয়োগ করা।

৪) আক্রান্ত ফসলে ও আমন বীজ চারার নিয়মিত রোগ ও কীটনাশক ঔষধ ব্যবস্থা।

রাজ্যের সমস্ত কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ণ কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে তাহারা যেন তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় কৃষকদের রোগ পোকার আক্রমণের লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ার সম্পর্কে অবহিত করিয়া দেন এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য কৃষক ভাইদের পরামর্শ দেন। এই ব্যাপারে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় ব্যাপক প্রচারের জন্য সক্রিয় কর্ম্মপন্থা গ্রহণের জন্য ও প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্রের কৃষিজগৎ অনুষ্ঠানের মারফৎ কৃষক ভাইদের অবহিত করার জন্য সময়োচিত সতর্কবানী এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রচার করা হয়।

STARRED QUESTION NO. 229
By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় কল্যাণপুর সর্বংছড়ায় উপর পাকা বাঁধ না হওয়ার জন্য কৃষকরা জমিতে রীতিমত ফসল ফলাতে পারিতেছে না এবং কাচা বাঁধ টিকাইতে পারিতেছে না?

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত সর্বংছড়ার উপর সরকার পাকা বাঁধ দিয়া কৃষদের সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পূর্ব্বের পাকা বাঁধটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় পৃথক একটি স্থানে পাকা বাঁধ দেওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 192.

By Shri Gunapada Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার পিত্রা অঞ্চলে বুরো ধান করার জন্য বিশশক্তি সম্পন্ন পাম্পিং সেট বসানোর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং

২। থাকলে কবে নাগাদ বসানো হইবে ?

উত্তর

১। উদয়পুর মহকুমায় পিত্রা অঞ্চলে জলসেচ করার জন্য একটি ১৫ অশ্বশক্তি পাম্প বিশিষ্ট ভ্রাম্যমান লিষ্ট ইরিগেশন প্রকল্প সরকারে বিবেচনাধীন আছে।

২। এখনও প্রকল্পটি বিবেচনাধীন থাকায় স্কীমটি বসানোর ব্যাপারে সঠিক সময় বলার প্রয়োজন প্রশ্ন উঠে না

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 352.

By Shri Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be please to state—

প্রশ্ন

১। গত পাঁচ বছরে ত্রিপুরায় কত পরিমাণ কি জাতীয় সার আনা হয়েছে, (প্রতি বৎসরের পৃথক হিসাব);

২। কত পরিমাণ সার বিক্রয় করা হয়েছে এবং কত পরিমাণ কৃষকদের দান করা হয়েছে ?

উত্তর

১। গত পাঁচ বৎসরের ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রকার আমদানীকৃত সারের পরিমাণের বাৎসরিক হিসাব নিম্নরূপ :—

সারের নাম	বাৎসরিক আমদানীর পরিমাণ (মেট্রিক টনে)				
	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১	১৯৭১ ৭২	১৯৭২-৭৩
ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	৪১২·১৩০	৩৩২·৯৩০	৩৯২·২০১	৭৯৭·২৪৮	২৪৪·৫৪০
সুপারফস্ ফেট্	৯৯·৯৭৮	২৪৭·৩১৯	৩৮৫·৯২৩	৪৩৮·৮০০	৮৮·০০০
মিউরিয়েট অব পটাশ	—	৬৩·২৮৮	—	১৬০·৬০৮	৩৩২·০৫৩
ইউরিয়া	৫৩·৩৮৮	৩৩৮·০৩৯	১৮৭·৬১৮	৫৯১·৯৫০	১৮১৫·০০০
বোনামিল	৪·৪৬৮	২৮·৯৫১	—	—	—

২। যে পরিমাণ বিভিন্ন প্রকার সার বিক্রয় ও দান করা হইয়াছে তাহার বাৎসরিক হিসাব পৃথক ভাবে নিম্নে দেওয়া হইল।

সারের নাম	বাৎসরিক বিক্রয়ের পরিমাণ				
	১৯৬৮-৬৯ মে: ট:	১৯৬৯/৭০ মে: ট:	১৯৭০-৭১ মে: ট:	১৯৭১-৭২ মে: ট:	১৯৭২-৭৩ মে: ট:
ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট	৪৩৩·৯৪১	২৭৭·৪৬৭	৪৮৪·৮১২	৩৬৪·৩৩৩	২৯০·৬৭
ইউরিয়া	৩·৯৪৮	৫৫·৬২০	১২৭·৭২৫	২৮৫·৩৮০	৭৬৬·৫১০
মিউরেয়েট অফ্ পটাশ	১৫·১৪৬	১০·৪০২	৫৪·৫৯৫	৪৬·০৭২	১২৭·৬৮
সুপার ফস্‌ফেট্	১১৭·৯৫৮	৫৬·৬০০	২২০·৭২৩	১৯৭·৫০২	৯৫·৭৭
বোনামল	৭·২৩৫	৫·২৬৭	১০·৩৪৩	১৭·৪১২	৮·১৮৮
ডলোমাইট্	৫·৫৫০	২·২৪০	১·৮৪৫	৯·৯১৭	৩·৫৭৭
রক্ ফস্ ফেট্	—	—	—	—	২০৫·০৬৯

বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রকার সারের বাৎসরিক বিতরণের হিসাব।

সারের নাম	বিনামূল্যে বাৎসরিক বিতরণের পরিমাণ				
	১৯৬৮-৬৯ মে: ট:	১৯৬৯-৭০ মে: ট:	১৯৭০-৭১ মে: ট:	১৯৭১-৭২ মে: ট:	১৯৭২-৭৩ মে: ট:
ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট	৮৯·৭২০	৫১·৬৬৭	৭৪·৭৪৪	১২৭·৭৬৬	৩৮·০৭৫
ইউরিয়া	৪৯·৬০১ (৪৯·৬০১)	৫৯·২৬৫	১৭৫·৯৮৮	১৯৭·১৬৭	২০৭·০৩৭

১	২	৩	৪	৫	৬
মিউরিয়েট অফ্ পটাশ	১৭·৯২৪	২৬·১৫৯	৪৭·৮২৪	৬৩·৪০৩	৫৭·২৪১
সুপার ফসফেট	৬৮·২৮৪	৯৬·৪২০	১৬৩·০৬০	২০১·৯২০	২৪·২৯৪
বোন্-মিল	২·০৪৫	১২·৬৪৪	১০·২২৮	৫·৫৫৯	৩·১৫৫
ডলো-মাইট	—	৫·৯৫২	১৩·০৭৫	২৪·৪৪৯	৪৯·৬০৫
রক্ ফস্ফেট	—	—	—	—	৯৯·৫৬০

UNSTARRED QUESTION NO. 71

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ এর ১লা আগষ্টে মোট কত পরিমাণ ধান, চাল ও আটা রেশন হিসাবে বন্টন করা হয়েছে ?

২) ১৯৭৪ এর ১লা আগষ্ট তার সংখ্যা ও পরিমাণ কত মহকুমা ভিত্তিক হিসেব, এবং

৩) রেশন কার্ড ও রেশনের পরিমাণ যদি কম হয়ে থাকে, তার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১।৮।৭৩ তারিখে রেশন কার্ড মাধ্যমে বন্টনকৃত চাউল, ধান, গম ও আটার পরিমাণ এবং রেশন কার্ডের সংখ্যার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :—

মহকুমার নাম	রেশন কার্ড সংখ্যা	বন্টনের পরিমাণ (কেজি হিসাবে)			
		চাউল	ধান	গম	আটা
ধর্মনগর—	৪৫১	৩২৮০	—	২১৪	—
কৈলাশহর—	১২৭৩	৪৯৪০	—	৩৫৮২	—
কমলপুর—	১১৪২	১৯৮৫	—	—	২২১৪
খোয়াই—	১৪৬৭	৪৬৮১	—	৩৩৪০	—
সদর—	৭০৯৬	৬০৩৬৩	—	২০৭২৯	৮৭৩৩
সোনামূড়া—	১৯৬৬	৫০৬৯	—	১০৯৭	২৭৪৪
উদয়পুর—	১৬২৭	৫৭২০	—	৩২৪৯	—
অমরপুর—	৪৭২	২৪১১	—	—	৭২৬
বিলোনীয়া—	১৩১৯	৫৯৮৭	—	—	১২৭৭
সাব্রুম—	৬৯৮	২৯১৮	—	—	৫১০

২। ১৮,৭৪ তারিখে রেশন কার্ড মাধ্যমে বণ্টনকৃত চাউল, ধান, গম ও আটার পরিমাণ এবং রেশন কার্ডের সংখ্যার মহকুমা—ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

মহকুমার নাম	রেশন কার্ড সংখ্যা	বণ্টনের পরিমাণ (কেজি হিসাবে)			
		চাউল	ধান	গম	আটা
ধর্ম্মনগর—	১১২৪	৭৮৫৫	—	১৮৯	২৪০
কৈলাশহর—	৯৮৬	৩৫৩১	৩৯৩	৩৩৯	—
কমলপুর—	১০	—	৩৩	১৫	—
খোয়াই—	সাপ্তাহিক বন্ধের দিন				
সদর—	৭৮১৭	১১৭৮৩	৫৭৪১	৭৭৬	২৮৪৪
সোনামুড়া—	৪৪	৭৩	১২৩	২৩০	—
উদয়পুর—	১১০৯	৫৭৩৩	২৮০০	৩৩৫	—
অমরপুর—	৮১	—	১৩৮৯	—	—
বিলোনীয়া—	২৮৪	১০৯০	—	১০০	১২
সাব্রুম—	সাপ্তাহিক বন্ধের দিন				

৩) নিম্নলিখিত কারণে রেশন কার্ড মাধ্যমে বণ্টনকৃত দ্রব্য সমূহের পরিমাণ ও রেশন কার্ডের সংখ্যা কম ছিল।

(ক) ফসলের উৎপাদন ভাল হওয়ায় এবং খরাবস্থা পুনরাবৃত্তি না হওয়ায়।

খ) অধিকাংশ ন্যায্য মূল্যের দোকান সাপ্তাহিক বন্ধের দিন পালন করায়।

গ) সমস্ত কার্ড হোল্ডাররা রেশন নিতে না আসায় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কার্ড হোল্ডাররা সপ্তাহের যে কোন দিন তাদের রেশন নিতে পারেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 93

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) রাজ্য সরকারের ১ম শ্রেণীর অফিসারদের নাম ;

(যে যে পদে নিযুক্ত আছেন)

খ) ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪, ও ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত উপরোক্ত (ক) প্রত্যেক অফিসার টি,এ ও ডি,এ, বাবত কে কত টাকা গ্রহণ করিয়াছেন ?

(প্রত্যেকের নামওয়ারী)।

গ) উপরোক্ত সময়ে (খ) কোন অফিসার কতবার রাজ্যের বাহিরে কোথায় সফর করিয়াছেন ?

(প্রত্যেকের নামওয়ারী)

ঘ) উপরোক্ত সময়ে (খ) কোন অফিসার কত টাকা চিকিৎসা ভাতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন ?

(প্রত্যেকের নামওয়ারী)।

উত্তর

ক)
খ)
গ)
ঘ) } তথ্যাদি সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

ANNEXUR—I

Sl. No.	Name of department & Class I Officers with designation.	Amount drawn during the year. 1972-73 TA & DA	1972-73 Medical	1973-74 TA & DA	1973-74 Medical.	April '74.-Aug'74. TA & DA	April '74.-Aug'74. Medical	No. & Name of place visited by each Class-I Officer outside Tripura during the year. 1972-73 Place	1972-73 No. of visit.	1973-74 Place	1973-74 No. of visit.	April '74-Aug '74 Place	April '74-Aug '74 No. of visit.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.						
	EDUCATION DEPARTMENT.												
1.	Shri A. K. Das Gupta. Director nf Educatiou.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Shri M. L. Das Gupta, Principal, Tripura Engg. College.	3582.05	—	2614.85	—	1782.90	—	Rachi Calcutta New Delhi	1 5 1	Kharagpur Delhi Calcutta Imphal	1 2 1 1	Delhi	1
3.	Dr. P. R. Sen Gupta, Ex-Professor of Physics, T.E.C	1446.00	—	7937.20	275.50	—	-	Delhi	1	Germany	1	—	—
4.	Shri A. P. Joglekar, Asst. Prof., T.E.C.	1355.25	47 30	—	—	—	—	Bombay	1	—	—	—	—
5.	Dr. A. K. Misra, Prof. T.E.C.	467.10	—	—	—	—	—	Silchar Calcutta	1 1	—	—	—	—
6.	Shri M. Das, Pror. T.E.C.	—	55.40	—	103.66	—	75.75	—	—	—	—	—	—
7.	Shri S. Basuli, Prof. T.E.C.	—	125.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	Shri R. K. Datta, Asst. Prof. T E.C.	—	111.40	—	91.77	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Dr. B. R. Pardhan, Prof. T.E.C.	—	—	—	17.20	—	87.25	—	—	—	—	—	—
10.	Shri A. K. Bhattacharjee, Principal, Poly. Institute.	1360.30	23.80	611.65	—	361.20	—	Rachi Calcutta	1 2	Calcutta	1	Shillong	1
11.	Shri J. C. Paul, Head of Deptt. Poly. Institute.	121.75	—	—	—	—	563.97	Kharagpur	1	—	—	—	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12.	Shri Raj Kumar, Ex-Head of Deptt. Poly. Institute.	365.00						Delhi	1				
13.	Dr. H. L. Chatterjee, Principal, Woemen College.	1389.00	45.80	2000.00	40.25	433.80	—	Calcutta & Panaji	2	Different places of India.	1	Calcutta	1
14.	Shri G. C. Bhattacharjee, Principal, B. T. (S. T. T.) College.	626.50		1359.20		373.00		Calcutta	2	Calcutta	4	Calcutta	1
15.	Shri A. K. Bhnttacharjee, Principal, M. B. B: College.	799.00	67.00		78.50			Calcutta	3				
16.	Dr. J. B. Ganguly, Reader, M. B. B. College.	525.75	109.13	989.95	59.25	274.50		Buddha Gaya	1	Delhi 'Calcutta	1 1	Calcutta	1
17.	Shri Man Kumar Chakraborty, Reader, M. B. B. College.			405.50						Caicutta	1		
18.	Dr. Sarajit Tewa'i, Reader, M.B.B. College.	365.00	250.00	1755.00	262.00			Calcutta	1	Defferent places of India. Calcutta	1 1		
19.	Dr. S. B. Gupta, Principal, M.B.B. Evening College.	1002.10		911.60	47.70			Calcutta	3	Calcutta	3		
20.	Shri S. C. Nandy, Head of Deptt. Poly. Institute.												
21.	Shri Sukdeb Chakraborty Asst. Prof. T.E.C.												
22.	Shri P. V. Iyear, Asst. Prof. T. E. C.												
23.	Shri N. C. Paul, Work Shop Supdt., T.E.C.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PUBLIC WORKS DEPARTMENTS.													
1.	Shri T. S. Vedagiri, Chief Engineer & Secretary.	10997.10	219.00	16524.45	234.45	5053.00	336.00	Delhi, Calcutta, Bhopal & Begalore.	14 times.	Coochin, Calcutta, Bombay, Delhi, Shillong, Dacca, Kodaikanal Poona, Hydrabad.	17 time.	Calcutta Delhi, Madrass, Bhopal.	5 times
2.	Shri R. K. Roy Choudhury, Supeɾintending Engg. (Elec circle).	2483.30	510,23	5474.25	1421.40	1985.20	402.50	Shillong Calcutta & Delhi.	4 times.	Shillong Calcutta, Delhi & Madrass.	9 times.	Calcutta & Delhi.	4 times.
3.	Shri N. D. Gupta, S. W. (Elec.)	3517.85		1940.72				Gauhati, Delhi, Calcutta, Borada & Bombay.	7 times.	Calcutta	1 times.		
4.	Shri N. R. Sen Gupta S. W. (Elec.)	733.95		261.00	76.55			Gauhati	1 time.				
5.	Shri S. K. Bhattacharjee, Suptd. Engg., Gumati Project Circle.	2573.07		4215.20		850.25				Calcutta & Delhi.	2 times.		
6.	Shri S. R. Narasimhan, Executive Engineer, Mech. Division.	3259.70		599.28		374.40		Delhi Calcutta, Silchar, Badarpur, Gauhati, Dumbercherra.	8 times.	Calcutta	2 times.		
7.	Shri O. P. Goel, Superintending Engineer, Planning Circle.	3177.97	48.95	3402.34	787.51	2504.20	12.85	Delhi, Gandhi-nagar	3 times.	Calcutta, Delhi & Dacca.	6 times	Delh	1 times

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Shri O. P. Gain, Executive Engineer.	640.30	39.00	2555.35	133.25			Delhi	1	Delhi	4		
9.	Shri Gane san, Executive Engineer,	924.00		372.50				Gandhinagar	1	Shillong	1		
10.	Shri S. G. Balasubramanium Evecutive Engineer.	338.00	41.60	274.00				Calcutta	1	Calcutta	1		
11.	Shri K. A. Ramrakhyani, Executive Engineer.				126.00								
12.	Shri B. K. Nandy. Executive Engineer, Agartala, Div. 1,			2662.90		983.55				Calcutta & Delhi.	5	Calcutta	2
13.	Shri M. R. Deb Barman, Executive Engineer, Elec. Division I.			1370.00		419.30				Calcutta	4	Calcutta	1
14.	Shri T. K. Deb Barman, Architect.	262.76		3271.00		1777.00		Calcutta	1	Sreenagar, Delhi & Calcutta.	7	Delhi & Calcutta.	2
15.	Shri R. Datta, Executive Engineer, Paper Mill Divn.			413.70		318.00		Calcutta	1				
16.	Shri D. Roy, Executive Engineer, Ambassa Divn.	493.25		1072.60		47.50							
17.	Shri J. P. Singhal, Executive Engineer, Northern Division, Dharmanagar.	737.65	54.40	1679.51		1300.00		Hapur (Home town).	1	Hapur (Home town).	1	Hapur (Home town).	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PUBLIC WORKS DEPTT. (CONTD.)												
18.	Shri J. M. Lal, Executive Engineer. Kumarghat Divn.	1710.65	205.55	3165.37	—	—	—	Muzaffar nagar	1	Muzaffar nagar	1	—	—
19.	Shri J. N. Sondhi, Executive Engineer.	2337.11	25.70	1063.40	—	728.60	—	Delhi	2	Delhi	2	Delhi	2
20.	Shri B. C. Saha, Executive Engineer, Teliamura Divn.	108.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	Shri D. C. Debnath, Superintending Engineer, Ist Circle Agartala.	759.00	—	316.65	91.00	472.88	—	—	—	—	—	—	—
22.	Shri N. Veerabadhu, Superintending Engineer.	1998.60	529.40	806.70	668.50	137.65	129.60	—	—	—	—	—	—
23.	Shri S. D. Chatterjee, Executive Engineer.	—	—	390.00	—	185.30	—	—	—	Durgapur	1	Durgapur	—
24.	Shri T. R. Chatterjee, Executive Engineer.	611.00	—	1397.00	42.00	467.00	—	—	—	—	—	—	—
25.	Shri D. K. Das, Executive Engineer.	245.00	—	318.00	—	—	438.00	—	—	—	—	—	—
26.	Shri P. K. Biswas, Executive Engineer, Elec. Divn. III.	—	—	—	—	80.64	—	—	—	—	—	—	—
27.	Shri R.K. Mandal, Executive Engineer, Minor Irrigation Divn.	366.90	—	222.70	—	85.30	—	—	—	—	—	—	—
28.	Shri P. C. Majumder, Executive Engineer, Ground Water Divn.	—	—	—	—	—	12.00	—	—	—	—	—	—
29.	Shri D. R. Sircar, Executive, Amarpur, Divn.	1016.20	—	1280.30	—	83.10	—	—	—	—	—	—	—
30.	Shri R. V. Godbole, Executive Engineer.	392.35	—	406.73	—	49.35	—	—	—	—	—	—	—
31.	Shri A. S. Murthy, Asstt. Executive Engineer.	—	—	235.00	—	—	—	—	—	Calcutta	1	—	—
32.	Shri V. M. Chandrasekhar, Executive Engineer.	450.97	—	547.01	—	180.74	—	—	—	—	—	—	—
33.	Shri V. K. Gupta, Asstt. Executive Engineer.	42.00	—	265.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	Shri N. K. Sinha, Superintending Engineer.	1670.60	—	432.95	—	162.30	—	Delhi	—	2	—	—	—
35.	Shri D. K. Basu, Executive Engineer.	—	—	1957.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36.	Shri S. M. Das, Executive Engineer.	—	71.00	---	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.	Shri C. R. Bhattacharjee, Officer on Special Duty.	6060.45	—	2753.05	—	—	—	Delhi Calcutta	1	Delhi Calcutta	3	—	—
38.	Shri N. K. Dutta, Executive Engineer.	1372.00	—	763.00	—	—	—	Gauhati Calcutta Kulki	4	Calcutta	1	—	—
39.	Shri Dilip Roy. Executive Engineer.	1266.20	—	1510 85	92.25	289.40	—	Delhi Jaipur Calcutta	3	Kalkalighat Badarpur Durove-cherra Karimganj Silchar	22	Badarpur Karimganj Silchar Meharpur	5
40.	Shri N. Sachidananda, Superintending Engineer.	4328.35	—	—	—	—	—	Delhi Bengalore	3	—	—	—	—
41.	Shri C. R. Choudhury, Executive Engineer.	—	90.97	125.30	36.00	—	—	—	—	—	—	—	—
42.	Shri N. S. Nag, Ex. Engineer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43.	Shri M. K. Das, Ex. Engineer.	—	49.65	266.55	580.88	566.24	—	Srimangal (Sylhet)	1	Delhi	1	—	—
44.	Shri P.'L. Ganguly, Executive Engineer.	1655.10	—	1405.30	—	—	—	Bombry	1	Delhi	2	—	—

ANNEXURE—I

Sl. No.	Name of Class I Officer with designation.	Amount drawn during the year 1972-73. T. A. & D.A.	Medical	1973-74. T. A. & D. A.	Medical	April '74-Aug '74. T. A. & D. A.	Medical	No. & Name of place visited by each Class I Officer outside Tripura during the year. 1972-73 Place	No. of visit	1973-74 Place	No. of visit	April '74-Aug '74 Place	No. of visit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.						
	HEALTH & FAMILY PLANNING DEPARTMENT.												
1.	Dr. U. N. Roy, G.D,O Gr. I	776.55	34.45	449.10	—	181.80	—	—	—	—	—	—	—
2.	Dr. N. B. Seal, -do-	506.75	50.40	—	252.55	—	120.00	—	—	Calcutta	2	—	—
3.	Dr. Krisham Mohan Orth, Surgeon	4,370.80	—	4,869.19	—	491.55	—	Calcutta Delhi —	3 2	Bombay Delhi Calcutta	1 1 1	Calcutta — —	1
4.	Dr. P. K. Roy Choudhury, GDO-I	184.93	—	275.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	Dr. Subhir Bhattacharyya, -do-	460.40	—	—	—	1291.24	—	—	—	—	—	Calcutta	1
6.	Dr. R. M. Banik, GDO-I	652.80	50.40	755.60	—	—	—	Calcutta	2	Calcutta	2	—	—
7.	Dr. S. K. Das -do-	296.97	48.10	241·14	28.70	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	Dr. K. P. Paul -do-	245.15	—	70.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Dr. S. Deb, -do-	292.50	—	127.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	Dr. M. K. Roychoudhury. -do-	573.40	—	104.50	—	—	24.60	—	—	—	—	—	—
11.	Dr. C. Acharyya, Eye Specialist.	997.10	—	100.25	31.40	—	—	Calcutta	2	—	—	—	—
12.	Dr. N, Dev Barman, GDO-I	127.17	185.27	780.00	108.70	—	—	—	—	Madras	1	—	—
13.	Dr. S. Basu, GDO-I	312.00	—	—	—	—	—	Calcutta	1	—	—	—	—
14.	Dr. R. Dutta, Med. Supdt.	625.25	—	857.50	140.85	—	97.60	Calcutta Shillong	1 1	Tribrimum	1	—	—
15.	Dr. K. C. Shil, ENT Specialist.	308.00	—	709.32	—	—	—	Calcutta	1	Delhi	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	HEALTH & FAMILY PLANNING DEPTT. (CONTD) :												
16.	Dr. S. Duttachoudhury, GDO-I	293.60	—	204.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	Dr. C. C. Saha, -do-	812.76	—	657.52	—	—	—	Calcutta	1	—	—	—	—
18.	Dr. (Mrs) V. Awasthi -do-	631.40	—	—	—	—	—	Delhi	1	—	—	—	—
19.	Dr. B. Chatterjee, -do-	367.50	—	—	503.95	—	—	Delhi	1	—	—	—	—
20.	Dr. D. N. Choudhury, Anaesthetic Specialist.	999.00	—	—	—	—	160.45	Calcutta	1	—	—	—	—
21.	Dr. L. D. Kundu, GDO-I	147.37	—	516.60	—	512.28	—	—	—	—	—	Calcutta	1
22.	Dr. S. P. Laha, -do-	805.14	—	1396.37	—	—	—	Calcutta	1	Calcutta	1	—	—
23.	Dr. H. P. Das, -do-	42.72	—	539.40	—	—	—	—	—	Calcutta	1	—	—
24.	Dr. N. M. Chakraborty, -do-	1636.36	—	1426.16	—	408.60	—	Delhi	2	Delhi-Cal-Bangladesh	3	Gauhati	1
25.	Dr. A. C. Tarafdar, -do-	—	—	—	30.20	1352.84	—	—	—	—	—	Calcutta	1
26.	Dr. S. C. Basak, Gyno.	—	—	42.00	—	667.45	—	—	—	—	—	Calcutta	1
27.	Dr. (Mrs) Pushpa Dey, GDO-I	—	—	573.40	2337.93	—	—	—	—	—	—	Calcutta	1
28.	Dr. G. C. Chakraborty, -do-	—	7.75	817.80	162.40	—	91.65	—	—	Calcutta	1	—	—
29.	Dr. K. A. Mannan, -do-	—	—	—	—	13.45	—	—	—	—	—	—	—
30.	Dr. S. B. Dutta, -do-	—	84.20	147.20	475.00	129.30	—	—	—	—	—	—	—
31	Shri S. H. Merchant, (D.L.C)	—	—	945.00	—	7.00	—	—	—	Calcutta	3	—	—
32,	Shri P. K. Roy (Public Analyst)	—	—	1552.93	—	—	127.85	—	—	Calcutta	1	—	—
33.	Dr. S. R. Ghosh, GDO-I.	—	—	861.40	—	—	—	—	—	Calcutta	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	Dr. S. N. Wadder, GDO—I.	—	—	824.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	„ H. S. Roychoudhury, GDO—I.	—	—	1108.30	895.60	—	—	—	—	Calcutta	1	—	—
36.	„ P. C. Dasgupta, GDO—I.	—	71 31	761.85	—	381.50	—	—	—	Banarash	1	Calcutta	1
37.	„ H. B. Barua, Radiologist.	—	—	663.55	—	—	65.10	—	—	Siliguri	1	—	—
38.	„ A. M. Majumder, Physician.	—	56.00	—	—	996.40	307.70	—	—	—	—	Calcutta	1
39.	„ R. C. Paul, GDO—I.	—	—	2009.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.	„ Sujit Dey, GDO—I.	—	—	152.60	—	—	—	—	—	Calcutta	1	—	—
41.	„ G. Raman, D. H. S.	4299.55	—	5593 20	—	2129.30	—	Delhi Bhubaneswar	1 1	Delhi Calcutta Shillong Mysore	3 1 1 1	Mysore	1
42.	„ A. Sengupta, D. D. H. S.	3561.00	123.86	1840.10	219.96	2804.80	26.25	Delhi	3	Calcutta Delhi	1 2	Delhi	2
43.	„ S. R. Choudhury, M. M. O.	1390.20	—	545.95	—	632.60	—	Comilla Calcutta	1 1	Calcutta	1	—	—
44.	„ A. K. Biswas, Psychiatrist.												
45.	„ D. L. Roy, G.D.O—I		220.25										
46.	„ S. B. Paul, -do-				47.80								
47.	„ H. C Kar, -do-												
48.	„ B. R. Bhattacharjya. G.D.O—I.												
49.	„ K. M. Paul, G.D.O—I.												
50.	„ C. R. Deb, -do-												
51.	„ A. Majumder, -do-				205.25								
52.	„ P. N. Roy, -do-				91.90								
53.	„ M. P. Bhowmik, G.D.O—I.												
54.	„ Bikash Roy, G.D.O—I.												
55.	„ K. L. Roy, -do-												
56.	„ P. C. Dasgupta, -do-												
57.	„ (Miss) Nihar Dey, (MPO) Gyno.		9001.36		1498.90								
58.	„ (Mrs) A. Bose, GDO—I.												
59.	„ („) L. Bose, -do-												

ANNEXURE—'I'

Sl. No.	Name of Department / Name of Class I Officer with Designation	Amount drawn during the year 1972-73 T.A. & D.A.	1972-73 Medical	1973-74 T.A. & D.A.	1973-74 Medical	April '74-Aug '74. T.A. & D.A.	April '74-Aug '74. Medical	No. & Name of Place visited by each Class I Officer outside Tripura during the year. 1972-73 Place	1972-73 No. of visit.	1973-74 Place	1973-74 No. of visit.	Apr. '74--Aug. '74. Place	Apr. '74--Aug. '74. No. of visit.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	POLICE DEPARTMENT.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs	Rs.						
1.	Shri B. R. Sur Inspector General of Police.	133.85	—	8553.40	—	4013.70	394.47	Delhi Calcutta	—	Gauhati Shillong	—	—	—
2,	Shri S. P. Mehta. Asstt. I. G. of Police.	—	—	1161.60	39.45	381.90	62.12	—	—	Gauhati Shillong Delhi		—	—
3.	Shri B. J. K. Tampi, Supdt. of Police, West.	2968.74	—	1198.85	58.97	75.25	—	—	—	Comilla	1	—	—
4.	Shri C. Das Gupta, Supdt. of Police. South.	2272.40	224.54	2042.95	752.15	518.35	109.35	—	—	Delhi		—	—
5.	Shri B. L. Vohra. Supdt. of Police, CID.	—	—	1850.20	103.06	1889.10	39.74	—	—	Delhi Calcutta	-	Delhi Calcutta	
6.	Shri K. S. Subramanian Supdt. of Police, CID. (On Study leave).	1405.10	68 01	—	—	—	—	Delhi		—		—	—
7.	Shri R. Das, Prncipal, PTC.	—	—	2540.10	—	3500.00	—	—	—	Mt. Abu	1	—	—
8.	Shri S. K. Chatterjee Supdt. of Police,	—	—	171.60	33.27	600.20	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.						
	POLICE DEPARTMENT (CONTD.)												
9	Shri A. K. Roy, Supdt. of Police. (Enforcement).	—	—	—	—	800.00	—	—	—	—	—	—	—
0.	Shri Priya Ranjan Commandant, TAP Bn.	—	—	6[illegible]4.30	85.05	—	249.09	—	—	—	—	—	—
11.	Shri N. Gan Choudhury Addl. S. P., S. B.	1995.25	—	1185.00	—	547.95	—	Bengalore Calcutta Delhi	—	Delhi Calcutta Orissa	—	—	—
	ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT.												
1.	Shri M. Sen Gupta, Director of Animal Husbandry.	—	—	1857.00	—	1380.00	—	—	—	Shillong Calcutta	3 4	Shillong Calcutta Delhi	1 2 1
	STATISTICAL DEPARTMENT.												
1.	Shri J. Saha, Sr. Statistical Officer.	623.10	65.75	3473.30	149.23	—	184.05	Delhi	1	Shillong Delhi Lucknow Utkamand	1 2 1 1	—	—
	DISTRICT & SESSIONS JUDGE'S OFFICE.												
1.	Shri S B. Laskar, Distt. & Sessions Judge.	—	—	86.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Shri S. M. Ali. Addl. District & Sessions Judge.	34.25	23.75	—	423.35	136.75	41.94	—	—	—	—	—	—

1	2 3 4	5	6	7	6	9	10	9	10	11	12	13	14
	CIVIL SECRETARIAT.												
1	Shri V. P. Singhal Chief Secretary	3875.80	1242.40	11923.00	3051.20	3644.00	1625,10	Delhi Calcutta Bombay Lucknow	5 2 1 2	Delhi Calcutta	8 2	Delhi Caleutta	5 4
2.	Shrl Singha Development Commi-ssioner-Cum-Secretary.	1670.00	—	6010.00	—	3008.50	—	Delhi Calcutta Shillong	2 2 1	Delhi Calcutta	5 5	Delhi Calcutta	1 5
3.	Shri K. D. Menon Commissioner of Reve-nue, L. R. & Taxes & Secretery.	—	--	3901.01	—	4015.05	-	—	—	Delhi Calcutta	3 1	Delhi Shillong Imphal	4 1 1
4.	Shri S. K. Ghatak. Secretary.	276.00	—	5712,50	48 35	4107.80	150,05	Calcutta	1	Delhi Calcutta Imphal	2 4 1	Deloi Calcutta Shillong	1 1 2
5.	Shri D. N. Barua, Secretaro.	2380·00	47.25	2822.40	—	1600,00	—	Delhi	3	Delhi Calcutta Gauhati	1 5 1	Delhi Calcutta	1 1
6.	Shri S. Chakraborty Secretary, Law.	1668.60	177.85	4341.55	—	3580.80	—	Delhi Shillong	2 1	Delhi Calcutta Imphal	2 4 1	Delhi Calcutta Shillong	2 1 2
7.	Shri K. P. Chakraborty, Joint Secretaıy.	—	—	1460.35	2296.55	—	1153.95	—	—	Delhi Calcutta	1 2	—	—

1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(CIVIL SECRETARIAT (CONTD.)												
8.	Shri C. S. Samal Joint Secretary.	—	—	420.00	—	657.70	—	—	—	Calcutta	2	Gauhati	1
9.	Shri H. Ghosh, Deputy Secretary.	1471.75	91.05	1965.20	369.54	—	102,80	Delhi Calcutta	1 1	Delhi Calcutta	1 1	—	—
10.	Shri C. R. Paul. Director of Vigelance.	727.85	—	—	—	500.00	—	Delhi	1	—	—	Calcutta	1
11.	Shri S. Sarkar, Deputy Secretary	1474.95	—	5193.60	—	—	—	Calcutta	1	Delhi Mossoree	1 1	—	—
	TRIBAL WELFARE DEPARTMENT.												
1.	Shri S. B. K. Dev Varma, Director of Tribal Welfare.	—	—	124.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PUBLIC SERVICE COMMISSION.												
1.	Shri I. K. Roy, Chairman, TPSC.	—	—	1346.40	827.60	1343.00	351.56	—	—	Calcutta	2	Calcutta	4
2.	Shri H. K. Deb Barma, Member, TPSC.	—	—	522.00	—	819.40	—	—	—	—	—	Calcutta	3
3.	Shri S. K. Choudhury, Deputy Secretary, TPSC.	993.60	—	1094.95	61.40	35.00	26,70	Shillong	1	Calcutta	2	Calcutta	1
	CO-OPERATIVE DEPARTMENT.												
1.	Shri S. R. Chakraborty, Registrar of Co-operative Societies.	2238.19	—	2350.22	—	2107.80	—	Delhi Shillong Gauhati Puri	2 1 2 1	Delhi — — —	2 — — —	Calcutta Delhi Gauhati —	3 1 1 —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DEPARTMENT OF PANCHCYAT RAJ.												
1.	Shri R. N. Bhattacharjee, Director of Panchayat.	1714.15	—	2006.25	74.70	210.00	—	—	—	—	—	—	—
	DEVELOPMENS (C. D) DEPTT. R. W. S. ENGG. DIVISION.												
1.	Shri A. K. Sen, Executive Engineer.												
	FOOD & CIVIL SUPPLY DEPTT.												
1.	Shri H. Mukerjee, Director of Food.	2567.70	137.20	3625.00	263.20	1786.15	121.25	—	—	Delhi	1	Delhi Calcutta	1 1
	DIRECTORATE OF SETTLEMENT & LAND RECORDS.												
1.	Shri R. Sankar Narayan, Director of Settlement & L. R.	2191.65	70.25	4153.40	53.35	1567.25	—	Mysore Calcutta Dacca	1 2 1	Hydrabad Delhi	1 3	Delhi	1
	AGRI. DEPARTMENT.												
1.	Shri M. Sarker, Director of Agriculture.	1339.62	296.93	4820.04	79.95	2245.15	—	-		Delhi Calcutta	4 2	Shillong Delhi	3 2
2.	Shri A. K. Deb Barma, Ex-Engineer.	—	—	—	—	—	—			Shillong Calcutta	1 1	—	—
	FOREST DEPARTMENT.												
1.	Shri A. K. Ghosh. Conservator of Forests.	4639.49	17.25	7946.25	654.08	1662.05	—	Delhi	3	Delhi Lucknow Kajiraaga (Assam)	6 1 1	Dhuliajan Gauhati Delhi	1 1 1
2.	Shri R. N. Chakraborty, Dy-Conservator of Forests.	2727.90	—	1154.85	34.00	1253.85	—	Calcutta Dhenadnn	1 1	Calcutta Delhi	3 1	—	—
3.	Shri D. Nag, Deputy Conseevator of Forests.	1808,58	384.86	1196.10	—	1187.15	—			Delhi	1		

1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.						
	C. M. SECRETARIAT.												
1.	Shri K. P. Dutta, Spl. Officer to C. M.	4674.55	—	15505.30	—	4667.90	419.50	Calcutta Delhi	3 4	Calcutta Delhi	3 10	Calcutta Delhi	4 2
	DISTRICT ADMINIST-RATION.												
1.	Shri R. N. Chakraborty, D. M. (South).	—	—	1995.10	—	1060.70	—	—	—	—	—	Mussoorie	1
2.	Shri N. P. Nawani, D. M. (North).	1040.45	—	8784.75	21.10	1721.25	160.30	Delhi	2	—	—	—	—
3.	Shri Ajoy Singha, D.M. (West).	—	—	2114.35	—	487.00	—	—	—	Dwinazpur	1	—	—
4.	Shri Naresh Chandra. A. D. M.	850,00	—	8065.00	67.68	199.45	131.33	—	—	Mussoorie Delhi Calcutta	1 1 1	—	—
	INDUSTRY DEPARTMENT.												
1.	Shri R. P. Sen Gupta, Director of Industries.	2467.25	307.75	991.30	422.10	2221.20	161.25	Calcutta Delhi	2 2	Calcutta Delhi Shillong Jamshedpur	3 6 1 1	Calcutta Delhi Bhubensewar Patna	2 1 1 1
2.	Shri C. R. Bhattacharjee, O.S.D., Projects.	—	—	5592.40	209.15	2266.10	—			Calcutta Delhi Gauhati	7 4 1	Calcutta Delhi	2 1

UNSTARRED QUESTION NO. 76

By

1) Shri Nripendra Chakraborty 2) Shri Sudhanwa Deb Barma
3) Shri Samar Choudhury 4) Shri Naresh Chandra Roy
5) Shri Subal Chandra Biswas 6) Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩-৭৩ এবং ৭৪ এর জুন পর্য্যন্ত মোট কতজন নুতন লোক সরকারী কাজে নিযুক্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কতজন তপশীলি উপজাতী ও তপশীলি জাতীর অন্তর্ভুক্ত-তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

২। এই সংখ্যা তাদের চাকুরীর কোটা অনুযায়ী না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৭২, ৭৩ এবং ৭৪ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত মোট ৪৬৫৩ জন নুতন লোক সরকারী কাজে নিযুক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে কতজন তপশীলি উপজাতি ও তপশীলি জাতির অন্তর্ভূক্ততার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল।

২। তপশীলি উপজাতি ও তপশীলি জাতির সংরক্ষিত আসন সংখ্যা পূরণ না হওয়ার বিশেস বিশেষ কারণগুলি নিয়ে দেওয়া হইল —

ক) পদোন্নতির ক্ষেত্রে নিয়োগ বিধি অনুযায়ী চাকুরীর প্রাচীনত্বের ভিত্তিতে যোগ্য ব্যক্তি-দের নিযুক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় তপশীলি উপজাতি ও তপশীলি জাতির প্রার্থী-নিজ নিজ বিভাগে চাকুরীর প্রাচীনত্ব না থাকিলে সাধারণত পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না।

খ) সংরক্ষিত আসনে তপশীলি উপজাতি ও তপশীলি জাতির কোন যোগ্য লোক না পাওয়া গেলে পরবর্তী তিন বৎসর পর্যন্ত আসনগুলির জের টানা হইয়া থাকে তারপর সংরক্ষিত আসনগুলি বাতিল বলিয়া গণ্য হয়।

গ) কোন কোন বিভাগে পদগুলি অন্যান্য বিভাগের (যথা সাহায্য ও পুনর্বাসন এবং জরীপ ও বন্দোবস্ত ইত্যাদি বিভাগ) উদ্বৃত্ত কর্মচারীর দ্বারা সরকারের নির্দেশানুযায়ী পূরন করা হইয়াছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনের কোটা অনুসরন করা সম্ভব হয় নাই। তবে সরাসরী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনের কোটা যথা যোগ্য বিবে-চিত হইয়াছে।

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF PERSONS (SCHEDULED TRIBES, SCHEDULED CASTES AND OTHERS) RECRUITED DURING 1972, 1973 & 1974 (UPTO JUNE).

Sl. No.	Name of Sub-Division	1972 Sch. Castes	1972 Sch. Tribes	1972 Others	1972 Total	1973 Sch. Castes	1973 Sch. Tribes	1973 Others	1973 Total	1974 (Upto June) Sch. Castes	1974 (Upto June) Sch. Tribes	1974 (Upto June) Others	1974 (Upto June) Total	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Sadar	81	212	503	804	114	254	949	1317	54	73	581	708	
2.	Khowai	9	26	39	74	14	22	57	93	6	9	35	50	
3.	Kamalpur	12	12	38	68	16	8	52	76	1	7	27	35	
4,	Kailashahar	8	17	44	69	17	14	116	147	11	3	65	79	
5.	Dharmanagar	10	12	66	88	24	27	78	102	4	15	71	90	
6.	Sonamura	9	11	36	56	14	92	50	86	2	2	25	29	
7.	Udaipur	10	11	88	109	19	17	157	193	7	8	60	75	
8,	Belonia	7	8	13	28	4	6	72	82	9	4	32	45	
9.	Subroom	4	7	15	26	5	6	29	44	2	4	17	23	
10.	Amarpur	6	5	12	23	5	5	11	21	4	1	14	19	
	TOTAL :	156	326	854	1336	212	381	4571	2164	100	126	927	1153	

1) Total number of persons recruited during—	1972—	1336
2) ,, ,, ,, ,, ,, ,,	1973—	2164
3) ,, ,, ,, ,, ,, ,,	1974— (Up to june)	1153
TOTAL :		4653

UNSTARRED QUESTION NO. 23
By Sri Subal Ch. Biswas

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Depaatment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তপশিলীভুক্ত জাতিগুলির কত পরিবার ভূমিহীন এবং গৃহহীন আছে।

২। বিগত ১৯৭১—৭২, ১৯৭২—৭৩ এবং ১৯৭৩—৭৪ ইং কত পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

৩। বাকী তপশিলী ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। তপশিলভুক্ত ভূমিহীনদের-সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ২৩৭৩ পরিবার বটে।

২। পুনর্বাসনপ্রাপ্ত তপশিলী পরিবারের সংখ্যা আর্থিক বৎসর ভিত্তিক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আর্থিক বৎসর	পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	
১৯৭১-৭২	৪৮২	পরিবার
১৯৭২-৭৩	১১২	,,
১৯৭৩-৭৪	১৪৭	,,
মোট	৭৪১	পরিবার

৩। পুনর্বাসন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 67
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর উত্তরাঞ্চল মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত বামুটিয়া মৌজায় ১৯৭২-৭৩ ইং সনে গাঁও পঞ্চায়েত ও প্রধানের অগোচরে মধুমঙ্গল দত্তের মাধ্যমে কতটি ওভারফ্লো কনট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে তাহার নামের তালিকা জানাইবেন কি ; এবং

২) কোথায় কোথায় বসানো হইয়াছে এবং তাহার আর্থিক পরিমাণ বা কত ?

উত্তর

১) ও ২) ১৯৭২-৭৩ ইং সনে বামুটিয়া মৌজায় ওভার ফ্লো ও ওয়েল বসানোর ব্যাপারে গাঁও পঞ্চায়েতের সঙ্গে মৌখিক আলোচনাক্রমে গোছামুড়া নিবাসী সঙ্গমবাবু দত্তের পুত্র মধুমঙ্গল দত্তকে মজুরের ঠিকাদার হিসাবে ২০টি লোহার পাইপের ওভারফ্লো এবং ১ শত ২৯টি বাঁশের ওভারফ্লো বসানোর কাজ দেওয়া হয়। তাহার মারফৎ কোন্ কোন্ কৃষকের কতটি ওভারফ্লো কোথায় কোথায় বসানো হইয়াছে এবং তাহার জন্য প্রত্যেক কৃষকের ক্ষেত্রে মোট আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ কত তাহার একটি তালিকা এতদ্সঙ্গে যুক্ত করা হইল।

১৯৭২-৭৩ইং সনে মোহনপুর ব্লকের বামুটিয়া মৌজায় শ্রীমধুমঙ্গল দত্তের মারফত বসানো ওভারফ্লো ওয়েলের তালিকা :—

ক্রমিক নং	কৃষকের নাম	লোহার পাইপের ওভার ফ্লোর সংখ্যা	বাঁশের পাইপের ওভারফ্লোর সংখ্যা	যে স্থানে বসানো হইয়াছে	মোট ব্যয়ের আর্থিক পরিমাণ
১)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল দত্ত	১	—	গোছামুড়া	৪৬৭·২৭
২)	,, নন্দ কিশোর দত্ত	১	১	ঐ	৪৬৩·২৭
৩)	,, সারদাকান্ত দত্ত	১	—	ঐ	৪২৭·০০
৪)	,, কৃষ্ণমণি দত্ত	—	১	ঐ	৬৮·০০
৫)	,, গোলাব দত্ত	—	১	ঐ	৬০·০০
৬)	,, মহেন্দ্র দত্ত	—	২	ঐ	১৩৪·৪০
৭)	,, শশীকুমার দত্ত	—	১	ঐ	৬৮·০০
৮)	,, মনীমোহন দত্ত	—	১	ঐ	৬৪·০০
৯)	,, কামিনী দত্ত	—	১	ঐ	৬৪·৬০
১০)	,, নরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	—	১	ঐ	৬০·০০
১১)	,, অম্বিকাচরণ দত্ত	—	১	ঐ	৬০·০০
১২)	,, মধুমঙ্গল দত্ত	—	১	ঐ	৭০·৪০
১৩)	,, হরিকুমার দত্ত	—	১	ঐ	৬৪·০০
১৪)	,, জয়বাবু দত্ত	—	২	ঐ	১১৬·০০
১৫)	,, কুলজিৎ দত্ত	—	১	ঐ	৬০·০০
১৬)	,, রমেশচন্দ্র রায়	—	১	ঐ	৬৪·০০
১৭)	,, কামাখ্যা দেব	—	১	ঐ	৬০·০০
১৮)	,, দামোধর দত্ত	—	১	ঐ	৬৮·০০
১৯)	,, যোগেশচন্দ্র পাল	—	১	ঐ	৬৪·০০
২০)	,, ননীগোপাল পাল	—	১	ঐ	৫৬·০০
২১)	,, বীরেশ্বর গাঙ্গুলী	—	১	ঐ	৬০·০০
২২)	,, বসন্তকুমার দত্ত	১	—	সোনাতলা	৪৯৭·৭৭
২৩)	,, মনী দত্ত	১	১	ঐ	৪৪৯·০০
২৪)	বীরচাঁদ দত্ত	১	—	ঐ	৩৮৫·০০
২৫)	সোনাচাঁদ দত্ত	১	—	বাঙ্গুটিয়া	৪৩৫·২৭
২৬)	,, যোগেশ দেবনাথ	১	—	ঐ	৫২৯·৭৭
২৭)	,, শীতলচন্দ্র দত্ত	১	—	ঐ	৪০৩·২৭
২৮)	,, মুরারী মল্লিক	১	—	ঐ	৪৯৭·৭৭
২৯)	,, গোপাল দত্ত	১	—	ঐ	৪৯৭·৭৭
৩০)	,, কুঞ্জেশ্বর দত্ত	১	—	ঐ	৩৮৫·০০
৩১)	,, গোপাল মল্লিক	১	—	ঐ	৫২৯·৭৭
৩২)	শ্রীনরেশচন্দ্র দাস	১	—	বেরীমুড়া	৪৯৭·৭৭
৩৩)	,, ললিত সেন	১	—	ঐ	৩৮৫·০০
৩৪)	,, বনমালী সরকার	১	—	জলীলপুর	৪৩৫·২৭

ক্রমিক নং	কৃষকের নাম	লোহার পাইপের ওভার ফ্লোর সংখ্যা	বাঁশের পাইপের ওভার ফ্লোর সংখ্যা	যে স্থানে বসানো হইয়াছে	মোট ব্যয়ের আর্থিক পরিমাণ
৩৫)	,, কৃষ্ণমোহন দত্ত	১	--	বরজুশ	৫২৯.৭৭
৩৬)	,, রূপচান্দ সরকার	১	—	ঐ	৪৯১·৭৭
৩৭)	,, ফুলকিশোর সরকার	১	—	ঐ	৫ ৯·৭৭
৩৮)	,, রাসবিহারী দত্ত	১	—	ঐ	৪৯১·৭৭
৩৯)	,, যুগল কিশোর দত্ত	—	১	গোছামুড়া	৬৮·০০
৪০)	,, সুবোধচন্দ্র পাল	—	১	ঐ	৫৬·০০
৪১)	,, নীলমনি দত্ত	—	১	ঐ	৫৬·০০
৪২)	,, মদন দত্ত	—	১	ঐ	৬৪·০০
৪৩)	,, মগন দত্ত	—	১	ঐ	৬৮·০০
৪৪)	,, উপেন্দ্রচন্দ্র দাস	—	১	ঐ	৬২·৪০
৪৫)	,, ধনঞ্জয় দত্ত	—	১	সোনাতলা	৭২·০০
৪৬)	,, বীরেন্দ্র সরকার	—	১	ভোগজুর	৬৪·০০
৪৭)	,, শরাদৃত্ত দত্ত	—	১	বেরীমুড়া	৬৪·০০
৪৮)	,, সূর্য্যকান্ত সূত্রধর	—	১	ঐ	৬০·০০
৪৯)	,, সতীশ সূত্রধর	—	১	ঐ	৬০·০০
৫০)	,, চন্দ্রমোহন সূত্রধর	—	১	ঐ	৫৬·০০
৫১)	,, রোহিনীকুমার দত্ত	—	১	ভোগজুর	৬৮·০০
৫২)	,, যতীন্দ্র দত্ত	—	১	ঐ	৬৪·০০
৫৩)	,, কৃপাশঙ্কর দত্ত	—	১	ঐ	৬৪·০০
৫৪)	,, নবীনচন্দ্র দত্ত	—	১	ঐ	৬৮·০০
৫৫)	,, সুভাষচন্দ্র দত্ত	—	২	ঐ	১২০·০০
৫৬)	,, খেলেন্দ্র দত্ত	—	১	ঐ	৬৪·০০
৫৭)	,, হরিধন দেব	—	২	জলালপুর	১৩০·৪০
৫৮)	,, দেবেন্দ্র দেব	—	২	ঐ	১২৮·৮০
৫৯)	,, মনীন্দ্র বিশ্বাস	—	১	ঐ	৬৪·০০
৬০)	শ্রীমতি তারলতন্বী দেবী	—	২	গোছামুড়া	১১২·৮০
৬১)	,, হেমতারাণী দেব	—	১	জলালপুর	৬৬·৪০
৬২)	,, অনন্তবালা দেব	—	১	ঐ	৬৪·০০
৬৩)	শ্রীসুকুমার সরকার	—	২	ঐ	১২৪·০০
৬৪)	,, প্যারী চরণ বিশ্বাস	—	১	ঐ	৬৪·০০
৬৫)	শ্রী ঠাকুর চরণ সরকার	—	১	জলালপুর	৭২.০০
৬৬)	,, সত্যেন্দ্র চন্দ্র পাল	—	২	ঐ	৯৪.৪০

ক্রমিক নং	কৃষকের নাম	লোহার পাইপের ওভার ফ্লোর সংখ্যা	বাঁশের পাইপের ওভার ফ্লোর সংখ্যা	যে স্থানে বসানো হইয়াছে	মোট ব্যয়ের আর্থিক পরিমাণ
৬৭)	,, হরিদাস বিশ্বাস	—	১	জলীলপুর	৬৫.৬০
৬৮)	,, শ্রীনিবাস বিশ্বাস	—	১	ঐ	৬৮.০০
৬৯)	,, প্রমোদ চন্দ্র দেব	—	২	ঐ	১২৮.৮০
৭০)	,, সন্তোস চন্দ্র দেব	—	১	ঐ	৬৪.০০
৭১)	,, ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেব	—	১	ঐ	৬৮.০০
৭২)	,, বিনোদ সরকার	—	১	ঐ	৬৪.০০
৭৩)	,, গোকুল চন্দ্র সরকার	—	১	ঐ	৬৮.০০
৭৪)	,, চন্দ্র শেখর দেব	—	২	ঐ	১২৪.০০
৭৫)	,, সুবল চন্দ্র দত্ত	—	১	ঐ	৬৫.৬০
৭৬)	,, যামিনী মজুমদার	—	২	ঐ	১৩২.০০
৭৭)	,, সুরেন্দ্র চন্দ্র দেব	—	২	ঐ	১২৯.৬০
৭৮)	,, নন্দলাল সরকার	—	২	ঐ	১২৪.৮০
৭৯)	,, রাজমোহন সরকার	—	১	ঐ	৬৮.০০
৮০)	,, প্যারীমোহন সরকার	—	১	ঐ	৫২.৮০
৮১)	,, বিপ্লব সরকার	—	১	ঐ	৫২.৮০
৮২)	,, সুরেন্দ্র কাপালী	—	১	ঐ	৫১.২০
৮৩)	,, বিশ্বনাথ সরকার	—	১	ঐ	৫২.৮০
৮৪)	,, মনমোহন দেব	—	১	ঐ	৫২.৮০
৮৫)	,, মনীন্দ্র চন্দ্র দেব	—	১	ঐ	৫২.০০
৮৬)	,, নদীয়া চান্দ সরকার	—	২	বড়জুশ	১২৪.০০
৮৭)	,, পূর্ণ চন্দ্র দত্ত	—	১	ঐ	৬৮.০০
৮৮)	,, ঊষা কান্ত দত্ত	—	১	ঐ	৬৫.৬০
৮৯)	,, নরেশ চন্দ্র দত্ত	—	১	ভোগজুর	৫২.০০
৯০)	,, সুকুমার রায়	—	১	ঐ	৬৪.০০
৯১)	,, খেলেশ্বর শর্ম্মা	—	২	রাঙ্গুটিয়া	১১৬.০০
৯২)	,, গোপাল চন্দ্র দত্ত	—	২	ঐ	১১৬.০০
৯৩)	,, চোরাচান্দ দত্ত	—	১	ঐ	৫৬.০০
৯৪)	,, নিরঞ্জন দেব	—	১	ঐ	৬০.০০
৬৫)	,, বিনোদ বিহারী দেব	—	২	ঐ	১১৬.০০
৯৬)	,, সুরেশ চন্দ্র দেব	—	২	ঐ	১১২.০০
৯৭)	,, নিবারণ সরকার	—	২	ঐ	১৩২.০০

ক্রমিক নং	কৃষকের নাম	লোহার পাইপের ওভার ফ্লোর সংখ্যা	বাঁশের পাইপের ওভার ফ্লোর সংখ্যা	যে স্থানে বসানো হইয়াছে	মোট বায়ের আর্থিক পরিমাণ
৯৮	শ্রী সমন চন্দ্র রায়	—	২	রাঙ্গুটিয়া	১৩২.০০
৯৯	,, মাখন চন্দ্র দত্ত	—	২	ঐ	১২৮.০০
১০০	,, ব্রজমণি দত্ত	—	১	ঐ	৬৪.০০
১০১	,, হরিধন সরকার	—	১	ঐ	৬৪.০০
১০২	,, ব্রজেন্দ্র কিশোর দত্ত	—	২	ঐ	১২৮.০০
১০৩	,, কালাচান্দ সরকার	—	২	ঐ	১৩৬.২০
১০৪	,, সুরেশ মণ্ডল	—	১	ঐ	৫২.০০
১০৫	,, মথুর সরকার	—	১	ঐ	৫২.০০
১০৬	,, সুরেশ চন্দ্র রায়	—	১	ঐ	৫১.২০
১০৭	,, রমণী মোহন সরকার	—	১	ঐ	৫২.৮০
১০৮	,, সুধীর সরকার	—	১	ঐ	৫১.২০
১০৯	,, যামিনী দেব	—	১	ঐ	৪৮.০০
১১০	,, হিমাংশু চক্রবর্তী	—	১	গোছামুড়া	৭২.০০
১১১	,, যোগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত	—	১	ঐ	৬৪.০০
১১২	শ্রীমতী বিনোদিনী দত্ত	—	১	ঐ	১২০.৮০
১১৩	শ্রী চন্দ্রকুমার দত্ত	—	১	সোনাতলা	৬৮.০০
১১৪	,, তমাল দত্ত	--	১	ঐ	৬৮.০০
১১৫	,, ললিত মোহন সিংহ	—	১	ঐ	৫২.৮০
১১৬	,, সুভাষ দত্ত	—	১	ঐ	৬৮.০০
১১৭	,, হরেন্দ্র চন্দ্র দেব	—	১	জলীলপুর	৫২.৩০
১১৮	শ্রীমতী প্রমিলা দত্ত	—	১	ঐ	৫১.২০
১১৯	,, ক্ষিরোদিনী দত্ত	—	১	গোছামুড়া	৪০.০০
১২০	,, রঙ্গমঞ্জরী দেবী	—	১	বেরীমুড়া	৪৮.০০
১২১	শ্রীসুখলাল রায়	—	১	ভোগজুর	৪৮.০০
১২২	,, জয়কুমার নমঃ	—	১	ঐ	৪৮.০০
১২৩	,, তারিণী মোহন সরকার	—	১	রাঙ্গুটিয়া	৪৯.৬০
	মোট :—	২০	১২৯		১৭,১০৩.৪৫

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 24
By Shri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমায় কতটি জুমিয়া কলোনীতে ফলের বাগান করা হইবে ?

উত্তর

১) খোয়াই বিভাগের নিম্নলিখিত জুমিয়া কলোনী প্রত্যেকটিতে ২০ (বিশ) হেক্টর পরিমাণ জমিতে কৃষি বিভাগ ফলের বাগান করার পরিকল্পনা আছে।

ক) রামকৃষ্ণনগর উপজাতি কলোনী।

খ) তক্‌ছাছিয়া উপজাতি কলোনী।

বর্ত্তমান বৎসরে উপরোক্ত প্রত্যেকটি কলোনীতে ৬.৩ (ছয় দশমিক তিন) হেক্টর পরিমাণ জমিতে ফলের চাষ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 77.
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সোনামুড়া মহকুমার ৪০০ শত জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য ১২৮৯.০৪ একর, ভূমি সোনামুড়া উত্তর, সোনামুড়া দক্ষিণ কাঞ্চাখোলা সংরক্ষিত এবং প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন এলাকায় এবং ৯৮৮.৮৩ একর ধনীরামপুর রাজস্ব মৌজা, ৩৪৫.৮৫ একর বীরেন্দ্রনগর রাজস্ব মৌজায়, ২৯৮.৮১ একর ঝরঝরিয়া রাজস্ব মৌজায়, ৪১০.২৮ একর দক্ষিণ তৈবান্দল মৌজায় এবং ৩৩ একর কাঠালিয়া রাজস্ব মৌজায় সংরক্ষিত এবং প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন এলাকা হইতে মুক্ত করার কোন প্রস্তাবনা আছে কি।

২) যদি হয়ে থাকে তবে তার কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে ?

উত্তর

১) উপরোক্ত বিষয়ে প্রস্তাবিত বা সংরক্ষিত বন এলাকা হইতে ভূমি মুক্ত করিয়া ৪০০ শত জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য বর্ত্তমান পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 51

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালের ২৬শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মোহনপুর ব্লকের কোন গাঁও-সভাকে কয়টি ওভারফ্লো দেওয়া হইয়াছে ;

২) ঐ ওভারফ্লোগুলি দ্বারা কি পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে ; এবং

৩) একটি ওভারফ্লো কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১) ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ ইংরাজীর ২৬শে আগষ্ট/৭৪ পর্য্যন্ত মোহনপুর ব্লকের বিভিন্ন গাঁওসভায় দেওয়া ওভারফ্লোর সংখ্যা এইরূপ :—

গাঁওসভার নাম	১৯৭২-৭৩ইং		১৯৭৩-৭৪ইং ও ২৬শে আগষ্ট ১৯৭৪ইং পর্য্যন্ত	
	লোহার পাইপের ওভারফ্লোর সংখ্যা	বাঁশের ওভারফ্লোর সংখ্যা	লোহার পাইপের ওভারফ্লোর সংখ্যা	বাঁশের ওভারফ্লোর সংখ্যা
ইন্দ্রনগর	৭৩	২৬০	২৬	২০০
বড়জলা	১৩	৩৭	১০	—
লংকামুড়া	১৭	—	৭	—
ফটিকছড়া	২৪	১২	৬	—
লক্ষীলুংগা	১৫	২৮	১০	—
নরসিংগড়	৩	—	৯	—
সিংগারবিল	৬	১০	৪	—
বামুটিয়া	২০	১৫৫	৭	—
কলকলিয়া	৫	১১০	৫	১৩০
ব্লক বহির্ভুত এলাকা	৫	—	—	—
মোট—	১৭৭	৬১২	৮৪	৩৩০

২) ১৯৭২-৭৩—৩৮৬·৪ হেক্টার

১৯৭৩-৭৪—১০৬·৪ হেক্টার

৩) নিম্নে প্রতিটি ২১২·০০ এবং ঊর্দ্ধে ৭১৩·৬৭ লোহার পাইপের ক্ষেত্রে। বাঁশের ক্ষেত্রে নিম্নে প্রতিটি ২৪·০০ ও ঊর্দ্ধে ৭০·৪০ পয়সা।

UNSTARRED QUESTION NO. 54
By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ এ পর্য্যন্ত মোট কত জন রেশন শপ ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোষ পাওয়া গিয়েছে তাদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

২) কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগের তদন্ত হয়েছে এবং ডিলারের শাস্তি হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ৭২ জন ন্যায্য মূল্যের দোকানের ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছিল। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

মহকুমার নাম	যে সকল ন্যায্য মূল্যের দোকানের বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে তাদের সংখ্যা—
আগরতলা শহর সহ সদর—	২৮
সোনামুড়া—	৬
উদয়পুর—	২
অমরপুর—	৬
বিলোনীয়া—	৭
সাব্রুম—	১০
ধর্ম্মনগর—	৭
কৈলাশহর—	১
কমলপুর—	২
খোয়াই—	৩
	৭২

২) ৩৭ জন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করা হইয়াছে। তদন্তের প্রতিবেদনের গুনানুসারে ১৯৭৪ ইং সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ২১ জন ব্যবসায়ীকে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

মহকুমার নাম	যে সব ক্ষেত্রে তদন্ত করা হইয়াছে তাদের সংখ্যা	যে সব ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা।
আগরতলা শহর সহ সদর—	১৬	৮
সোনামুড়া—	৩	৩
অমরপুর—	৩	২
সাব্রুম—	৪	—
ধর্ম্মনগর—	৭	৭
কৈলাশহর—	১	—
কমলপুর—	১	১
খোয়াই—	২	—
	৩৭	২১

UNSTARRED QUESTION NO. 78

By Shri Bulu Kuki.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার বিভিন্ন রেশন দোকানের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তেল, ডাল. মরিচ, লবণ রেশন কার্ডের মাধ্যমে দেওয়া হয় কি, এবং

২) না দেওয়া হইলে দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে কি ?

উত্তর

খোলা বাজারে অভাব দেখা দিলে, সরকারী মজুতের পরিমাণ অনুসারে—

১) সরিষার তৈল এবং লবণ ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত দেওয়া হয়। কিন্তু মরিচ ন্যায্য মূল্যের দোকানের মারফত দেওয়া হয় না। বর্ত্তমানে ডালও ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত দেওয়া হয় না।

২ প্রশ্ন উঠে না, রেশন কার্ডের ভিত্তিতে মরিচ এবং ডাল ন্যায্য মূল্যের দোকানের মারফত দেওয়ার কোন প্রস্তাব বর্ত্তমানে নাই।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 95

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be plnased to State : —

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা উপজাতি সম্পর্কিত প্রশ্নে রাজ্যস্তরে যে এ্যাডভাইসারী বোর্ড গঠিত হইয়াছিল তাহা কি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নুতন উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে ?

২) এ সম্পর্কে কি কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন ? পেশ করিয়া থাকিলে উক্ত প্রস্তাবের সারমর্ম ?

উত্তর

১) না।

২) উপজাতি কল্যাণ দপ্তর এ সম্পর্কে অবগত নহে।

Admitted UNTARRED QUESTION NO. 105

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

QUESTION

1' Whether the Legal Rememberancer and the Secretary of the Law Department is being paid special pay of Rs. 300/ per month each ; and
2. If So, reasonos therefor ?

ANSWER

1. The post of Legal Rememberancer and Secteatry, Law Department has been included in the Tripura Judicial Service Rules, 1974 published in Tripura Gazette on 18. 5. 74. The scale of pay of this post is Rs. 1200-50-1400-EB-50-1800/- and a special pay of Rs. 300/- p. m. has been attached in this post.

The officer holding this post is on deputation from Government of West Bengal borne on Higher Judicial Service of that State and according to standard terms of deputation he is being paid his grade pay plus a deputation (Special) pay @ 30% subject to maximum of Rs. 360/- per month. Thus the present incubent of the post is getting a Deputation (Special) Pay of Rs. 360/- per month calculating on his grade pay of parent service and he is not getting the special pay of Rs. 300/- attached to this special pay, being a deputationist.

2. Does not arise.

Admitted UNSTARRED QUESTION No. 114

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Govt. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পৌর সভায় সরকার ১৯৭০-৭১, ৭১-৭২, ও ৭২-৭৩ সালে কোন কোন খাতে (প্ল্যান ও নন-প্ল্যান) কত টাকা গ্র্যান্ট দিয়েছে তার বিবরণ ?

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কোন কোন খাতে (প্ল্যান ও নন্ প্ল্যান) কত টাকা খরচ হয়েছে তার হিসাব।

৩। উপরোক্ত বৎসরগুলিতে পৌরসভাকে সরকার গ্র্যান্ট অনুমোদন করার পূর্বে পৌর সভার পক্ষ থেকে কোন কোন কাজের জন্য গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছিল এবং তার জন্য কোন এষ্টিমেট পেশ করতে হয়েছিল কিনা ? এবং

৪। পেশ করা হলে রোড (নন্ প্ল্যান) কোন্ কোন্ রাস্তার জন্য সরকার ১৯৭০-৭১, ৭১-৭২, ৭২-৭৩ সালে কত টাকা গ্র্যান্ট অনুমোদন করেছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। ১৯৭০-৭১, ৭১-৭২ ও ৭২-৭৩ সালে কোন খাতে কত টাকা পৌর সভাকে গ্র্যান্ট হিসাবে দিয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :—

STATEMENT SHOWING RECEIPT OF GRANT FOR PLAN & NON-PLAN SCHEME

PLAN — Rs. in lakhs

Sl. No,	Head	1270-71	1971-72	1972-73
1.	Agartala town development scheme.	2.70	12.00	8.20
2.	Public Health & Sanitation. Agartala Water Supply.	2.92	3.50	9 00
3.	Rehabilitation of Sweeper Improvement of Harijan Colony.	—	7 00	2.15
4	Sewerage & Drainage Sceme.	—	X	X
		5.62	22.50	19-35
	NON-PFAN			
1.	Improvement of Roads constsuction of kutcha roads.	2.00	2.00	4.00
2.	Construction of Sweepers passage.	—	0.50	0.50
3.	Running & Maintanance of water supply.	4.61	4.10	5.00
4.	Recurring Grant.	0.20	0-20	0.20
5.	Additional Grant.	0 30	6.69	7.00
6.	Revised set-up.	—	—	0.40
		9.11	13.49	17.10

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কোন কোন খাতে (প্ল্যান ও নন প্ল্যান) কত টাকা খরচ করেছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

STATEMENT SHOWING EXPENDITURE OF GRANTS FOR PLAN & NON-PLAN SCHEME

PLAN — R's. in lakhs

Sl. No.	Head	1970-71	1971-72	1972-73
1.	Agartala Town Development Scheme.	2.70	12.00	8.20
2.	Water Supply	2.92	3.50	9.00
3.	Improvement of Harijan Colony.	—	4.00	2.15
		5.62	22.50	19.35
	NON-PLAN			
1.	Improvenent of roads.	2.00	2.00	4.00
2.	Sweeper Passage.	—	0.50	0.50
3.	Running & Maintainance Water Supply.	4.61	4.10	5.00
4.	Recurring Grant.	0.20	0.20	0.20
5.	Additional Grant	0.30	6.69	7.00
6.	Revised Set-up.	—	—	0.40
		9.11	13.49	17.10

৩। উপরোক্ত বৎসরগুলিতে পৌর সভাকে সরকার গ্র্যান্ট অনুমোদন করার পূর্বে পৌর সভার পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাজের জন্য গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছিল তার বিবরণ এতৎ সঙ্গে সংযোজিত হল Plan এবং Non-Plan এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া মোট কাজের আনুমানিক ব্যয়ের ভিত্তিতে পৌর সভাকে এস্টিমেট বাজেট (Budget Estimate) পেশ করতে হয়। বিস্তৃত এস্টিমেট (Detailed Estimate)পেশ করতে হয় না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

BUDGET ESTIMATE FOR 1970—71

PLAN

1.	Agartala Water Supply Scheme.—	Rs. 2,67,000/.
2.	Sewerage Scheme.	Rs. 25,000/-
3.	Agartala Town Development Scheme.—	Rs. 2,70,000/-

NON-PLAN

1.	Recurring Grant.—	— Rs. 20,000/-
2.	Additional Grant.—	— Rs. 2,30,000/-
3.	Construction of Sweepers Passago.—	— Rs. 50,000/-
4.	Construction of roads.—	— Rs. 4,50,000/-
5.	Construction of tenements for Rehabilitation of sweepers.	— Rs. 90,000/-
6.	Expenditure for election of Municipal Commissioners.	— Rs. 35,000/-

BUDGET ESTIMATE FOR 1971—72

PLAN

1.	Agartala Town DevelopmentScheme.	— Rs. 7,00,002/-
2.	Water Works & Sewesage Scheme.	— Rs. 3,50,000/-

NON-PLAN

1.	Racurring Grant.—	— Rs. 20,000/-
2.	Additional Grant.—	— Rs. 6,80,000/-
3.	Construction of Sweepers passage.	— Rs. 50,000/-
4.	Construction of Roads.—	— Rs. 2,00,000/-
5.	Running &Maintenance of Agartala Water Supply.—	— Rs. 4,10,000/-

BUDGET ESTIMATE FOR 1972—73

PLAN

1.	Rehabilitation of Sweepers/Harijans and Improvement of Harijan Colonies.	Rs. 2,15,000/-
2.	Water Supply & Sewerage Scheme.	- Rs. 9,00,000/-
3,	Agartala Town Development Scheme.	Rs. 8,20,000/-

NON-PLAN

1.	Recurring Grant..	- Rs. 20,000 -
2.	Running & Maintenance of Water Supply.	- Rs. 6,42,406/-
3.	Anditional Grant.	- Rs. 7,00,000/-
4.	Construction of Sweepers passage.	- Rs. 50,000/-
5.	Construction of roads.	- Rs. 4,00,000/-
6.	Revised set-up.	- Rs. 1,35.000/-
7.	Clearance and improvement of drains.	Rs. 2,50,000/-

UNSTARRED QUESTION NO. 101
By Shri Amarendra Sharma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ধর্ম্মনগর মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ বরুয়াকান্দি ও আলগাপুর গ্রামের জন্য রেশন শপে গত ১৯৭৫ সালের জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের ৮ (আট) তারিখ পর্য্যন্ত সময়ে কত পরিমাণ কি কি জাতের কাপড় দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের জন্য দেওয়া হয়েছিল ?

২। সত্যিকার দুঃস্থদের মধ্যে কাপড় বণ্টন না করে কাপড় বণ্টনের নানা ধরণের দুর্নীতির আশ্রয় ঐ রেশন শপের ডিলার গ্রহণ করেছেন বলে কোন অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কি ?

৩। পেয়ে থাকলে ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। (ক)	লংক্লথ—	৮৪৫ মিটার
(খ)	শাড়ি—	৩১ টি
(গ)	ধুতি —	৩০ টি

এইগুলি নিম্ন আয়ের লোকদের মধ্যে বিক্রির জন্য ছিল।

২। হ্যাঁ, একটি অভিযোগ শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা, এম, এল, এর নিকট হইতে পাওয়া গিয়েছে।

৩। যথোপযুক্ত তদন্তের পর তদানীন্তন ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল করা হয়েছিল।

UNSTARRED QUESTION NO. 96
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ট্রাইবেল ব্লকগুলিকে সন্নিবিষ্ট করে অথবা রাজ্যের কন্টিনিউ আস ট্রাইবেল কমপ্লেক্স এরিয়াকে চিহ্নিত করে কোন পৃথক মহকুমা তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

২। থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং উদ্দেশ্য ?

উত্তর

১। উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ এইরূপ কোন স্কীম সম্পর্কে অবহিত নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 72
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

1. The total supply of High Speed Diesel in Tripura (from outside sources) with the period from 1971-73 to 1973-74 (yearwise) ?
2. Total requirements in Tripura estimated for the year 1974-75.
   (a) In public sector
   (b) In private sector
3. Total quantity of diesel received and the distribution arrangement of the same within Tripura against total requirement for 1974-75.

ANSWER

1. Total Supply of H. S. D. and L. D. O.
(Figures in K. L.)

Year		H. S. D.	L. D. O.
1970-71	A. O. C.	5496·40	501·30
	I. O. C.	3105.00	Nil
		8601.40	504·30
1971-72	A. O. C.	9204.54	264 00
	I. O, C.	5574.00	Nil
		14771.54	264.00
1972-73	A. O. C,	6118,10	410.80
	I. O. C.	3714.00	Nil
		9832.10	410.80
1973-74	A..O. C.	5459.00	370 20
	I. O. C.	6102.00	Nil
		11561 00	379.20

2. Estimated requirement for 1974-75.

	H. S. D.	L. D. O.
(a) in public sector	3,000 K, L.	- -
(b) in private sector	9,000 K. L.	400 K. L.
	12,000 K. L.	400 K. L.

3. Total quantity received upto August, 1974.

H. S. D. — — 4,265.90 K. L.
L. D. O. — -- 237.80 K. L.

Distribution of diesel is made through the following agencies of A. O. C. and I. O. C. :—

I. O. C. Agencies for distribution of H. S. D.

i) M/S. Sarala Stores. Dharmanagar.
ii) M/S. Usha Rn. Singha Roy, Ambassa.
iii) M/S. S. C. B. K. Roy, Teliamura.
iv) M/S. Progressive Co-operative Society Ltd. Battala, Agartala.

Apart from the above agencies, supply of H. S. D. is also made direct from Dharmanagr I. O. C. main depot to the following bulk customers against D. G. S. & D rate contract r—

i) T. R. T. C., Muchali.
ii) O. N. G. C., Barmura.
iii) Supply Depot, A. S. C. Agartala (Army)
iv) 91 Bn. B. S. F. Agartala.
v) 92 Bn, B. S. F. Agartala.
vi) 93 Bn. B. S. F. Bagafa.
vii) Power House, Agartala, Udaipur and Bagafa.
viii) C. P. W. D. Agartala.
ix) C. G. B. W. Camp, Agartrla.
No L. D. O. is supplied by I. O. C. Ltb.

A. O. C, Agencies for distribution of H. S. D.

i) M/S. S. G. C. & J. C. Roy Choudhury, Dharmanagar.
ii) —do— Sanicharra
iii) M/S. A. C. Ghosh Kailasahar.
iv) —do— Kumarghat.
v) M/S. Saha Brothers, Manu.
vi) —do— Ambassa.
vii) M/S. A. K. Roy Choudhury, Teliamura.
viii) M/S, Saha Brothers, Bishalgarh.
iv) —do-- Udaipur.
x) —do— Melagarh·
vi) M/S. A. K. Roy Choudhury. Amarpur.
xii) M/S. Saha Brothers, Santirbazar.
xiii) M/S. Satish Podder, Jolaibari.
xiv) M/S. Satish Podder, Belonia.
xv) M/S. A. K. Roy Choudhury, Agartala.
xvi) M/S. Biswas & Sons Agartala.
xvii) M/S. J. L. Ghose, Agartala.
xviii) M/S. Saha Bros, Agartala.

A. O. C. Agencies for distribution of L. D. O.

i) M/S. G. C. & J. C. Roy Choudhury, Sanicherra.
ii) —do— Dharmanagar.
iii) M/S. A. C. Ghosh, Kailasahar.
iv) M/S. A. K. Roy Choudhury, Agartala.
v) M/S. Saha Brothers, Agartala.
vi) M/S. J. I. Ghosh, Agartala.
vii) M/S. Saha Bros, Santirbazar.
viii) M/S. Satish Podder, Belonia.

UNSTARRED QUESTION NO 56

By Shri Samar Choudury and
Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ৫ বছরে সরকার কি পরিমাণ ভূষি তৈরী করেছেন এবং ঐ ভূষি হতে সরকারের মোট কত আয় হয়েছে তার বছর ভিত্তিক হিসাব ?

২। কোন বছরে কি দরে তাহা বিক্রয় হয়েছে ?

৩। মোট কত পরিমাণ আটা হতে এই ভূষি তৈরী হয়েছে ?

৪। উহা প্রত্যাশিত ভূষি হতে যদি কম হয়, তার কারণ ?

উত্তর

১। গত ৫ বৎসর মধ্যে সরকারী খাতে কোন ভূষি উৎপাদন করা হয় নাই, কাজেই উহা হইতে আয়ের প্রশ্ন উঠে না। ডিলার দিগকে গম বিক্রয় করা হয় এবং উহা তাহারা নিজ ব্যয়ে ময়দা প্রভৃতিতে পরিণত করে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO 90

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ এ কোনখানে কোন মহকুমায় মোট কত কেরোসিন আমদানী হয়েছে এবং তা চাহিদার কত অংশ ?

২) কেরোসিন সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য সরকার কি করেছেন ?

৩) যে সকল এজেন্ট কেরোসিন সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের পরিবর্তন করার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৪ ইং সনের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক মহকুমায় প্রতি জায়গায় আমদানীকৃত কেরোসিন তৈলের পরিমাণ সম্বন্ধীয় ষ্টেটমেণ্ট—এনেকচার 'এ' তে দেখান হইল। এই সরবরাহ চাহিদার শতকরা ৬১ ভাগ ছিল।

২) রাজ্যের কেরোসিন তৈলের কোটা বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকারকে জরুরীভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং এ. ও. সি ও আই. ও. সি কর্তৃপক্ষকে প্রচুর পরিমাণ ওয়াগণ দেওয়ার এবং নিয়ত রীতিমত সরবরাহের জন্য সর্বদাই অনুরোধ করা হইতেছে।

৩) এ. ও. সি আগরতলা, জিরানীয়া, বিশ্রামগঞ্জ, সোনামুড়া, উদয়পুর, অমরপুর ও জোলাইবাড়ীতে (বিলোনীয়া) নূতনভাবে কেরোসিনের এজেন্সী স্থাপন করিয়াছেন। এজেন্টগণ এ. ও. সি. ও আই. ও. সি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং উক্ত কোম্পানীগুলিই তাহাদিগকে বাতিল করিতে পারেন। এজেন্টদের কার্য্যে ত্রুটি, বিচ্যুতি ঘটিলে বিহিত ব্যবস্থার জন্য এ. ও. সি. ও আই. ও. সি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা হয়।

ANNEXTURE—'A'

STATEMENT SHOWING THE QUANTITY OF K. OIL LIFTED IN EACH PLACE OF THE SUB-DIVISIONS DURING JANUARY 1974 TO AUGUST, 1974.

Name of Sub-Division.	Name of Agency	Quantity lifted during January, 1974 to August, 1974.
1	2	3
1. SONAMURA.	i) A. O. C. Depot., Melaghar.	88.20 K. L.
	ii) A O. C. Depot., Sonamura.	208·10 K. L.
2. AMARPUR.	i) A. O. C. Depot., Amarpur.	177·80 K. L.
3. BELONIA.	i) M s. Saha Brothers, A. O. C. Depot., Santirbazar.	58·20 K. L.
	ii) M s. Satish Ch. Podder, A. O. C. Depot., Jolaibari.	105·40 K. L.
	iii) M/s. Podder & Co., A. O. C. Depot., Santirbazar.	173·30 K. L.
	iv) M/s. K. C. Podder, A. O. C. Depot., Belonia.	140.80 K. L.
	v) M/s. S. C. Podder, A. O. C. Depot.. Belonia.	117·40 K. L.
4. SABROOM.	i) A. O. C. Depot., Manubazar, Sabroom.	177·30 K. L.
5. UDAIPUR.	i) M/s. Saha Brothers, Udaipur.	155·80 K. L.
	ii) M/s. A. K. Roy Choudhury, Udaipur.	254·20 K. L.
6. KAMALPUR.	i) M/s. Akhil Ch. Ghosh, A. O. C. Depot., Kamalpur.	190·90 K. L.
	ii) M/s. Usha Rn. Singha Roy, I. O. C. Depot., Ambasa.	80·40 K. L.
7. DHARMANAGAR.	i) M s. G. C. & J. C, Roy Choudhury, A. O. C. Depot., Dharmanagar.	404·00 K. L.
	ii) M s. G. C. & J. C. Roy Choudhury, A. O. C. Depot., Sanicherra.	99·00 K. L.
	iii) M/s. Akhil Ch. Chosh, A. O. C. Agent, Kanchanpur.	132·00 K. L.
	iv) M/s. Sarala Stores, I. O. C. Agent, Dharmanagar.	255·00 K. E.

1	2	3
8. KHOWAI.	i) M/s. A. K. Roy Choudhury, A. O. C. Agent, Teliamura.	254·00 K. L.
	ii) M/s. S. C. Dutta, A. O. C. Agent, Khowai.	88·80 K. L.
	iii) S. N. Paul, A. O. C. Agent, Khowai.	117·00 K. L.
	iv) M/s. S. C. Choudoury & Co., A. O. C. Agent, Khowai.	3·00 K. L.
9. KAILASHAHAR.	i) M/s. Akhil Chandra Ghosh, A. O. C. Agent, Kaiiashahar.	201·60 K. L.
	ii) M/s. Ganesh Choudhury, I. O.C. Agent, Kailashahar.	29·20 K. L.
	iii) M/s. Saha Brothers, A. O. C. Agent, Manu.	47·97 K. L.
	iv) M/s. Akhil Chandra Ghosh, A. O. C. Agent, Kumarghat.	160·80 K. L.
	v) M/s. S. R. Deb & Co., I. O. C. Agent, Kumarghat.	153·00 K. L.
10. SA R.	i) M/s. Satish Ch. Podder, A. O. C. Agent, Bishramganj.	120·60 K. L.
	ii) M/s. A. K. Roy Choudhury, A. O. C. Agent, Mohanpur.	145·00 K. L.
	iii) M/s A. K. Roy Choudhury, A. O. C. Agent, Jirania.	9.00 K. L.
	iv) M/s. Saha Brothers, A. O. C, Agent, Bishalgarh.	70·60 K. L.
	v) M/s. Saha Brothers, A. O. C. Agent, Dhaleswar.	63·10 K. L.
	vi) M/s. Progressive Co-Operative Soctety, I. O. C. Agent, Battala.	275·40 K. L.
	vii) M/s. A. K. Roy Choudhury, A. O. C. Agent, Agartala.	1,028·90 K, L.
	viii) M/s. Saha Brothers, I. O. C. Agent, Sakuntala Depot.	481·70 K. L.
	ix) M/s. Sarala Stores, I. O. C. Agent, Agartala.	594·80 K. L.
	x) M/s. J. L. Ghosh, A. O.C. Agent, Kunjaban, Agartala.	178·40 K. L.
	M/s. Saha Brothers, Bardowali.	92·40 K. L.

UNSTARRED QUESTION NO. 81.

By Shri Gunapada Jamatia. And
By Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ এর জুলাই পর্যন্ত সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট প্রতি বছর কত সিমেন্ট আমদানী করেছেন এবং তাদের সিমেন্টের কোটা কত ছিল ?

২। এই কয় বছর সিভিল সাপ্লাই দপ্তরের প্রয়োজন যারা এ্যাক্স ফেক্টরী সিমেন্ট আমদানী করেছেন তাদের নাম এবং তারা কত সিমেন্ট আমদানী করেছেন তার বছর ভিত্তিক হিসেব ?

৩। এই সিমেন্ট কি ভিত্তিতে বন্টন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। বৎসর	আমদানীকৃত সিমেন্টের পরিমাণ	বরাদ্দের পরিমাণ
১৯৭২	৪,০১৬·৬৬ মেট্রিক টন	কোন বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু ছিল না।
১৯৭৩	৩,৪৪৫·০৫ ,,	৬,৬৫০·০০ মেট্রিক টন
১৯৭৪ (জুলাই পর্যন্ত)	৯১৯·০৫ ,,	৪,৩৭৫·০০ ,,

২। সঙ্গীয় বিবরণী "ক" তে দেখানো হল।

৩। যথারিতি তদন্তের পর প্রকৃত ব্যবহার কারাদের মধ্যে তাহাদের দরখাস্তমূলে বন্টন করা হয়।

ANNEURE "A"

(FIGURES IN MATRIC TONNE)

	Name of Agent	QUANTITY OF CEMENT LIFTED DURING 1972	1973	1974 (Upto July)
1.	M/S. Amar Chandra Chakraborty Agartala.	686.55	684.55	126.55
2.	M/S. Eastern Fibres, Agartala.	189.30	71.35	—
3.	M/s. H. C. Roy & Co., Agartala.	379.80	239.10	23.80
4.	M/S. P. C. Paul & Brother Agartala.	165.20	264.80	99.65
5.	M/S. D. C. Paul, Agartala.	260.30	188.75	122.85
6.	M/S. Raj Mohan Saha & Others, Agartala.	496.45	164.90	22.00

1	2	3	4	g
7.	M/S. Radha Madhab Jute Agency, Agartala.	560.45	334.50	94.65
8.	M/S. Atal Behari Saha & Sons, Agartala.	426.25	252.85	117.95
9.	M/S. P. & K. Imarati Bhander. Agartala.	324.46	197.90	52.51
10.	M/S. P. P. T. C., Agartala.	--	150.80	11.85
11.	M/S. K. K. Saha, Agaatala.	—	125.25	54.20
12.	M/S. Kalpana Builders, Agartala.	---	--	12.10
13.	M/S. Narayan Ram Dutta & Sons, Dharmangar.	82.85	124.50	47.50
14.	M/S. United Traderes. Dharmanagar.	112.15	152.65	45.05
15.	M/S. Harachandra Roy, Dharmanagar.	93.00	74.55	22.70
16.	M/S. Biswas Brothers, Dharmanagar.	—	22.85	—
17.	M/S. Radha Madhab Jute Agency, Belonia.	79.85	40.10	—
18.	M/S. Kamini Mohan Paul & Sons, Khowai.	48.80	96.60	23.80
19.	M/S. Phani Bhusan Saha, Udaipur.	102.25	194.75	51.95
20.	M/S. Kalpana Builders, Udaipur.	—	64.20	41.40
	Total	14,016.66	3,445.05	979.51

UNSTARRED QUESTION NO. 94.

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। কণ্টিনজেণ্ট ও ডেলিরেটেড কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের অনুসৃত নীতি ও নিয়ম কি ?

২। ১-১-৭৩ থেকে ৩১-১২-৭৩ এবং ১-১-৭৪ থেকে ৩১-৮-৭৪ পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত কণ্টিনজেণ্ট ও ডেলিরেটেড কর্মীর সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ; এবং

৩। এই সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। জরুরী প্রয়োজনে কোন পদের মজুরীর সাপেক্ষে মাসিক নির্দিষ্ট বেতনে অথবা দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কন্টিনজেন্ট ও ডেইলি রেটেড কর্মী নিয়োগ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই হাজিরায় অনুপস্থিত থাকিলে সেই অনুপস্থিতির জন্য কোন বেতন বা হাজিরা দেওয়া হয় না। কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী কন্টিনজেন্ট কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মীর বেতন সরকার কর্তৃক স্থিরিকৃত হয়। ডেইলিরেটেড কর্মীর দৈনিক মজুরীর প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য মং ৪ টাকা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের (যাহাদের বয়স ১৫ হইতে ১৮ এর মধ্যে) হাজিরা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার হাজিরা দৈনিক মং ৩ টাকা।

২। তথ্যাদি সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

৩। কন্টিনজেন্ট অথবা ডেইলি রেটেড কর্মীগণ নিয়মিত পদ ভিত্তিক নেওয়া হয় না। বিধায় এই সকল কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে নেওয়া হয় না।

STATEMENT

SL. NO.	Name of Department	No. of Contingent/ Daily rated worker engaged from 1-1-73 to 31-12 73.		No. of Contingent/ Daily rated worker engaged from 1-1-74 to 31-8-74.		REMARKS
		Contingent	Daily rated	Contingent	Daily rated	
1.	2	3	4	5	6	7
1,	Governor's Sectt.	2	—	—	—	
2.	Statistical Deptt,	1	2	1	2	
3.	Inspector General of Prisons.	7	—	8	—	
4.	Director, Fire Service.	4	—	1	—	
5.	Registrar, Co-op. Societies.	—	2	—	—	
6.	Director, Panchayat Raj.	—	—	7	—	
7,	Director of Land Records and Settlement,	1	—	—	—	
8.	Evaluation Organisation.	—	—	1	—	
9.	Director, Food & Civil Supplies.	4	—	15	—	
10.	Directorate of Labour.	2	—	—	—	
11.	Tripura Public Service Commission.	7	—	—	5	
12.	District & Sessions Judge.	8	3	4	1	
13.	D, M. & Collector, South.	1	8	—	4	
14.	Chief Minister Sectt.	7	—	7	—	
15.	Secretariat Administration Department.	20	—	6	—	
16.	Directorate of Employment Services & Manpower Planning.	—	—	1	—	
17	Election Department.	1	—	—	—	
18.	Director, Tribal Research.	—	—	1	—	
19,	D. M. & Collector (North)	3	—	19	—	
20.	Conservator of Forests	—	51	—	47	

Sl. No.	Name of Department	No. of Contigent/ Daily rated worker engaged from 1-1-73 to 31-12-73		No. of Contigent/ Daily rated worker engaged from 1-1-74 to 31-8-74		REMARKS.
		Contingent	Daily rated	Contingent	Daily rated	
1	2	3	4	5	6	
21.	District Magistrate & Collector (West).	50	—	64	—	
22.	Public Works Deptt.	1	—	—	—	
23.	Director, Animal Husbandry	—	15	—	15	
24.	Tribal Welfare Deptt.	22	—	11	—	
25.	Inspector, General of Police	33	----	12	—	
26.	Publicity Department	2	13	2	5	
27.	Education Department	—	108	—	142	
28.	Medical Department	85	—	40	—	
29.	Agriculture Department	—	78	1	61	
30.	Industries Department	66	—	—	--	
31.	Enforcement & Anti-Curruption Orgn.	1		—	—	
32.	Printing & Statationery Department.	.	5	—	3	
33,	Collector of Excise (North)	--	—	1	—	
	TOTAL :	328	285	202	285	

UNSTARRED QUESTION No. 25

By Sri Radharaman Debnath.

Will the Hon'nble Minister in-charge of the Tribal Welfare Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালে মোহনপুর ব্লকের কোন গাঁও সভাতে কত জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে তাহার গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব।

২) প্রতি জুমিয়াকে কত একর করে জমি দেওয়া হইয়াছে এবং কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) বিগত ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে মোহনপুর ব্লকের অধিন গাঁও সভা ভিত্তিক জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে

ক) সুরেন্দ্র নগর গাঁও সভায় ১২৪ পরিবার।

১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে

খ) বুধজুং নগর গাঁও সভায় ১৯টি পরিবার।

২) উপরিবর্ণিত আর্থিক বৎসরে মোট ১৪৩ পরিবারকে ৪ একর ভূমি এবং জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের আর্থিক অনুদান হিসাবে ১ম কিস্তিতে ৩১০ টাকা করিয়া প্রতি পরিবারকে অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTIONS NO. 113

by Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) পৌর সভায় প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য নিউ সেট-আপের মাধ্যমে কতগুলি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে তার নাম ও সংখ্যা ?

২) সরকার এই নূতন পদগুলির জন্য আজ অবধি মোট কত টাকা মঞ্জুর করেছে এবং কত টাকা খরচ হয়েছে ?

৩) এই পদগুলির মধ্যে কতগুলি পূরণ করা হয়েছে এবং

৪) যদি সবগুলি পূরণ করা না হয় তবে বাকিগুলি কবের মধ্যে পূরণ করা হবে ?

উত্তর

১) নিউ সেট আপে নিম্নোক্ত ১৩টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ক) Assistant Engineer— ১

খ) Overseer— ২

গ) Sub-Overseer— ২

ঘ) Head Clerk— ১

ঙ) Assistant Clerk— ১

চ) U. D. Clerk— ২

ছ) Driver— ৩

জ) Assistant Foreman ১

মোট—১৩

২) সরকার নূতন পদগুলির জন্য ৪০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে। এই বাবদ ৭১,৯৬১.০০ টাকা খরচ হয়েছে। ঘাটতি ৩১,৯৬১.০০ টাকা ঐ বৎসরের মঞ্জুরীকৃত Additional Grant থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩) এই পদ গুলির মধ্যে তিনটি পদ পূরণ করা হয়েছে। Sub-Overseer দুইজন এবং Assistant Foreman একজন।

৪) পৌর সংস্থার আর্থিক অবস্থা ও ব্যয় সংকোচের কথা বিবেচনা করে শূন্য পদগুলি পূরণ করা হচ্ছে না অত্যাবশ্যক উন্নয়ন মূলক কাজ চালানোর জন্য P. W. D. থেকে একজন Assistant Engineer, দুইজন Overseer এবং তিনজন Work Assistant পৌর সংস্থায় ডেপুটেশনে আনা হয়েছিল পৌর সংস্থার আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন উক্ত ডেপুটেশনিষ্টদের মধ্য থেকে একজন Overseer ও তিনজন Work Assistantকে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 22

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪এ আউস এবং আমন ফসল সরকার মোট কত সংগ্রহ করেছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) ঐ সংগৃহীত ধানের মধ্যে কত পরিমাণ চাল করা হইয়াছে ;

৩) ঐ ধান ও চাল থেকে এ পর্যান্ত মোট কতটা বন্টন করা হয়েছে, কতটা সরকারী গুদামে আছে (আউস ও আমনের আলাদা আলাদা মহকুমা ভিত্তিক হিসেব) ?

উত্তর

১, ২, ৩) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

UNSTARRED QUESTION NO. 36

By Shri Samar Choudhery

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া বিভাগে কত সংখ্যক ট্রাইবেল জুমিয়া ও ভূমিহীনকে জুমিয়া পুনর্বাসনের ৫০০ টাকা স্কীমে পুনর্বাসন এবং আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে ?

২। যদি তাহাদিগকে ভূমি দেওয়া হইয়া থাকে তবে কতজন পুনর্ব্বাসনের ভূমি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে ?

৩। তাহাদিগকে অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে কি ?

উত্তর

১। সর্ব্বমোট ১২২৫ পরিবারকে ৫০০ টাকার স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২। সকলকেই ভূমি দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে ১১০ পরিবার তাহাদের পুনর্বাসনের ভূমি হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়েছে।

৩। জুমিয়া আদিবাসী পরিবারগণকে অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে জমি ও অর্থসাহায্য অনুদান হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল।

UNSTARRED QUESTION NO. 2

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৪ এর আর্থিক বছরে বিশালগড় ব্লকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীমে কতটাকা মঞ্জুর হইয়াছে ?

২। মঞ্জুরী টাকা কোন কোন খাতে কত টাকা এ পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। ১৯৭৪ইং সনের আর্থিক বছরে (১৯৭৪-৭৫) বিশালগড় ব্লকে উপজাতি কল্যাণ প্রকল্পে এ পর্য্যন্ত মোট ১,৭৫,৩৮০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

২। ১৯৭৪ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যে সকল প্রকল্পে মঞ্জুরীকৃত অর্থ খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক) ভূমিহীন উপজাতি ও জুমিয়া পুনর্ব্বাসন খাতে— মোঃ ১,২৩,৯৮০ টাকা।

UNSTARRED QUESTION NO. 6

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Dept. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ১৯৬৪ সালে মোট গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা কত ছিল এবং এখন কত, ডিপাটমেণ্টওয়াইজ তার হিসেব ;

২। যদি এই সংখ্যা বেড়ে থাকে, তবে তার জন্যে মাসিক কত খরচ বেড়েছে।

৩। গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ১৯৬৪ সালে বিভিন্ন বিভাগে অফিসারের সংখ্যা ছিল—৬৩৬ জন।
বর্ত্তমানে গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা··· ১২৩৭ „
বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২। অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মোট আনুমানিক মং টা: ৩,২৭,০৩৬·৪২ পয়সা।

৩। ১৯৬৪ সালের তুলনায় বিভিন্ন বিভাগে অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধির মুল কারণগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য।

(খ) কতিপয় বিভাগের বর্দ্ধিত কাজের চাহিদা পুরণের জন্য।

(গ) ১৯৬৪ইং সনের পর কতিপয় বিভাগের পুনর্গঠনের জন্য।

(ঘ) নূতন অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায়।

(ঙ) ত্রিপুরা তিনটি জেলায় বিভক্ত হওয়ায়।

Sl. No.	Name of the Department.	Gazetted officers in position		Monthly est imated excess expenditure on a/c. of increase of officers.
		1964	1974	
1.	Statistical Departmenr.	4	3	—
2.	Animal Husbandry & Vety. Services Department.	5	11	Rs. 4,971.00
5.	Asstt. Transport Commissioner.	2	2	—
4.	Printing & Stationery Deptt.	1	1	—
5.	Labour Department.	1	4	Rs. 2,350.00
6.	Election Department.	1	2	Rs. 568.00
7,	Anti-Corruption Department.	2	3	Rs. 669.00
8.	Jail Department.	1	2 (one non-gazetted post has been up-graded in the same scale of pay)	—
9.	Governor's Secretariat.	—	1	Rs. 2,500.00
10.	Evaluation Organisation.	—	1	Rs. 593.20
11.	Directorate of Tribal Research.	—	1	Rs. 550.50
12.	Civil Secretariat.	20	29	Rs. 26,000.00
13.	Directorate of Civil Defence.	—	2	Rs. 1,400.00
14.	Health & Family Planning Deptt.	97	211	Rs, 86,000.00
15.	Cooperative Department.	8	14	Rs. 6.000.00
16.	Forest Department.	8	15	Rs. 9.400.00
17.	Agriculture Department.	17	35	Rs. 10,442.00
18.	Directorate of Employment Services & Manpower Planning.	1	9	Rs. 2,791.00
19.	District & Sessions Judge.	11	15	Rs. 5,000.00
20.	Chief Minister's Secretariat.	—	1	Rs. 1,285.00
21.	Food & Civil Supplies Department.	6	20	Rs 11,155 82
22:	Panchayat Raj Department.	2	8	Rs, 4,196.00
23.	Directorate of Land Records & Scttlement.	18	8	—
24.	Directorate of Public Reations & Tourism.	2	7	Rs. 3,204.10
25.	Public Works Department.	59	140	Rs. 61,746.00
26.	Indnstries Department.	21	26	Rs. 4.215.00
27.	Education Department.	196	465	Rs. 10,630.00
28.	Tribal Welfare Department	5	11	Rs. 8,575.00
29.	Relief & Rehabilitation Deptt.	2	2	—
30.	Home (Policej Department.	53	83	Rs. 44,600.00
31.	Djstrict Administration.	93	101	Rs. 14,355.00
32.	Rural Water Supply Deptt.	—	1	Rs. 1,135.00
33.	Tripura Public Service Commission.	—	2	Rs. 1,801.92
34.	Planning & Coordination Deptt, (State Planning Machinery).	—	1	Rs. 801.92
	TOTAL :—	636	1,237	Rs. 3,27,036 42

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 66

By Shri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই পশ্চিম রাজনগর মৌজায় গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ; এবং

২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত করা হইবে ?

উত্তর

১) বর্ত্তমানে রাজনগর এলাকায় একটি গ্রামসেবক কেন্দ্র আছে এবং পশ্চিম রাজনগর মৌজা ঐ এলাকাধীন। পশ্চিম রাজনগর মৌজায় আরও একটি গ্রামসেবক কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 58

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Suplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ সালে ত্রিপুরা সরকার কি পরিমাণ সিমেন্ট পাইয়াছেন ;

২। সিভিল সাপ্লাই হইতে গভর্ণমেন্টের ওয়ার্ক-এর জন্য কি পরিমাণ সিমেন্ট ১৯৭২-৭৩ এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হইয়াছে ;

৩। বর্ত্তমানে ত্রিপুরার সিভিল সাপ্লাই ষ্টকে সিমেন্ট কি পরিমাণ আছে ?

উত্তর

১। ক) আড়তদারের খাতে— ৩,৫২৫·৬৮ মেট্রিক টন

খ) পূর্ত্ত বিভাগের খাতে—১৩,৫৬৯·০০ ,,

মোট— ১৭,০৯৪·৬৮ ,,

২। গভর্ণমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কাজের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ—

১)	বি, ডি, ও, বগাফা	—	৫৫ ব্যাগ
২)	বি, ডি, ও, রাজনগর	—	৫০ ,,
৩)	ডি, এম এণ্ড কালেক্টর, উত্তর ত্রিপুরা জিলা	—	১৬ ,,
৪)	পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, উত্তর ত্রিপুরা জিলা	—	৮ ,,
৫)	কৈলাসহর কলেজ	—	১০ ,,
৬)	ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট	—	৫৬ ,,

৭) বি, ডি, ও, পানিসাগর — ৪৪৪ ,,
৮) বি, ডি, ও, কুমারঘাট — ৩২৫ ,,
৯) প্রজেক্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, কাঞ্চনপুর— ৬০০ ,,
১০) প্রজেক্ট এক্জিকিউটিভ অফিসার, ছাওমনু — ২৫০ ,,
১১) ৯০, বি, এস, এফ ৪০০ ,,
১২) ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট — ৪৫ ,,
১৩) বি, ডি, ও মোহনপুর — ৪৭৫ ,,
১৪) বি, ডি, ও তেলিয়ামুড়া — ৪২৫ ,,
১৫) বি, ডি, ও জিরানীয়া — ২২৫ ,,
১৬) বি, ডি, ও মেলাঘর — ১২৫ ,,
১৬) বি, ডি, ও বিশালগড় — ২০৫ ,,
১৮) বি, ডি, ও খোয়াই — ৩৫০ ,,
১৯) ৪৯, বেটেলিয়ন, সি, আর, পি — ৭ ,,
২০) ৯২, বি, এস, এফ — ৭০ ,,
২১) এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট — ৩০ ,,
২২) ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট — ৫৭৫ ,,

৩। ৩০ | ৯ | ১৯৭৪ ইং তারিখ পর্য্যন্ত — ৮,৪২৭ ব্যাগ

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 1.

By Shri Kalipada Banarjee

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ সালে সাব্রুম মহকুমায় যে সব তপশিলি উপজাতি ও তপশিল সম্প্রদায়ের লোককে গৃহ নির্মাণের জন্য গ্রাণ্ট দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম ও দেয় টাকার পরিমাণ।

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ ইং আর্থিক বৎসরে গৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদান যে সকল তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতির পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে তাহার পৃথক পৃথক হিসাব ও প্রাপকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। উপরোক্ত আর্থিক বৎসর-গুলিতে প্রতি পরিবারকে মং ৩০০্ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

আর্থিক বৎসর	তপশিলী উপজাতি পরিবারের সংখ্যা	তপশিলী জাতির পরিবারের সংখ্যা
১৯৭২-৭৩	১৬ পরিবার	১২ পরিবার
১৯৭৩-৭৪	৬৮ ,,	৪৫ ,,

১৯৭২-৭৩ ইং সনে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের আর্থিক অনুদান প্রাপকের নাম।

	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১।	শ্রী অন্য ত্রিপুরা	পূর্ণ কুমার ত্রিপুরা	ফুলছড়ি।
২।	,, উপেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা	দীন কুমার ত্রিপুরা,	ভুরাতলী।
৩।	,, জীবন রতন নোয়াতিয়া	ভদ্রসেন নোয়াতিয়া	দক্ষিণ-ভুরাতলী।
৪।	,, দিব্য কুমার চৌধুরী	মধু কুমার চৌধুরী,	ফুলছড়ি।
৫।	,, পূর্ণ কুমার ত্রিপুরা	অন্যজীবন ত্রিপুরা,	ত্রৈকৃষ্ণা।
৬।	,, নব কুমার ,,	ঊষা চন্দ্র ,,	ভুরাতলী।
৭।	,, অনন্ত কুমার ,,	৺কৃষ্ণ চন্দ্র ,,	ঘনবনকুল।
৮।	,, ধর্ম কুমার ,,	অন্যপ্রসাদ ,,	ত্রৈকৃষ্ণা।
৯।	,, মোমং মগ	রামদ্রো মগ,	মনোবনকুল।
১০।	,, গোবিন্দ প্রসাদ দেববর্মা	মহিম লাল দেববর্মা,	হরিণা।
১১।	,, হরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা	পাখা চন্দ্র ত্রিপুরা,	পোম্পছড়ি।
১২।	,, চন্দ্র কুমার ,,	রবিকৃষ্ণ ,,	বাঘমারা।
১৩।	,, প্রতাপ চন্দ্র ,,	৺ভাগ্য ,,	বাঘমারা।
১৪।	,, ভারত চন্দ্র ,,	সুরেন্দ্র ,,	ভুরাতলী।
১৫।	,, কমলাজয় ,,	৺মুক্ত চন্দ্র ,,	চাতকছড়ি।
১৬।	,, অমর কিশোর ,,	প্রস চন্দ্র ,,	সাতচাঁদ।

১৯৭২-৭৩ ইং সনে তপশিলী জাতির প্রাপকের নাম।

	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১।	শ্রী রাজ কুমার ত্রিপুরা	স্বর্গীয় রজনী কুমার দাস,	পশ্চিম জলাফা।
২।	,, গুণধর নম	,, নবীন চন্দ্র নম,	ফনীন্দ্র নগর।
৩।	,, হর কুমার মালাকার,	,, সুবল চন্দ্র মালাকার,	ঐ
৪।	,, মনোমোহন মজুমদার	,, শশী কুমার মজুমদার	মাধবনগর।
৫।	,, মনীন্দ্র কুমার দাস	,, চন্দ্রনাথ দাস,	ঐ
৬।	শ্রীমতি শৈরান্ধি বালা দাস	স্বামী স্বর্গীয় সুরেন্দ্র কুমার দাস,	হরিনারায়নপুর।
৭।	শ্রী কর্ণ কুমার মালাকার	স্বর্গীয় হরিশ চন্দ্র মালাকার	মাধবনগর।
৮।	শ্রীমতী গুরবালা শুক্লদাস	স্বামী স্বর্গীয় বিপিন চন্দ্র শুক্লদাস,	জলাফা।
৯।	শ্রী দীনবন্ধু দাস	স্বর্গীয় বিপিন চন্দ্র দাস,	ঐ
১০।	,, শুকদেব দাস	শ্রী সুরেশ চন্দ্র দাস,	উত্তর ভুরাতলী।
১১।	নগেন্দ্র কুমার জল দাস	স্বর্গীয় রজনী কুমার জল দাস,	পশ্চিম জলাফা।
১২।	শ্রীমতি জয়বালা দাস	স্বামী মনোমোহন দাস,	উত্তর ভুরাতলী।

১৯৭৩-৭৪ ইং সনে তপশিল জাতির প্রাপকের নাম।

	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১।	শ্রী মনমোহন দাস	স্বর্গীয় নিশিকান্ত দাস,	উত্তর ভুরাতলী।
২।	,, নক্ষত্র কুমার দাস	,, রাম সুন্দর দাস,	মানিকগড়।
৩।	,, উপেন্দ্র কুমার সরকার	,, মহেশ চন্দ্র সরকার	তৈবন্ধ।
৪।	,, কৃষ্ণকমল বৈষ্ণব	নবিন চন্দ্র দাস,	পূর্ব্ব জলাফা।
৫।	,, গৌবিন্দ দাস	স্বর্গীয় জলধর দাস,	নূতন মন্থু।
৬।	শ্রীমতি সুরমালা দাস	স্বামী ৺বিপিন চন্দ্র দাস,	ডলুবাড়ী।
৭।	শ্রীমতি সুরবালা ভৌমিক	,, ৺দ্বারিকা ভৌমিক,	পূর্ব্ব জলাফা।
৮।	শ্রী অবনী মোহন দাস	৺দ্বারিকা দাস,	ঐ
৯।	,, নকুল চন্দ্র দাস	৺রজনীকান্ত দাস,	ডলুবাড়ী।
১০।	শ্রীমতি হেমলতা বিশ্বাস	স্বামী ৺জ্ঞান চন্দ্র বিশ্বাস,	ফুলছড়ি।
১১।	শ্রী চন্দ্র মোহন চৌধুরী	নন্দ মোহন চৌধুরী,	ঐ
১২।	শ্রীমতি আমোদা বাসী নম	স্বামী উমেশ চন্দ্র নম,	গার্দ্দাং।
১৩।	শ্রী রাজমোহন মজুমদার	মহারাজ মজুমদার,	জলাফা।
১৪।	,, নক্ষত্র কুমার দাস,	৺হরি চন্দ্র দাস,	ভুরাতলী।
১৫।	শ্রীমনি উজ্জলাবালা দাস	স্বামী নরেশ চন্দ্র দাস,	উত্তর ভুরাতলী।
১৬।	শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস	সম্ভু দাস,	গার্দ্দাং।
১৭।	,, বিপিন বিহারী বিশ্বাস	কামিনী বিশ্বাস,	নূতন মন্থু।
১৮।	,, কৃষ্ণ চন্দ্র বর্মন	স্বর্গীয় নগরবাসী বর্মন,	গার্দ্দাং।
১৯।	শ্রীমতি মুক্তিবাসী দাস	স্বামী পাখীর চন্দ্র দাস,	ফুলছড়ি।
২০।	শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস	৺রুহিনী কুমার দাস,	ডলুবাড়ী।
২১।	শ্রীমতি সরলাবালা রায়	স্বামী ৺প্রকাশ রায়,	বিবেকানন্দ পল্লী।
২২।	শ্রী রাধামনি নমঃ	তারকমণি নমঃ,	ডলুবাড়ী।
২৩।	শ্রীমতি শশীরাণী দাস	স্বামী রাধাগৌবিন্দ দাস,	হরিনারায়ণপুর।
২৪।	শ্রী অমূল্য চন্দ্র দাস	স্বর্গীয় অতুল চন্দ্র দাস,	উত্তর ভুরাতলী।
২৫।	,, যতীন্দ্র কুমার দাস	অন্নদা দাস,	হরিনারায়ণপুর।
২৬।	,, রাজমোহন জলদাস	৺নবিন চন্দ্র দাস,	পশ্চিম জলাফা।
২৭।	,, নরবাসী দাস	নব চন্দ্র দাস,	ডলুবাড়ী।
২৮।	,, উমেশ চন্দ্র দাস	বসন্ত চন্দ্র দাস,	সাতচান্দ।
২৯।	,, নরেন্দ্র কুমার জলদাস	নকুল চন্দ্র জলদাস,	মুধুয়া।
৩০।	,, যজ্ঞেশ্বর নম	ইন্দ্রকুমার নম,	রাজনগর।
৩১।	,, কৃষ্ণ মোহন নম	উমেশ চন্দ্র নম,	ঐ

৩২।	শ্রীমতি বিমলাবালা দাস	স্বামী ৺হরিমোহন দাস	হরিনারায়ণপুর।
৩৩।	,, জ্যোৎস্নাবালা দাস	,, সুবল চন্দ্র দাস,	পশ্চিম লুধু।
৩৪।	,, কিরণবালা দাস	,, সুরেন্দ্র দাস,	মাণিকগড়।
৩৫।	শ্রী বনমালী শুক্লদাস	নন্দ কুমার শুক্লদাস,	জলাফা।
৩৬।	,, যামিনী কুমার দাস	বনমালী দাস,	মাধবনগর।
৩৭।	,, পেলু দাস	স্বর্গীয় মাথুর দাস,	ত্রৈবঞ্চ।
৩৮।	শ্রীমতি মোহনবাসী দাস	স্বামী অশ্বিনী কুমার দাস,	পদ্মীন্দ্রনগর।
৩৯।	,, মায়রাণী দাস	,, মনোরঞ্জন দাস,	সাবরুম।
৪০।	শ্রী হরেন্দ্র কুমার মজুমদার	শ্রী মহারাজ মজুমদার,	বিজয়নগর।
৪১।	,, উপেন্দ্র কুমার নম	নবিন চন্দ্র নম,	রাজনগর।
৪২।	,, সুরেন্দ্র কুমার নম	রামকালি নম,	ঐ
৪৩।	,, তরনী কুমার শুক্লদাস	জয় চন্দ্র শুক্লদাস,	সাতচান্দ।
৪৪।	,, আচরাম দাস	রাইমোহন দাস,	ঐ
৪৫।	,, ব্রজবাসী নম	ভৈরব নম,	গোয়াচান্দ।

১৯৭৩-৭৪ ইং তপশিল উপজাতি প্রাপকের নাম।

	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১।	শ্রী শৃলমনা ত্রিপুরা	বৈচাক ত্রিপুরা,	ভূরাভলী।
২।	,, চন্দ্রকান্ত চৌধুরী	ধনু চন্দ্র চৌধুরী,	ঐ
৩।	,, হরনাথ ত্রিপুরা	ব্রত কুমার ত্রিপুরা,	ঐ
৪।	,, রাজমোহন ,,	নটিনি ,,	ঐ
৫।	,, পূর্ণী চন্দ্র ,,	হরনাথ ,,	ঐ
৬।	,, বিষ্ণুহরি চৌধুরী	ধানু চন্দ্র চৌধুরী,	পোটাছড়া।
৭।	,, নরেন্দ্র ত্রিপুরা	পাট চন্দ্র ত্রিপুরা,	ঐ
৮।	শ্রীমতি চৈনাগু ত্রিপুরাণী	স্বামী পাট চন্দ্র ত্রিপুরা,	ঐ
৯।	,, স্যামারঙ্গ ,,	,, ভাদুরীয়া ,,	আলিমারা।
১০।	,, বাতাসী ,,	,, নলি ,,	ঐ
১১।	শ্রী মনচন্দ্র ত্রিপুরা	রুপই চন্দ্র ত্রিপুরা	পশ্চিম জলাফা।
১২।	,, প্রভাচন্দ্র ,,	স্বর্গীয় যজ্ঞরাম ,,	নুরবাতলী।
১৩।	,, আশারাম ,,	,, চন্দ্রকান্ত ,,	ঐ
১৪।	,, বালিকরায় ,,	,, সাতরায় ,,	ঐ
১৫।	শ্রীমতি যোগাশ্বরী ত্রিপুরাণী	স্বামী ৺বিশ্ব কুমার ত্রিপুরা,	গার্দাং।
১৬।	শ্রী করন চন্দ্র ত্রিপুরা	স্বর্গীয় প্রসন্ন ,,	ঐ
১৭।	মহেন্দ্র ,	মঙ্গলধন ,,	ঐ

	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১৮।	শ্রীমহিরাম ত্রিপুরা	শ্রীভেকা চন্দ্র ত্রিপুরা	মনুবাজার।
১৯।	,, হরিনন্দ ,,	,, গঙ্গারাম ,,	উত্তর মনুবাজার।
২০।	শ্রীমতি লতারাং ত্রিপুরাণী	স্বামী তংগ ,,	উত্তর বনফুল।
২১।	,, শত্রুলক্ষী ,,	,, সাধু কুমার ,,	মনুবাজার।
২২।	শ্রী মঙ্গল্যা ত্রিপুরা	আশাচন্দ্র ,,	ধনচন্দ্র পাড়া, মনুবাজার।
২৩।	,, শিধারাম ,,	আশাচন্দ্র ,,	ঐ
২৪।	,, স্যাহতু মগ	স্বর্গীয় রুধই মগ,	রুপইছুড়া।
২৫।	,, থাইলাইপ্রো মগ	থুইংন মগ,	গোয়াচান্দ।
২৬।	,, আগুরাই মগ	আরই মগ,	ঐ ।
২৭)	শ্রীমতিধন ত্রিপুরা,	স্বর্গীয় কিরিচন্দ্র ত্রিপুরা,	লুধুয়া।
২৮)	,, বালক দাস ত্রিপুরা,	গকুল চন্দ্র ত্রিপুরা,	পশ্চিম লুধুয়া।
২৯)	,, লতারাম ,,	সাতরায় ,,	ঐ
৩০)	,, পোশানরায় ,,	ধইংচন্দ্র ,,	সাধবনগর।
৩১)	,, মারিজয় ,,	দেবধন ,,	ঐ
৩২)	,, কৃষ্ণকুমার ,,	রশিকচন্দ্র ,,	ঐ
৩৩)	শ্রীমতি লাবান্তি ত্রিপুরাণী,	স্বামী বসন্ত ,,	ঐ
৩৪)	শ্রীকরণ চন্দ্র ত্রিপুরা,	ধর্মচন্দ্র ,,	তৈকুম্বা।
৩৫)	,, দুর্জয়মোহন ,,	৺ ধর্মচন্দ্র ,,	সিন্ধুকপাথর।
৩৬)	শ্রীমতি সারদালক্ষ্মী ত্রিপুরাণী,	স্বামী অন্তথাস ,,	ঐ
৩৭)	শ্রীধর চন্দ্র ত্রিপুরা,	মংকুরুই ,,	তৈকুম্বা।
৩৮)	,, দারুই ,,	স্বর্গীয় পাশচন্দ্র ,,	উত্তর তৈকুম্বা।
৩৯)	,, ধনীচন্দ্র ,,	,, রুপচন্দ্র ,,	বিবেকানন্দ পল্লী।
৪০)	,, নন্দকিশোর ,,	কাশীরাম ,,	মনুবাড়ী।
৪১)	,, মুক্তিরাম ,,	জলাধিরাম ,,	পুর্বজলাফা।
৪২)	,, সুরেন্দ্র ,,	হরিপ্রসাদ ,,	বেতাগা।
৪৩)	,, দশজয় ,,	নিরংগ ,,	মনুবাজার।
৪৪)	,, মহেন্দ্র ,,	ধর্মচন্দ্র ,,	বারটাটা।
৪৫)	,, মঙ্গল্যা ,,	পাঞ্চুরায় ,,	খাস চন্দ্র পাড়া, সমেন্দ্রনগর।
৪৬)	,, আগ্নিয়া মগ,	জিজ্ঞাসু মগ,	উত্তর কালাপানিয়া।
৪৭)	,, প্রভারায় ত্রিপুরা,	সাধুমঙ্গল ত্রিপুরা,	কালাপানিয়া, এম, টি, কলোনী।

	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
৪৮)	শ্রীকালীকৃষ্ণ ত্রিপুরা	সনব্রজয় ত্রিপুরা	ঐ
৪৯)	,, নয়ানসিং ,,	স্বর্গীয় কান্ত ,,	কালাচেপা।
৫০)	,, জ্ঞানেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা,	লক্ষীকুমার ,,	ঘোড়াকাপ্পা।
৫১)	,, পান্থ কুমার ,,	৺ নবিনচন্দ্র ,,	ঐ
৫২)	,, পরাঙ্গা ,,	৺ অক্ষয় ,,	সুখনাছড়ি।
৫৩)	,, কাংলা মগ,	কাচু মগ,	ঐ
৫৪)	,, মাংতা মগ,	ছাতাই মগ,	শিলাছড়ি।
৫৫)	,, ইন্দ্রজিৎ চাকমা,	মধু চাকমা,	ঐ
৫৬)	,, আইথ্যা মগ,	লেব্রা মগ	বরবিল।
৫৭)	,, বিপদজয় ত্রিপুরা,	৺ কৃষ্ণ ত্রিপুরা,	মনু।
৫৮)	,, সুবলকৃষ্ণ ,,	অর্জ্জুনচন্দ্র ,,	সেকবাড়ী।
৫৯)	,, ললিতমোহন ,,	রবীনকৃষ্ণ ,,	ঐ
৬০)	,, দেশরাম ,,	হরিদাস ,,	ঐ
৬১)	,, কাঙ্গচৈ ,,	দেজ্র ,,	কালিতা বনকুল।
৬২)	,, মাও মগ,	মাথো মগ,	ঐ
৬৩)	,, বদন চন্দ্র ত্রিপুরা,	৺ গোলক চন্দ্র ত্রিপুরা,	আলিয়ামুড়া।
৬৪)	শ্রীমতি দামরুং ত্রিপুরা,	স্বামী সুকুমার ত্রিপুরা,	আলিয়ামুড়া, কাঠালছড়ি।
৬৫)	শ্রীবাগন চন্দ্র ,,	৺ তৈলক্ষরাম ,,	পশ্চিম কাঠালছড়ি।
৬৬)	,, সুধামনী ,,	নন্দকিশোর ,,	বাঘমারা।
৬৭)	,, সুরেন্দ্রকুমার ,,	রাজকুমার ,,	ভুরাতলী।
৬৮)	,, দশরথ চৌধুরী,	প্রহ্লাদ চৌধুরী,	ঐ

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 69
By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ ইং সনের জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসে ত্রিপুরা সরকার কন্টিনজেন্ট হিসাবে কতজনকে সরকারী কাজে নিয়োগ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) ১৯৭৪ ইং সনের জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসে মোট ১০৩ জনকে সরকারী কাজে কন্টিনজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সম্বলিত তালিকার দেওয়া হইল।

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CONTINGENT WORKER ENGAGED IN VARIOUS DEPT./OFFICES UNDER THE GOVT. OF TRIPURA DURING JUNE, JULY AND AUGUST, 1974.

Sl. No.	Name of Departments/ Offices.	No. of contingent worker engaged during 1974. June	July	August	Total
1	2	3	4	5	6
1.	S. A. Deptt. (Secretariat Deptt.)	1	--	1	2
2.	D. M. & Collector, West Tripura	—	1	1	2
3.	D. M. & Collector, North Tripura	—	1	1	2
4.	D. M. & Collector, South Tripura	—	—	1	1
5.	Public Relations & Tourism	—	2	—	2
6.	Tribal Welfare Deptt.	—	—	2	2
7.	Printing & Stationery Deptt.	—	—	2	2
8.	Panchayat Raj Deptt.	—	—	1	1
9.	Education Department	23	19	13	55
10.	I. G. of Police, Tripura	—	—	1	1
11.	Health & Family Planning Deptt.	—	—	15	15
12.	Prisons Directorate	4	4	4	12
13.	Statistical Department	—	—	2	2
14.	Evalution Organisation	—	—	1	1
15.	Tripura Public Service Commissi n	—	2	—	2
16.	Directorate of Tribal Research	—	1	—	1
	TOTAL :	28	30	45	103

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 11th October, 1974, at 11 A. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik Speaker was in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, the Deputy Speaker, 1 Deputy Minister, and 47 Members.

STARRED QUESTION

Mr. Speaker :— To-day in the List of Business are the following question to be answered by the Minister concerned. Starred Question.—Shri Anil Sarkar.

Shri Anil Sarkar :—Question No. 47

Shri S. M. Sen Gupta (Chief Minister) :— Question No. 47. Sir.

QUESTION

1. Whether Tripura Road Transport Corporation is being run at a profit or at loss ;
2. If at loss, an annual break up of the loss upto this time, and
3. The reasons for such losses ?

ANSWER

1. The annual accounts of the Tripura Road Transport Corporation for the year 1971-72 and 72-73 have been closed and revealed net profit to the tune of Rs. 246,399·76 paisa during the year 71-72 and net loss to the extent of Rs. 10,58,022·82 paisa during 1972-73.
2. Year wise break up as below :

   1972-73 ... ... Rs. 10,58,022.82 (loss)

   1973-74 The Annual Accounts is yet to be finally closed, and profit/loss assessed.
3. The reason for the losses may be atributed mainly to the following causes :—
   1. Downfall of transportable goods.
   2. Increase of expenditure for necessary tools, fuel, petroleum produets and establishment.
   3. Limited business facility in the competative market.
   4. Existance of private buses on the routes at initial stages.

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই টি, আর, টি, সি,কে বাস এবং ট্রাক কেনার জন্য সরকার কত টাকা ঋণ দিয়েছেন এবং তার বার্ষিক ইন্টারেষ্ট কত এবং ইনভেষ্ট কত। এবং সেই টাকা সব টাকা বাস এবং ট্রাক কেনার জন্য ইনভেষ্ট হয়েছিল কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, এই সম্পর্কে এই কোয়েশ্চানের মধ্যে এটা আসে না। কাজেই এই সম্পর্কে পরে জানতে চাইলে আমি জানাব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কি জানাবেন যে টি, আর, টি, সি, একাউন্টে কত টাকা আছে যা টি, আর, টি, সি, ইনভেষ্ট করে নি। এবং না করায় তাদের ইন্টারেষ্ট বেশী হওয়ার ফলে তাদের হিউজ লস হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে কি কি কজেসের জন্য এই হিউজ লস হচ্ছে। তার মধ্যে একটা মেনসন করলে চলবে না, কারণ, সঙ্গে সঙ্গে সমস্তগুলি বলতে হবে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : — স্যার, এই ভদ্রলোক মোটেই বলেন নি। উনি ত কতগুলি বলেছেন। আমি বললাম যে ব্যাঙ্কের সুদ দিয়ে আমরা টাকা ইনভেষ্ট করতে পারছি না, এটা একটা কারণ কি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কের টাকা সুদ বাবদ কত দিচ্ছি। স্যার, ব্যাঙ্কের টাকা নয়। যে টাকা আমরা গভর্ণমেন্ট থেকে লোন নিচ্ছি তার সুদ বাবদ কত দিচ্ছি ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে কারেক্ট ফিগারটা বলা কঠিন। কারণ এই মুহূর্ত্তে আমার কাছে সেই মেটেরিয়েল্স নেই।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এইটুকু জানাতে পারেন কি যে মোট কত টাকা এখন পর্য্যন্ত আমরা গভর্ণমেন্ট থেকে পেয়েছি। এবং তার থেকে কত টাকা আমরা ইনভেষ্ট করতে পেরেছি। মোট কত টাকা পেয়েছি এবং তার মধ্যে কত টাকা ইনভেষ্ট করতে পেরেছি।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কারেক্ট ফিগারটা দেব পেলে পরে। এখন একটা রাফ একটা কথা বলতে পারি। কিন্তু কারেক্ট ফিগারটা আমার কাছে নাই।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এইটাই ত সবাই চায়। আপনি বলুন। তারা টাকা ইনভেষ্ট করছেন না। অথচ আমরা বিভিন্ন জায়গায় গাড়ী দিতে পারছি না। সাউথে আমরা গাড়ী দিতে পারছি না, কৈলাসহর থেকে কমলপুর, ধর্মনগরে গাড়ী দিতে পারছি না। অথচ আমরা সুদ গুনছি। এটা একটা বড় কারণ লসের পক্ষে। এটা ত স্যার তৈরী হওয়া উচিত ছিল।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দুঃখিত যে এই সম্পর্কে আমি ফিগারটা দিতে পারিনি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী লসের কারণ সম্পর্কে বলেছেন যে পেট্রল, মবিল, মোটর পার্টস সমস্ত জিনিষের দাম বেড়েছে। এটা সত্যি কি না যে পেট্রল, মবিল, মোটর পার্টস ইত্যাদি বাড়া সত্বেও যাত্রী ভাড়া না বাড়ায় এই লস হচ্ছে ? এবং ত্রিপুরার যাত্রী ভাড়া অন্যান্য প্রভিন্সের থেকে অনেক কম, এটা ঠিক কি না ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে আগে থেকে যে ভাড়া চালু ছিল, এই সমস্ত প্রডাক্টসের মূল্য বাড়া সত্ত্বেও এত দিন সেই ভাড়াই কন্টিনিউ করেছে। এখন এই ভাড়া বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে, নয়তো আমরা দেখছি যে লস দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ডাউনফল অব ট্রান্সপোর্ট্যাবল গুডস অর্থাৎ এই গাড়ীতে যে সমস্ত মাল আনা নেওয়া করত বাঙলাদেশের আমলে, এখন সেটা করতে পারছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে ত্রিপুরা সরকার যে সমস্ত খাদ্য বা অন্যান্য জিনিষ যে বহন করে বা এফ,সি,আই থেকে যে সমস্ত ত্রিপুরায় আসে, এর সবটা টি, আর, টি, সি, পান কি না, যদি না পান তাহলে কারণটা কি ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে মালটা এখানে আনা হয়, যতদূর সম্ভব টি, আর, টি, সি'র মারফত লোড করা হয়।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— নট ইভেন ২০ পারসেন্ট।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত : — মাননীয় সদস্যের সংগে আমি ডিসপিউট করতে চাইছি না, আমি যেকথা বলেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা টি, আর, টি, সির মারফত লোড করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু এটা একটা কমার্সিয়্যাল বিজনেস ফার্ম, সেটা আমাদের টেণ্ডায় মারফতে যেতে হয়। সেইজন্য সব সময়ে টি, আর, টি, সি, মারফতে দেওয়া যায় না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে লস যেটা হচ্ছে বা হয়েছে, সেটা একমাত্র ভাড়া বাড়া বাড়লেই লসটা পুরণ হবে, না অন্য কোন ব্যবস্থা সরকারের বিবেচনাধীন আছে এই লস কমানোর জন্য ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব জিনিসটাই সতর্কতার সংগে বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। কিছু ভাড়া বাড়লে হবে কি না—ভাড়া বাড়লে কিছু পরিমাণ লস হয়তো পুরণ হবে তাছাড়া এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে চেঞ্জ করে বা কারেকশান করে যাতে লস কমিয়ে আনা যায় বা বন্ধ করা যায়, তার জন্যও চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে বাস এবং ট্রাক মেইনটেন্স এর জন্য ওয়ার্কসপ এখানে নেই বলে এই লসটা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটার খানিকটা সত্য, তার কারণ আমাদের এখানে যে ফার্মগুলি রয়েছে তাতে যে ধরণের মেকানিকস এবং এই বাসের কাজটা যত তাড়াতাড়ি পাওয়া দরকার সেই ধরনের এরেঞ্জমেন্ট না থাকার দরুণ কিছুটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে আমরা সেইজন্য ভাবছি এখানে একটা ভাল ওয়ার্কশপ করা যায় কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কত বাস এবং ট্রাক এখানে অচল হয়ে আছে ?

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট রিলিভেন্ট কোয়েশ্চান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অস্বীকার করতে পারবেন যে গত এক বছর ৫০ পারসেন্ট অব টি, আর, টি, সি, আউট অব অর্ডার হয়ে হসপিটালাইজড হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু আছে যেগুলি নর্মেল কোর্সে বসে থাকে, কিছু আছে যেগুলি কাজ না থাকার ফলে বসে থাকে, কিছু আছে যেগুলির পার্টস পেতে কিংবা মেরামত করতে যে এ্যারেঞ্জমেন্ট দরকার, সেটা করতে অসুবিধা, সেইজন্য কিছুদিন বসে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কত টায়ার এবং বিভিন্ন মটর পার্টস এই গত ১৯৭১-৭২ থেকে এই পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে ? কোন হিসেব নেই। একটা টায়ারের দাম হবে এখন আটশত টাকা, কাজেই নাম্বার অব টায়ারস যার কোন হিসেব নেই, সেটা মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুদিন আগে—আমি আগেই বলেছি যে অডিট শেষ হয়েছে ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ সনের, এই সম্পর্কে ডিটেলস রিপোর্ট এলে পরে মাননীয় সদস্যদের জানাতে পারব।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই পর্যন্ত কতগুলি এ্যাকসি- ডেন্ট টি, আর, টি,সি'র গাড়ীতে হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে না, একথা নয়, গাড়ী বসে নেই একথাও আমি বলছি না। তবে আমি বলছি যে, যে ধরনের অভিযোগ আসে এতটা সত্যি নয়, কিছু কারেক্ট। কারণ অন্যান্য রাজ্যের সংগে কম্পেয়ার করে আমরা দেখেছি যে এ্যাকসিডেন্ট আমাদের এখানে তুলনামূলক কম।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কত পারসেন্ট এ্যাকসিডেন্ট ত্রিপুরাতে হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে ডিটেলস রিপোর্ট আমার কাছে নেই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অন্যান্য রাজ্য থেকে আমাদের এখানে কম এ্যাকসিডেন্ট হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তার একটা হিসেব থাকা উচিত বলে আমি মনে করি যে কারণে কম বললেন। তা না হলে কিসের উপর ভিত্তি করে কম বললেন।

মিঃ স্পীকার :—পরে তিনি দেবেন বলেছেন তো।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আসাম আগরতলা রোডের দুর্গম এলাকায় যদি এ্যাকসিডেন্ট হয়, সেই বাস রিপেয়ার করার কি ব্যবস্থা আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় মেকানিকস রয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এই আসাম—আগরতলা রোডের উপর কোথায় আছে বলুন না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মনগর রয়েছে, আমবাসা রয়েছে, তাছাড়া যারা গাড়ী চালায় তারাও অন্ততঃ সামান্য কারণে যদি মেকানিক্যাল গোলমাল হয়, তাহলে সেটাকে সারিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখে। আর এমন কোন ঘটনা যদি ঘটে যেটা তাদের আওতার বাইরে, তাহলে খবর পেয়ে সেখানে মেকানিকস যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে চান যে প্রাইভেট গাড়ী যেমন সাবান দিয়ে কাগজ দিয়ে এবং দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে মেরামত করে টি, আর, টি, সি, গাড়ীও সেই রকমভাবে মেরামত করা হবে ? একটা সেকশান পার হয়ে আসার পর যে চেক করবে গাড়ী-টাকে যে সেটা ঠিক আছে কিনা এইরকম কিছু নেই। আমরা দেখছি যে একটা মাইনর যন্ত্রের জন্য গাড়ীটাকে ফেলে যেতে হয় রাস্তায়। কাজেই ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলার মাঝখানে এমন কোন ওয়ার্কশপ নাই যেখানে গাড়ীটাকে চেক আপ করতে পারে একটা ভাল মেকানিক দিয়ে, একটা ভাল চেক আপ করার জন্য ষ্টেশন রেখেছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাইভেট গাড়ী সেইরকম করতে পারে। কিন্তু সাবানের কারবার টি, আর, টি, সি'তে নেই।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বললেন তিনি কি জানাবেন যে টি, আর, টি, সি,তে প্রোফরমা অ্যাকাউন্ট মেনটেন করা হয় কিনা এবং যদি অডিট করা হয়ে থাকে সেটা কি এ, জি, অডিট করেছেন, না ইন্টারনেল অডিট ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইন্টারন্যাল অডিটের মধ্যেও সেটা পাওয়া যেতে পারে যে অ্যাকাউন্টস মেনটেন করা হয় কি না হয়। যদি দেখা যায় যে সেটা মেনটেন হচ্ছে না তাহলে মেনটেন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—জবাব হল না। উনি বলেছেন যে হোয়েদার দি অডিট ইজ ইন্টারন্যাল ? সেকেণ্ড হচ্ছে যে যে অ্যাকাউন্ট রাখা হয় সেটা কি প্রোফরমা অ্যাকাউন্ট কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি বলেছি যে দুই রকম প্রসেসে করা হয়। একটা হল যারা ইন্টারন্যাল অডিট করেন তাদের মধ্যে এ, জি, এর লোকও থাকেন এবং এ, জি, এর লোক দিয়ে এটাকে করানো হয়। কাজেই তাদের অন্ততঃ জানা থাকবে যে প্রোফরমা অ্যাকাউন্ট আছে কি নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আপনার কি খবর ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—লস অ্যাণ্ড প্রফিটের যখন খবর পাওয়া গেছে তখন নিশ্চয়ই প্রোফরমা অ্যাকাউন্ট থাকার কথা।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে আগরতলা—ধর্ম্মনগর রাস্তার মধ্যে কোন ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা কিংবা কোন রিলিফ ভ্যান দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এর মধ্যে ওয়ার্কশপ যেটা প্রয়োজন ইন বিটোয়িন আগরতলা এবং ধর্ম্মনগরের মধ্যে সেটা করা যায় কিনা তার পরিকল্পনা রয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— হোয়াট অ্যাবাউট রিলিফ ভ্যান ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে এখন যে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে ধর্ম্মনগর এবং আগরতলার মধ্যে যদি মাইনর রিপেয়ার দরকার থাকে সেটা চালকরাই করে নিতে পারেন এবং সেটা যদি করা না যায় তাহলে মোবাইল ইউনিট আছে, তারা খবর পাওয়ার সংগে সংগে যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ওয়ার্কশপ আছে গান্ধীগ্রামের আরও আগে এটা আগরতলা টি, আর, টি, সি, অফিস থেকে কত দূরে এবং কয়টা গাড়ী যেতে আসতে কত পেট্রোল বা ডিজেল খরচ হয় এটা জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এটা লস এর কথা। যদি আগরতলার কাছে হত তাহলে থাউজেণ্ডস অব রুপীজ বেঁচে যেত। এটা অত্যন্ত রিলিভেণ্ট কোয়েশ্চান, কারণ ওরা ব্যানক্রাপ্ট। তাঁরা এতদূর করেছেন যে গাড়ী যাতায়াতে বহু টাকা খরচ হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি গত তিন বছরে কত টাকা গাড়ী যাতায়াতের জন্য খরচ হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়ার্কশপ বড় করে করতে গেলে টাউনের মধ্যে সম্ভব হয় না। সেটা বাইরে করতে হয় যেখানে গাড়ী থাকবে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যে সমস্ত প্রাইভেট পার্টি বা রাজনৈতিক দল যারা টি, আর, টি, সি, গাড়ী ভাড়া নিয়েছেন যেমন কংগ্রেস বা যুব সমিতি তাদের কাছ থেকে সেই ভাড়ার টাকা সবটা পাওয়া গিয়েছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ ইরিলিভেণ্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারবেন কি যে কত টাকা পাওনা আছে দীর্ঘদিন যাবত যে কোন প্রাইভেট পার্টি থেকে টি, আর, টি, সি, ভাড়া বাবত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে তদন্ত না করে আমি কিছু বলতে পারব না।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উনি বলছেন যে ১০ লক্ষ টাকা লস হয়েছে। কি কি কারণে লস হচ্ছে এবং এই সম্পর্কে ভিজিলেন্স এনকোয়ারী হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সব কারণ দেখানো হয়েছে তার জন্য ভিজিলেন্সের কোন প্রয়োজন পড়ে না। সেটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এনকোয়ারী হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সমগ্র লংতরাই এবং আঠারোমুড়া এবং বড় মুড়া এর মধ্যে কোন ষ্টেশন না থাকাতে এই জন্য ৩০/৪০ হাজার ট্রাইবেল যারা আছে তারা টি, আর, টি, সি,এর কোন সুযোগ পাচ্ছে না এটা সত্যি কিনা যার ফলে আমাদের লস আরও বাড়ছে। প্রশ্নটা হচ্ছে ২২ মাইল হচ্ছে আঠারো মুড়া যার মাঝখানে কোন ষ্টেশন নেই। সেই যে কয়েক হাজার লোক ২২ মাইলের মধ্যে রয়েছে তাদের যাতায়াতের কোন সুযোগ সুবিধা টি, আর, টি, সি, দিচ্ছেন না বলে অনেক সময় বাস ফাকা চলে আসে, আমি দেখেছি যে বিকালের দিকে অনেক সময় গাড়ী ফাকা চলে আসে। মনু থেকে তেলিয়ামুড়া পর্য্যন্ত কোন ষ্টেশন নেই, তেলিয়ামুড়া থেকে জিরানীয়া পর্য্যন্ত কোন ষ্টেশন নেই। অর্থাৎ ট্রাইবেলের জন্য টি, আর, টি, সি, বন্ধ। এর কারণটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব জিনিষটাকে এখানে একটু অন্যভাবে দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— দেখব না? আমরা দেখছি যে খালি গাড়ী চলে আসছে ৩১ মাইল একটা বিরাট এলাকা এর মধ্যে কত লোকজন তারা গাড়ীতে যাতায়াত করবার সুযোগ পাচ্ছে না যেহেতু একটা ষ্টেশন করতে পারছেন না, এটা কি আপনাদের এন্টি ট্রাইবেল এটি চুয়েড নয়?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে এরিয়ার কথা বলা হচ্ছে সেই এরিয়াতে নন-ট্রাইবেলও অনেক আছে। কাজেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে প্রশ্নটা যদি আসত, তাহলে আমি খুসী হতাম। যাহউক আমি একটু বলতে পারি টি, আর, টি, সির কাছ থেকে মানুষের যে এ্যাকসপেক্‌টেশন, সেটা এখন যা আছে তাকে যদি সার্ন্টিং গাড়ীর মত করা যায়, তাহলে অনেকটা হয়ে যায় কিনা টাউন বাস যেগুলি আছে, সেগুলিকে যদি ঐদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও অনেকটা হয়ে যায়। তাছাড়া ধর্মনগরে যে সব যাত্রী যাবে, তাদের জন্য একটা সময় মেন্টেইন করতে হবে তা নাহলে তাদের অনেক অসুবিধা হবে। কাজেই যে পরিমান টি, আর, টি, সি, গাড়ী চল্‌ছে সেটাকে আরও বাড়ানোর দরকার, কিন্তু বর্ত্তমানে বাড়াবার মত গাড়ী আমাদের নাই তাই আমরা গাড়ী বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছি। কাজেই প্রয়োজনীয় গাড়ী না থাকার জন্য আমাদের টাইম মেন্টেইন করতে হচ্ছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— ধর্ম্মনগর থেকে কৈলাশহর এবং কুমারঘাট এতে বাস চালানো লাভজনক। তবু প্রাইভেট বাস মালিকদের স্বার্থে সেখানে বাস চালানো হচ্ছে বলে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার অন্তত: জ না নাই যে কারো সার্থে এটা করা হচ্ছে। আমাদের যে বাসের সংখ্যা আছে, সেটা চাহিদার তুলনায় অনেক কম, তাই আমরা বাসের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করছি। এখন টি, আর, টি, সির গাড়ীও যাবে না অথবা থামবে না আবার অন্য কোন ট্রেন্সপোর্টের ব্যবস্থাও করা যাবে না, মাননীয় সদস্যদের যদি এই রকম মনোভাব হয়ে থাকে তাহলে, আমি নাচার।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৭

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার, ৫৭, স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে ষ্টেট লটারী চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) যদি থাকিয়া থাকে, তবে কবে ইহা চালু করা হবে এবং না থাকিলে কারণ কি?

উত্তর

১) না, মহাশয়

২) কয়েকটী রাজ্য সরকারের সংগে আলোচনাক্রমে জানা যায় যে রাজ্য লটারী বর্ত্তমানে একটি লাভজনক পরিকল্পনা নয়। সেই কারণে এই বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া যায় নাই।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই লটারীর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের বহু টাকা ত্রিপুরার বাইরে চলে যাচ্ছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লটারীর জন্য ত্রিপুরার টাকা ত্রিপুরার বাইরে চলে যাচ্ছে, যারা অন্য রাজ্যের লটারী ধরবে, সেটা তো যাবেই। কিন্তু আমরা অন্যান্য রাজ্য সরকারের সংগে আলোচনা করে জানতে পেরেছি যে বর্ত্তমানে এটা লাভজনক ব্যবসা নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আপনি বলেছেন যে আলোচনা করেছেন, তাহলে ঐসব গভর্ণমেন্ট কি তাদের চালু লটারী বন্ধ করে দিয়েছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— তারা বন্ধ করেছেন কিনা বা তাদের কি পরিকল্পনা সেটা আমাদের জানা নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে আপনি কি করে বলছেন যে ওদের সংগে আলোচনা করেছেন এবং ওরা বলেছেন লাভজনক নয়। অথচ ঐ সব রাজ্যে লটারী বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিনা, সেটা জানেন না, এটা কেমন কথা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা অন্যান্য রাজ্যের সংগে আলোচনা করব, এখন যদি দেখা যায় যে এটা লাভজনক নয়, তবু এটা যদি অন্য রাজ্য চালু থাকে, তাহলে আমাদেরও চালু করতে হবে, এটা কেমন কথা ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, উনি বলেছেন যে অন্যান্য রাজ্যের সংগে আলোচনা করেছেন, এখন উনি কোন রাজ্যের সংগে আলোচনা করেছেন, সেই সব রাজ্যে লটারী চালু ছিল কিনা এবং এখনও আছে কিনা জানাতে পারেন না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা তাদের সংগে আলোচনা করে এসেছি, কিন্তু ওদের থেকে এমন কোন ডাটা কালেক্শান করে আনে নি যে কত টাকা লাভ হয়েছে আর কত টাকা লোকশান হয়েছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, সরকার কোন কোন রাজ্যের সংগে আলোচনা করেছেন, আমরা তার নামগুলি জানতে চাই অথবা এই সম্পর্কে তাদের সংগে চিঠি পত্র করেস্পণ্ডেন্স হয়েছে তাতে কি লেখা আছে, সেটা আমাদের পরিষ্কার করে জানানো উচিত ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে নূতন করে প্রশ্ন করলে পর আমি জানাতে পারি, কারণ এই রকম তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে হবে তাদের সংগে কি আলোচনা হয়েছে অথবা এই সম্পর্কে চিঠিপত্রে যে করেসপণ্ডেন্স হয়েছে তাতে কি লেখা আছে, সেটা আমাদেরকে জানাতে হবে। কারণ এখানে তো একটা যা তা উত্তর দিলে চলবে না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা ওয়েষ্ট বেংগল, মহারাষ্ট্র, ইউ, পি, আসাম ইত্যাদি রাজ্যের সংগে আলোচনা করেছি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এইসব রাজ্যে লটারী এখনও চালু আছে এবং আগেও চালু ছিল। এখন তাদের যদি লোকসানই হয়, তাহলে তারা কি আমাদের চাইতে কম বুদ্ধি-ওয়ালা যে লোকসান হওয়া সত্বেও তারা তাদের রাজ্যে লটারী চালিয়ে যাচ্ছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা লোকসান করে চালাবে কি চালাবে না, সেটাও কি আমাদের বিবেচনা করতে হবে ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, ওদের লোকসান হচ্ছে তবুও তারা লটারী চালিয়ে যাচ্ছে, এটা কি কোন উত্তর হল ? উনারা কি কি আলোচনা করেছেন, কেন না লোকসান হচ্ছে, এগুলিতো সরকারের কাছে ডিটেলস আছে, এগুলি কেন আমাদেরকে জানানো হচ্ছে না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যে তথ্য আছে, তা দিয়েই আমি তার উত্তর দিয়েছি। এখন এর পরেও যদি আমাকে বলা হয় যে বলতে হবে, তাহলে তো আমারও একটা রাইট আছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত : - না, স্যার, হি হ্যাজ গট নো রাইট। কোন মিনিষ্টারই এই ধরণের কথা বলতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :— ইউ প্লিজ ট্রাই টু সেটিসফাই দি মেম্বার হুইথ ইউর রিপ্লাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেখানে বলছি যে এইসব তথ্য এখন আমার কাছে নাই এবং অন্য সময় প্রশ্ন করলে আমি তার উত্তর দিতে পারব, কিন্তু এর পরেও ফোর্স করার কি অর্থ থাকতে পারে, আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— দেন ইউ প্লীজ ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :— ছাট মীনস হি হ্যাজ ডিমাণ্ডেড নোটিশ।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— নো স্যার, ইট ইজ নট দি লেংগুয়েজ টু ডিমাণ্ড দি নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :— ইউ প্লিস সে ...

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইংরাজীতে ডিমাণ্ড নোটিশ না বলে যদি বলি যে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারব, তার মধ্যে কি ফারাক থাকতে পারে, আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সাব-ডিভিশান ওয়াইজ কোন লটারী চালু আছে কি না, যেরকম খোয়াইতে এস. ডি, ওর নেতৃত্বে শ্মশানঘাট করার জন্য লটারী করে টাকা নেওয়া হয়েছিল, সেই রকম কোন সাব-ডিভিশন ওয়াইজ লটারী ত্রিপুরাতে চালু আছে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সাব-ডিভিশন ওয়াইজ ছোট ছোট লটারীর জন্য ডি, এম, থেকে যে পারমিশান দেওয়া হয়, সেগুলির তথ্য আমি এখন দিতে পারছি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সত্যি যে অন্যান্য রাজ্যের লটারীর টিকিটও এই রাজ্যে বিক্রী হয়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ত্রিপুরার আর্থিক সংকটের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্যান্য রাজ্যের সংগে আলাপ করছেন। যাতে লটারীর টিকিট বিক্রী বন্ধ করে দেওয়া হয়—ত্রিপুরা থেকে দৈনিক যে হাজার হাজার টাকা ত্রিপুরার বাইরের রাজ্যে চলে যাচ্ছে সেজন্য ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে লটারীর টিকিট বিক্রী বন্ধ করার কোন নির্দেশ রাখবেন এই রকম কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে যদি কোন কিছু হয় সেজন্য রাজ্যওয়াইজ যদি একটা নতুন আইন চালু করতে হয়—আমি সেটি সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা করে দেখব কি করা যায়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে অন্যান্য রাজ্যের যে সমস্ত লটারীগুলির টিকিট বিক্রী হয় তার উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হবে for the State revenue?

Shri Debendra Kishore Choudhury :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপাততঃ এই পরিকল্পনা নাই।

শ্রীতাপস দে :— সেটা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা মাননীয় এম, এল, এ, প্রশ্ন করেছেন, আমি আলাপ আলোচনা করব।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— ভারতবর্ষের এক রাজ্য আর এক রাজ্যের উপর ট্যাক্স বসাবেন—সেটা কোন আইন বলে মাননীয় মন্ত্রী মশাই আলোচনা করে দেখবেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এম, এল, এ, রা আইন করতে এসেছেন আইন সম্পর্কে উনারা ওয়াকিবহাল—যখন বলেছেন আমি আলোচনা না করলেও সেটা আমার অপরাধ হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— অন্যান্য রাজ্যের লটারী, এখানে তার টিকিট বিক্রী হয় আমরা তার উপর ট্যাক্স বসাতে পারব না এটা কি রকম কথা। আমার রাজ্যের টাকার উপর আমি ট্যাক্স বসাব, আমার রাজ্যে যে সব টিকিট বিক্রী হবে তার উপর আমি টাকা প্রতি ৩ পয়সা ট্যাক্স বসাব আমি ১০ পয়সা বসাব, ৯০ পয়সা বসাব—(ইন্টারাপশান) তারা পাবে ৯০ পয়সা, আমি পাব ১০ পয়সা এটা আমার আইন। রাজ্যের রেভিনিউ আমার বাড়বে—ফিনান্স মিনিষ্টারের এই উত্তর :—

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী এবং শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বহুসংখ্যক বে-সরকারী ট্রাক, বাস, জীপ ও এম্বেসেডার গাড়ীর রোড ট্যাক্স আদায় করা হইতেছে না?

২। সত্য হইলে ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩, ও ১৯৭৩–৭৪ ইং সনে ঐ সকল গাড়ীতে কত ট্যাক্স অনাদায়ী রহিয়াছে তাহার হিসাব?

৩। অনাদায়ী ট্যাক্স আদাদের কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন?

উত্তর

১। ট্যাক্স আদায় করা হইতেছে তবে কিছু অনাদায়ী রহিয়াছে।

২। ১৯৭১-৭২ ইং সনে টা: ৩,৫৯,৬২৯ : ১৯৭২-৭৩ইং টা: ৪,১১,৯২৪ : ১৯৭৩-৭৪ইং টা: ৫,৫৩.৮৯৬।

৩। মোটর ভেহিক্যালস ট্যাক্স এ্যাক্ট ও রুলস অনুযায়ী বকেয়া ট্যাক্স আদায়ের জন্য গাড়ীর মালিকগণকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে এবং উক্ত আইনের ধারা মতে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ট্যাক্স অনাদায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর গাড়ীগুলির তালিকা বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেক জেলা শাসকের নিকট ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট পাঠাইয়া ঐ সকল গাড়ীর মালীকগণের ট্যাক্স না দিয়া গাড়ী চালানোর অপরাধের জন্য যথাযোগ্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। তদুপরি বিভিন্ন বেসরকারী পরিবহন সংস্থার সহিত এই বিষয়ে সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন সময়ে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই তিন বছর আমাদের ট্যাক্স অনাদায়ী আছে —১৯৭১-৭২ সালে অনাদায়ী ট্যাকস ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার—৩ লক্ষ, ৪ লক্ষ, ৫ লক্ষ—এই অনাদায়ী ট্যাক্স থাকা সত্বেও এই গাড়ীগুলি রাস্তায় চালু ছিল কি না এবং কিভাবে চালু ছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত গাড়ী ট্যাক্স অনাদায়ী পরে আছে তার কিছু কিছু হয়ত চালু রয়েছে আর কিছু কিছু হয়ত চালু নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে হাউসের সামনে আমি এ কথা বলতে পারি যে এই ট্যাক্স অনাদায়ী যেটা রয়েছে এখন ট্যাকস আদায় করার জন্য আমাদের দিক থেকে যত রকম আইনানুগ সম্ভাব্য ব্যবস্থা আছে সমস্ত রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। যদি তাতেও কোন রকম ইমপ্রুভমেণ্ট না হয় তাহলে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকার বিবেচনা করবেন।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন ১৯৭১-৭২ সালে ৩ লক্ষ কত হাজার, ১৯৭২-৭৩ সালে ৪ লক্ষ কত হাজার, ১৯৭৩-৭৪ সালে ৫ লক্ষ কত হাজার—এই সমস্ত বছরে আদায়ী ট্যাকসের পরিমাণ কি না, সবটাই অনাদায়ী? (হাস্যধ্বনি)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ভেরী গুড কোয়েশ্চান।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমানে যেটি আদায় হচ্ছে তার মধ্যে ১৯৭৩-৭৪ সালের যে সব গাড়ীর পাওনা আছে তা দিয়ে ১৯৭৪-৭৫ সালের হিসাবে আমি বলতে পারব যে এইগুলি সব ঠিক আদায় হয়েছে কিনা। আর অনাদায়ী যেটি সেটি ধীরে ধীরে আমরা আগেও বলেছি, ধীরে ধীরে আদায় করা হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কোয়েশ্চান হচ্ছে কত পার্সেণ্ট আদায় হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফিগার্স'টা এখন আমার কাছে নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনাদায়ী সম্পর্কে একটা কথা বুঝা উচিত যে এটা আজকেই —১৯৭১-৭২ সালেই বকেয়া পরে আছে তা নয়। এটা অনেক আগে থেকেই কন্টিনিউ করছিল সেটার ফিগারই দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেখানে ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার যেটা প্রথম থেকেই অনাদায়ী রয়েছে তার সংগে প্র্যাকটিক্যালী ১ লক্ষ টাকা যোগ হয়েছে। এখন অনাদায়ী যেগুলি আছে সেগুলি আদায় করার জন্য সার্টিফিকেট কেস করা হয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আশা করছি যে এটা আগামী বছরে আরও বেশী —আমি শতকরা বলতে পারছি না—আমি বলতে পারব যে ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট বাড়বে, নইলে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যাদের কাছে ১২ লক্ষ টাকা বাকী পরে আছে তারা এই টাকা থাকা সত্বেও তারা পারমিট পেয়ে গাড়ী চালাচ্ছে সেইটা সরকার দিচ্ছেন কি করে? তিনি বলেছেন যে আগের যদি জমাও থাকে তাহলে এক বৎসরে এক লক্ষ টাকা বাকী পরেছে। যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে তিন লক্ষ টাকা হবে পুরনো বাকী তাহলে ১৯৭২-৭৩ সালে এক লক্ষ বার হাজার টাকার মত বাকী পরেছে। এর পরের বছর ১৯৭৩-৭৪ সালে আরও এক লক্ষ টাকা বাকী পরেছে। তাহলে এই যে টাকাগুলি বছরের পর বাকী পরেছে তাতে তারা গাড়ী চালাচ্ছে কি করে. রোড পারমিট ছাড়া গাড়ী চালাচ্ছে কি করে? তাহলে কি বলতে হবে যে সরকারের যে মেশিনারী দিয়ে কাজ করছেন তারাও এইটার মধ্যে যুক্ত এবং তার জন্য এই টাকা আদায় হচ্ছে না, তার জন্য অতি নরম করে বলা হচ্ছে যে এই বছর যাবে এবং আগামী বছর গেলে পরে তার পরে দেখা যাবে যে আদায় করা যায় কি না. তাও আবার ৫০ পার্সেন্ট। কেন? যদি আদায় না হয় তাহলে গাড়ী বন্ধ করে দিয়ে আমাদেরকে জানানো হোক যে উই বিকাম ভেরি ডিস্ট্রিক্ট। কারণ দেখা যাচ্ছে যে যারা ব্লেক মার্কেটিং করছে, যারা আজকে বেআইনী ব্যবসা করছে তাদের ক্ষেত্রে আজকে মিসা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে টাকা আদায় করার জন্য। কাজেই তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য কেন মিসা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে না টেক্স ফাকি আদায় করার জন্য ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে ডিটেইল বলতে চাইনা, আমি এইটা সম্পর্কে আদায় করার জন্য শুধু ইংগীত করেছি যে চেষ্টা করছি যতরকম সাধারণ আইনের মধ্যে যতটা আছে তার মধ্যে দিয়ে করার চেষ্টা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এমন কোন লোককেই পারমিট দিচ্ছি না টেক্স আদায় না হলে। অবশ্য এই ব্যাপারে এইটার মধ্যে হয়তো কিছু লোপহোলস রয়েছে এই সম্বন্ধে পারসোনেলি আমার কোন কিছু নাই। তবে এই লোপহোলসটাকে বন্ধ করার জন্য এবং যারা যারা রেসপনসিবল আমি আগেই বলেছি যে সেই লোপহোলসগুলি বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এবং সেইটার জন্য টাকাটা যাতে অনাদায়ী না থাকে, টাকাটা সবটাই যাতে শেষ পর্য্যন্ত বাদ না যায় আমরা চেষ্টা করছি টাকাটা বের করে আনতে কিন্তু এই লোপহোলস বন্ধ করার জন্য এইখানে আমি বলতে পারি যে কোন লোককে পারমিট দেওয়া হচ্ছে না, টেক্স না আদায় হওয়া পর্য্যন্ত।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যাদের টেক্স ক্লীয়ার নাই ওদের গাড়ীগুলি সীজ করা হবে কি না? যারা এখনও টেক্স ক্লীয়ার করেন নি আজকে ৫/৭ বৎসর যাবত ওদের গাড়ীগুলি সীজ করা হবে কি না, যারা বেআইনী ভাবে রাস্তায় গাড়ী চালাচ্ছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি সম্ভাব্য যত রকমের পথ আছে সব রকমের পথের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে সমস্ত মালিক ডিফলটার্স তাদের ভিতরে হাইয়েষ্ট অ্যামাউন্ট কি এবং কার কাছে বা কে সেই ডিফলটার অর্থাৎ কার কাছে সবচেয়ে হাইয়েষ্ট অ্যামাউন্ট পাওয়া আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার কাছে এখনপ ব্যক্তি-গত কোন প্রশ্ন আমার কাছে টোটেলটাই আছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি অবগত আছেন যে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় কতগুলি গাড়ী ফলস্ টোকেন নিয়ে গাড়ী চালাচ্ছে? জাল টেক্স টোকেন নিয়ে গাড়ী চালাচ্ছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা যদি বলতে পারেন আমাদের কাছে, এই ধরণের কোন ইনফরমেশন নাই। কাজেই যদি মাননীয় সদস্যদের কারও কাছে যদি থাকে বা পাবলিকের কাছে থাকে যে এইরকম ফলস টোকেন নেওয়া হচ্ছে তাহলে সেইটা আমরা ডেফিনেট'ল আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা ক্লীয়ার হলো না। স্যার, ফলস টোকেন ধরা পড়েছে এমন কোন কেজ এই ডিপার্টমেন্ট করেছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এই সম্পর্কে আপাততঃ আমার কাছে কোন ইনফরমেশন নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে উনি উত্তরে বলেছেন যে পুলিশের কাছে কেজটা রেফার করা হয়েছে। কবে রেফার করা হয়েছে এবং পুলিশ অদ্যাবধি কি অ্যাকশন নিয়েছে?

মিঃ স্পীকার :—গভর্ণমেন্ট অ্যাকশন নিচ্ছেন, বলেছেন তো মাননীয় মন্ত্রীমশায় এই বিষয়ে অ্যাকশন নিচ্ছেন বলেছেন। (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :—সকলে এক সংগে কথা বললে কিছুই বুঝা যায় না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে ডি, এমের কাছে এবং এস, পির কাছে এই গাড়ীগুলির নাম্বার দিয়ে বিশেষ করে গাড়ী ধরে টাকা আদায় করার জন নির্দ্দেশ-করা হয়েছে। সেইগুলি কি আসলে করা হচ্ছে না কি করা হবে? আর যদি করা হয়ে থাকে তাহলে তার কি ফল আমরা পেলাম?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেইটা ইমেডিয়েটলি সেই নির্দ্দেশের ফল কি হচ্ছে না হচ্ছে, সেই জন্য আমি বলেছিলাম যে কিছু সময়ের জন্য ওয়েট করতে হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই যে ১৪ লক্ষ টাকার মত টেক্স বাকী. এমন কতগুলি গাড়ী আছে যেগুলি এখানে পার্মিট নিয়েছিল তারপর সেই গাড়ীগুলির বহু বছর যাবত কোন পাত্তা নাই সেই হিসাবটা কি এর মধ্যে ধরা হয়েছে ? দুই নম্বর প্রশ্ন হলো, এই যে ১৪ লক্ষ টাকার হিসাবটা দেওয়া হয়েছে মটর বেহিক্যাল অ্যাক্ট অনুযায়ী ডিউ ডেট থেকে যদি একদিন দেরী হয় তাহলে ফাইন দিতে হয় এই ধরণের কতগুলি আইন আছে সেই টাকাটা কি এর মধ্যে ধরা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে অনাদায়ী যেটা আছে সেইটা বলা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে যেহেতু এত টাকা বকেয়া পরে আছে, এই টেক্সটা একটু কমিয়ে যাতে ওরা দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে পারবেন ? দেখা যাচ্ছে কেউ কিছু দিচ্ছে না তাহলে কিছুটা আদায় হোক সেইটার ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. এই হাউসে অনেক সময় আলোচনা হয় যে প্রাইভেট কিংবা প্রাইভেট ওনার্সদের ব্যাপারে এই তরফের একটা ইউনিয়ন থাকে এবং কোন যোগসাজস থাকে। কাজেই যে প্রশ্নটা এসেছে সেই প্রশ্নটা ওটার ঠিক উলট্টা, যে টেক্সটা কমিয়ে ওদেরকে বিবেচনা করা হবে কিনা কিন্তু আমাদের যে পলিসি আছে তাতে টেক্স কমিয়ে দেওয়ার কোন প্রশ্ন নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, গতকাল যখন প্রিভিলেজ মোশান আলোচনা হচ্ছিল সোনামুড়ার ব্যাপারে, তখন আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে আমাদের হাউসের যিনি সেক্রেটারী তার কাছে মিঃ কে. ভি. মেনন রেভিনিউ কমিশনার একখানা ডি. ও. লেটার দিয়েছেন এই আমার কোয়েশ্চান ছিল। অজয় বিশ্বাসের কেসের ব্যাপারে। এবং আপনাকে বলেছিলাম যে আপনি সেটা হাউসকে জানাতে। এবং আপনি বলেছিলেন যে হাউসকে জানাবেন। আমি আশা করি আপনি আপনার বক্তব্য রাখবেন।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস, আমি এক্ষুনি আমার বক্তব্য রাখছি।

Hon'ble Member, yeasterday after my ruling disallowing the notice of privilege made by Amarendra Sarma against Shri K. D. Menon, Shri Nripendra Chakraborty, leader of the oposition stated, that Shri K. D. Menan tried to influence the Secretary to prejudice the Speaker regarding the deci ssion on the privilage motion by writting a D. O. latter to him, after the notice was given by Shri Sarma, I have enquired to into the matter. Secretary has reported to me that he did recive a letter from Shri K. D. Menon on the 18th of September, 1974 in which Shri Manan enclosed the corospondances made between him and Shri Ajoy Biswas and suggested that this letter may be brought to the notice of the Speaker. This latter was shown to me

by the Secretary on my enquiry yesterday, after the sitting of the House. The letter was not on the file when the decission on the privilage motion was taken by me. Therefore, the contention of Shri Chakraborty that there was an effort on the part of Shri K. D. Manan to influence me regarding the decission is not tenable.

* * * * * * * * *

Mr. Speaker :— Please maintain decorum of the House. All the discussion on my ruling is here by expunged from the Proceedings of the House.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :— I have received Calling Attention Notice from the following Member Shri Samar Choudhury, M. L. A. on the subject—

'গত ৯/১০/৭৪ তারিখে সোনামুড়া রেশন সপের ডীলার হারুন অল রসিদের রেশান শপে পাঁচ কুইনটাল বেহিসাবি চাউল পাওয়ার পর পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার না করা সম্পর্কে।'

I have given consent to the above motion of Shri Choudhury. Now Hon'ble Chief Minister pleasc make your statement today, if possible.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে আনসার দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হয় না। মিঃ স্পীকার যেখানে এ্যাকসেপট করেছেন এবং বলেছেন, এই হয় না। আপনি রেডিওগ্রাম করতে পারেন, তিন ঘন্টা পরে দিতে পারেন, ফোনে কনট্রাক্ট করতে পারেন, দিতে পারব না, একথা হয় না।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে বিভিন্নরকমভাবে চেষ্টা করা হয়েছে, ট্রাংকল করা হয়েছে, গাড়ী পাঠান হয়েছে কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে মেটেরিয়্যালস্ আনা সম্ভব হয় নি।

Mr. Speaker :— The calling attention notice given by Shri Choudhury stands lapsed as the House is going to be proregued today.

Shri Samar Choudhury :— * * * * * * * * *

Mr. Speaker :— Please take your seat. The Calling attention notice has been brought to the notices of the Chief Minister and he is not prepared to make a statement today. But I would request the Hon'ble Chief Minister to enquire into this matter.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার কথা হচ্ছে, হাউসকে আমরা জানাতে চাইছি ঘটনাটা কি। এই সুযোগটা আমাদের দিতে হবে। ঘটনাটা কি সেটা সম্পর্কে ষ্টেটমেণ্ট করার রীতি আছে পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে। আমি রিকোয়েস্ট করব আপনাকে, টু এ্যালাউ হিম টু মিনিটস টাইম টু মেক এ ষ্টেটমেনট।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, আমার একটা অবজার্ভেশান ছিল। তিনি কি কলিং এ্যাটেনশানের বিষয়ে বলছেন?

* * * Expunged as ordered by the Chair.

মি: স্পীকার :— আপনি কলিং এ্যাটেনশানের কনটেন্টস সম্পর্কে বলবেন না, অন্য কিছু বলার থাকলে বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— * * * * * * * * *

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনি অনুগ্রহ করে বসুন। আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি ষ্টেটমেণ্ট করতেন, তার উপর অন পয়েনট অব ক্ল্যারিফিকেশান বলতে পারতেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, মি: চৌধুরী যা বলেছেন, তিনি কলিং এ্যাটেনশান-এর উপর বলেন নি। তিতি শুধু ঘটনাটা সম্পর্কে বলছেন। আমি বলেছি যে কলিং এ্যাটেনশান যখন হলনা, মি: চৌধুরীকে এ্যালাউ করা হউক টু মেক স্মল ষ্টেটমেনট অন এ সার্টেন ইনসিডেনট।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্তঃ— এর কোন স্কোপ আছে বলে আমার জানা নেই।

Mr. Speaker :— All speech~ of Mr, Choudhury will be expunged from the Proceedings of the House.

Mr. Speaker :— Next bussiness before the House is presentation of Reports of different Assembly Committees.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি একটা শর্ট ডিউরেশান—হাফ এন আওয়ার ডিসকাশান চাইছিলাম। আমি নোটিশ দিয়েছি, সেটা হচ্ছে আমাদের টেকস্টাইলস কমিশনার মিঃ মুখার্জী টেকষ্টাইলস কাপড় ডিস্ট্রীবিউশান সম্পর্কে একটা সার্কুলার দিয়েছেন কিভাবে ডিষ্ট্রিবিউটেড হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ পূজার কাপড় দেওয়া। কিন্তু আমি দেখছি রেশন কার্ড না দেখালে কাপড় পাবে না। এখন যদি এই হয় রেশন কার্ড না দেখালে কাপড় পাবে না তাহলে গরীব অংশের মানুষেরা সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব যারা তারা এ থেকে বঞ্চিত হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এ সম্পর্কে একটা ডিস্‌কাশান আছে, পরে আলোচনা হবে।

PRESENTATION OF COMMITTEE'S REPORT

Mr. Speaker :— Next business before the House is presentatiou of Reports of different Assembly Committees. First, I would call on Shri Nripendra Chakraborty. Chairman of the Committee on Public Accounts to present before the House the 14th & 15th Reports of the Committee on Public Accounts.

Shri Nripendra Chakraborty :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to present before the House the 14th & 15th Reports of the Committee on Public Accounts.

Mr. Speaker :— Next I would call on Shri Kalipada Banerjee, Chairman of the Committee on Estimates to present before the Houre the 21st, 22nd & 23rd Reports of the Committee on Estimates.

Shri Kalipada Banerjee :— Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the 21st, 22nd & 23rd Reports of the Committee on Estimates, on half a milion job, on rural electrification and action taken by the Govt. and recommendations of the Committee.

* * * Expunged as ordered by the Chair,

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, এই কমিটির রিপোর্টগুলি সাইক্লোষ্টাইল না করে যেন এরপর থেকে ছাপিয়ে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— পাবলিক অ্যাকাউন্‌টস্‌ কমিটির রিপোর্টগুলি ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Next I would call on Shri Abdul Wazid, a member of the Committee on Government Assurances to present before the House the 4th & 5th Reports of the Committee on Govt· Assurances.

Shri Abdul Wazid :— Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the 4th & 5th Reports of the Committe on Government Assurances.

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Members to collect the copies of the Reports from the Notice Office.

DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION :

Mr. Speaker :— Next business of the House is discussion on Matters of Urgent Public Importance for short Duration. I call on Shri Abhiram Deb Barma to start discussion on—

'জুমিয়া ও ভূমিহীনদের মধ্যে ৬০ জনের অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে।'

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় যে কিরকম ভয়াবহ খাদ্যের পরিস্থিতি চলছে তারই একটা নমুনা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। গত ২৮শে জুন ধর্মনগর বিভাগের কৃষি পার্টির চার জন সদস্য মাননীয় চীফ মিনিষ্টারের কাছে একটি তারবার্তা পাঠান। সেই তারবার্তায় তাঁরা বলেছেন ধর্মনগরের খাদ্য পরিস্থিতি ভয়াবহ অবস্থা এবং সেখানে চালের কে, জি, দুই টাকা থেকে আড়াই টাকায় উঠেছে। অপর দিকে যারা গরীব মানুষ, দিন মজুর যারা তাদের কোন কাজকর্ম নেই। তারা উপবাস করে মৃত্যুর দিন গুণছে এবং তাঁরা আরও বলেছেন যে সরকারের দিক থেকে এই অনাহারী মানুষগুলিকে কোন কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, টেস্ট রিলিফের বা খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা নেই, কৃষি দাদনের ব্যবস্থা নেই। অতি সত্বর ধর্মনগরে খাদ্য, রিলিফ, দাদন প্রভৃতি দিয়ে যদি ধর্মনগরকে সাহায্য না করা হয় তাহলে ধর্মনগরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হবে। এই হচ্ছে কৃষি পার্টির ধর্মনগর সাবডিভিশনের চার জন মাননীয় সদস্যের বক্তব্য। এই বক্তব্যের ভিতর দিয়ে আমরা দেখেছি খাদ্য পরিস্থির কি ভয়াবহ অবস্থা চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি তেলিয়ামুড়া এলাকায় গত ৪-৮-৭৪ ইং তারিখেই চাম্পাইবাড়ী অনুকুল দেববর্মা, বয়স তার ৪০ বৎসর অনাহারে দীর্ঘদিন থাকার পর শেষ পর্য্যন্ত তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। ঠিক তেমনি ভাবে ৬-১-৭৪ ইং তারিখে ভাতখারা পাড়ার কৃষ্ণ কুমার দেববর্মা, উত্তর গকুলনগরের অমর সিং দেববর্মা, তিনগড়িয়া পাড়ার বেলপতি দেববর্মা গত আগষ্ট মাসে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে অনাহারে। এদিকে আমরা দেখছি শাসক গোষ্ঠীর গরীবি হঠানো এবং সাধারণ মানুষকে খাদ্য

দেওয়া, তাদেরকে আমাদের দুঃসময় কেটে গেছে, সুসময় আসছে ঠিক এইরকম ভাবে যখন প্রচার চলছে ঠিক তেমনি সময়ে অন্যদিকে আমরা দেখছি মানুষ না খেয়ে মরছে। তারপর উদয়পুরের দিকে আমরা কি দেখলাম? উদয়পুরের ব্রহ্মছড়া পাড়ার রামচন্দ্র দেববর্মা, সেও ১০/১২ দিন অনাহারে থেকে পরে তাকেও মরতে হয়েছে। ধর্মনগরের পদ্মবিলে কুশল মালাকার, পানিসাগরের অনিমা দাস এবং কুশল মালাকার মরার পরে তার বিধবা স্ত্রী এবং চারটা সন্তান অনাহারে কাটাতে হচ্ছে এবং মৃত্যুর দিন তাদের গুণতে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। তারপর কমলপুরের ডলুগাংলির রাংকুর হালামের দুই বৎসর বয়সের ছেলে, কুমারঘাট ধর্মনগর এলাকায় ৯ই জুলাই, ক্ষিতীশ দাস, একজন খেয়াঘাটের মাঝি, সে দীর্ঘদিন অনাহারে আছে। তার রোজগারের কোন ব্যবস্থা নেই। শেষ পর্য্যন্ত ৯ই জুলাই খেয়াঘাটের পয়সা কিছু পায় এবং সেটা দিয়ে চিড়া কিনে খেয়ে বাজারে যায় এবং তারপর তার মৃত্যু ঘটে। অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন না অনাহার মৃত্যুর খবর। কারণ অনাহার মৃত্যুর খবর যদি তাঁদের কাছে উপস্থিত করা হয় তাঁরা তদন্ত করে বলেন ওদের ঘরে রবিনসন বার্লির কৌটা এবং মাখনের কৌটা, ঘি-এর কৌটা এবং দুধের বালতি ওদের ঘরে পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় সরু চালের ভাত। এই হচ্ছে তার বক্তব্য। আমি বলতে চাই এই ধরনের ঘটনা আমরা বহু হাজারে হাজারে দিতে পারি এবং আমাদের অজ্ঞাতে পাহাড়ে কন্দরে, নাম না জানা মানুষ, যাদের খবর কেউ রাখে না, রাখতে চেষ্টা করে না, যাদের খবর এসে পৌঁছায় না এই আগরতলা সহরে, পৌছায় না সভ্য জগতের মানুষের কাছে, এইভাবে কত মানুষ গুহায় গহ্বরে অনাহারে মৃত্যুর কোলে স্থান করে নিচ্ছে এই ২৭ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে তার হিসাব কে রাখে?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের দিকে যান তাহলে দেখতে পাবেন, ঐ আঠারমুড়া বা লংথরাই পাহাড়ে যারা যান তারা দেখবেন যে রাস্তার দুই পাশে মুড়ার উপর অনেক ঘর বাড়ী আছে, সেখানে বাস করে জুমিয়ারা যাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় হচ্ছে জুম চাষ, সেই জুম চাষও এবার তারা করতে পারেনি, অতি বৃষ্টির জন্য এবং এই জুম ফসল না করার অর্থ হচ্ছে না খেয়ে উপাস করে মরা। সরকার তাদের জুম চাষ করার মত কোন ব্যবস্থাই করে দেন নি আর যা সামান্য তারা করেছিল, তার কি অবস্থা হয়েছে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেগুলিতে ইদুরের আক্রমণ হয়েছে। ঐ ছামনু কৈলাসহর এলাকায় চন্দ্র কুমার রোয়াজা পাড়ার যে ১৪টি পরিবার জুম চাষ করেছিল, তাদের জুমের সমস্ত ফসল ইঁদুরে শেষ করে দিয়েছে। কৈলাসহর বিভাগে আমরা আরও দেখছি যে পুত্রজয় চৌধুরী পাড়ায় ১৮টি পরিবারের জুম চাষের ফসল ইঁদুরে নষ্ট করে দিয়েছে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে তিনি কি কোন দিন তাদের এই খবর নিয়েছেন বা তাদের জুমের ফসল রক্ষার মত কোন ব্যবস্থা তিনি করেছেন, অথবা ইঁদুর তাড়ানোর কোন ব্যবস্থা তিনি করেছেন অথবা তার প্রশাসনের কোন যন্ত্রকে সেদিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন, নাকি উনি এই রকম কোনও চিন্তা করেছেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা মনে রাখা দরকার, যে তারা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আদিম অধিবাসী, তারা অশিক্ষিত, তাদের কোন চেতনা নাই, তাদের অর্থনীতি বলতে কোন কিছু নাই, তাদের আর্থিক অবস্থা এত দূর্বল যে আজকে তাদের অনাহার উপবাস করতে হচ্ছে। আজকে

তারা এই কংগ্রেস রাজত্বে পশু পক্ষীর চাইতে মূল্যহীন, কারণ তাদের খাদ্য যেখানে ইঁদুরে নষ্ট করে দিয়েছে, সেখানে তাদের এই অবস্থার থেকে রক্ষা করবার জন্য এই সরকার কোন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করেন নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে পারেন যে তাদের এই কংগ্রেসী রাজত্বের কোন মন্ত্রী অথবা সদস্য তাদের রক্ষার জন্য এমন কোন ব্যবস্থা করেছেন? এটা আমি চেলেঞ্জ দিয়ে এখানে বলতে পারি যে তারা সেটা করেন নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু কি ঐ ইঁদুরে আক্রমণ করে তাদের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে? তা নয়, সেখানে হাতীর আক্রমণও হয়েছে এবং হাতীর আক্রমণে সেখানকার ১২টি পরিবারের সমস্ত ফসল নষ্ট করে দিয়েছে, তার একটা প্রমাণ দিয়েছে ঐ ঋষ্যমনি ত্রিপুরা যার বাড়ী হচ্ছে পূর্ণহরি রোয়াজা পাড়ায়। আমি শুনেছি যে তিনি নাকি আমাদের উপজাতি মন্ত্রীর একজন বিশিষ্ট আত্মীয়। সে কয়েক কাঠা ধানের জুম চাষ করেছিল, এক এক কাঠার ধানের ওজন হচ্ছে ১২ কে. জি. এই রকম সে ৬ কাঠা ধানের জুম চাষ করেছিল। কিন্তু সেই ৬ কাঠা ধানের মধ্যে ৬ কে. জি. ধানের ফসলও ঘরে তুলে আনতে পারে নি, আজকে যার ফল হচ্ছে তাকে উপবাসে থেকে মরা অথবা অনাহারের মৃত্যুর দিনগুলি গুণা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আমাদের বন মন্ত্রী মশাইকে, কারণ তিনি তো নিজে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, দেখতেও আবার বেশ হাসিখুসী এবং পশু পাখীর প্রতি তাঁর প্রেমও যথেষ্ট আছে। কিন্তু উনার প্রেমিক হাতীকুল যে মনুষ্যকুলের ফসলগুলি খেয়ে শেষ করে দিয়ে তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে, তার দিকে কি তাঁর কোন নজর নাই বা খেয়াল নাই? না, ঐ মানুষগুলি তাঁর হাতীগুলির চাইতে অধম অথবা ঐ মানুষগুলির মূল্য তাঁর হাতীর মূল্যের চাইতে কম? ওদের কি মনুষ্যত্বের কোন অধিকারই নাই, না কি ভারতীয় সংবিধানে তাদের কোন অধিকার নাই, শুধু অধিকার কি তাঁর ঐ হাতীগুলিকে রক্ষা করার? কাজেই, হাতী যেমন বর্বর, সেই হাতীর পালকও তেমনি বর্বর এবং হাতীর বর্বরতার মতই তার নীতিজ্ঞান চালাচ্ছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হচ্ছে সেখানকার উপজাতি মানুষগুলির অবস্থা। এই ধরণের ঘটনা দেখতে চান, তাহলে যান ঐ কমলপুরে, সেখানে খুসীধন পাড়া এবং গঙ্গানগর প্রভৃতি এলাকায় জুমিয়া ছাড়া আর কাউকেও দেখতে পাবেন না। কারণ সেই জায়গাটা হচ্ছে আঠারমুড়া পাহাড়ের মধ্যে, সেখানে জনমানব খুব কম। সেখানকার কি অবস্থা জানেন? সেখানে রেশন সপের কোন ব্যবস্থা নাই। এই আগরতলায় রাজবাড়ীতে বিধান সভায় বসে রুলিং পার্টির যে সমস্ত সদস্য আছেন, তারা কি বিশ্বাস করবেন যে খুসীধন পাড়া এবং গঙ্গানগরে কোন রেশন যায় না এবং কতদিন ধরে সেটা যায় না, জানেন? যায় না বিগত ৬ মাস ধরে। সেখানে কেরোসিন বলতে কি জিনিষ, তারা কখনও চোখে দেখে না। আর কেরোসিন যদি কেউ কিনে, তাহলে তারা সেটাকে বিলাসিতা বলে মনে করে। কারণ তারা যে কেরোসিন কেনার মত স্বপ্ন কেউ দেখে না, তারা মনে করে এটা তো কংগ্রেস রাজত্বে একটা দুষ্প্রাপ্য জিনিষ, তবে যারা পয়সাওয়ালা তারা অবশ্য কেরোসিন কিনে প্রদীপ জ্বালাতে পারে। কিন্তু যারা জুমিয়া, যারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন গুণছে, তারা কেরোসিনের প্রদীপ জ্বালানোটাকে একটা বিলাসিতা বলে মনে করে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এরপর যান সাবরুম শিলাছড়িতে, সেখানকার জুমিয়াদের ক্যাম্পগুলির কি নগ্ন চিত্র. আজকে সেই মানুষগুলির দিকে

তাকানো যায় না, তাদের পরণে বস্ত্র নাই, পেটে ভাত নাই, তাদের মাথায় চুল নাই। আর আপনি যদি যান সদর বিভাগের বড়মুড়া এলাকায়, এটা তো আগরতলা শহর থেকে বেশী দূরে নয়, আজকে যেখানে ও. এন. জি. সি. মাটির নীচ থেকে তেল উত্তলন করবার চেষ্টা করছে, যেখান থেকে অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরা তথা সমস্ত ভারত তেলের যোগান পাবে এবং ত্রিপুরার মন্ত্রীমশাইদের মত বড় বড় লোকদের ঘরে গ্যাসের আগুনে রান্না হবে, তারই আশেপাশে দুইটি পাড়া আছে, তার একটার নাম হচ্ছে লালিং বাড়ী, অন্যটির নাম হচ্ছে টিপ্‌রা খাঞ্চি পাড়া, ঐ পাড়া দুইটির অধিবাসী যারা তাদের চিত্র একবার গিয়ে আপনারা দেখে আসুন, এইগুলি তো বেশী দূরে নয়, ও. এন. জি. সি. যেখানে তেল তুলছে, সেখান থেকে একটা আধা মাইলের মধ্যে আর একটা এক মাইলের মধ্যে. সেখানে যেতে হাটতেও কষ্ট হবে না, আবার পাহাড় ভাঙতেও অসুবিধা হবে না। সেখানে গিয়ে দেখুন, সেখানকার চিত্র কি? আমি আর বেশী দূরে যাব না। আমি বলতে পারি সেখানে ইদানীংকালে যারা গিয়েছেন, তারা বলতে পারবেন এমন কি সেখানকার কংগ্রেসী সদস্য রাইমনি রিয়াং চৌধুরী মশাইও তো আছেন, কিন্তু তিনি তো কখনও বলেন নাই সেখানকার অধিবাসীদের দুঃখ কষ্টের কথা অথবা সেই মানুষগুলির অনাহারের কথা। সেই মানুষগুলি আজকে অভাব অনটনে পড়ে কাঁদছে অথচ তাদের এই অবস্থার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নাই। তাই বলছিলাম মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে জুমিয়া ভূমিহীন যারা, তারা আজকে অনাহারে দিন গুণছে তাদের বাঁচার মত একটা ব্যবস্থা করা হউক আর সেই ব্যবস্থা যদি না করা হয়, তাহলে তারাই বা আর কতদিন এইরকম অসহ্য ব্যবস্থা সহ্য করবে? বিগত ২৭ বছর ধরে তারা এইরকম শোষণ এবং বঞ্চনাকে সহ্য করে আসছে, তারা সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌছেছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত যে সব ঘটনা, সেগুলি যদি আমরা এখানে তুলে ধরি, তাহলে দেখতে পাব যে সারা ত্রিপুরা রাজ্য আজকে অনাহারে জলছে এবং অবিলম্বে তাদের ক্ষুধা নিবারণের মত একটা ব্যবস্থা করুন। এই যে ভয়াবহ খাদ্য অবস্থার মধ্যে পড়ে মানুষ যেভাবে অনাহারে দিন গুণছে, এই হেন অবস্থার মধ্যে আমরা আজকে কি দেখছি? আমরা দেখছি যে এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সরকার থেকে তাদেরকে রিলিফ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না বা কোনরকম দাদন দেওয়ার মত ব্যবস্থা করা হচ্ছে না বা তাদেরকে টেষ্ট রিলিফ দিয়ে বাঁচানোর মত কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। বরং আমরা তার পরিবর্তে দেখছি বকেয়া খাজনা আদায় করবার জন্য তাদের উপর জুলুম চালানো হচ্ছে, তাদের উপর সংশিতের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে এবং নানারকমের প্রশাসনিক অত্যাচারের যন্ত্রগুলিকে সচল করে তোলা হচ্ছে। তাই আমি বলতে চাই যে এই সব সচল যন্ত্রগুলিকে তারা আর সহ্য করবে না।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু এখানে যে আলোচনার অবতারণা করেছেন তাতে উনার বক্তব্য শুনে আমার অনেকটা হাসি পায়। কারণ প্রথমে উনি বলেছেন যে আমরা ধর্মনগরের রুলিং পার্টির ৪ জন এম. এল. এ. মিলে একটা টেলিগ্রাম করেছি, এটা সত্য কথা। কিন্তু এতে মনে হচ্ছে যে উনার একটু

গাত্রদাহ হয়েছে। আমরা কেন টেলিগ্রাম করলাম, আমরা কেন মানুষের উপকার করলাম, তাতে যেন উনার গাত্রদাহ হয়েছে। কিন্তু আমরা কেন করেছি? আমরা যখন দেখলাম যে ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে সপ্তাহে যে চাউল লাগে, বা মাসে যে চাউল লাগে, সেটা যদি আমরা ঠিকমত চালু না রাখতে পারি তাহলে চাউল মানুষকে ঠিকভাবে দেওয়া যাবে না এবং তাতে করে মানুষকে উপবাস করতে হবে। তারই জন্য আমরা সরকারকে অবহিত করেছি এবং সরকারও আমাদের ধর্মনগরের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তাইতো ধর্মনগরের মানুষকে উপবাস করতে হয়নি একথা আমি এখানে বলতে পারি। তারপর উনি বললেন ইঁদুরের উপদ্রব সম্পর্কে। আজকাল গণতন্ত্রের দেশে কি ইঁদুরে নষ্ট করল বা বন্যাতে নষ্ট হল, সব কিছুতেই যেন তারা সরকারের দোষ দেখতে পায়। কিন্তু আমি বলতে চাই যে সরকার কি এমন কোন আইন করেছে যেটি ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ ইঁদুর মারতে পারবে না। তবে ইঁদুরের যে একটা উপদ্রব হয়েছে, এটা সত্য কথা। কিন্তু ইঁদুরের উপদ্রবটা যে কিভাবে হয়, সেটা যারা না জানেন, তাদের সেই কথাটা এখানে অবতারণা উচিত নয়। হঠাৎ এক রাত্রে ইন্দুর ঢুকল জুমের মধ্যে, ঐ রাত্রিতেই সব শেষ করল। ঐ জুমের মালিক সেখানে বিকালে দেখে এল ফসল ভাল আছে, পরের দিন ভোরে গিয়ে দেখল যে নাই, সব শেষ, ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। হাজার হাজার আসে (ইন্টারাপশান) আপনারাতো দেখেন নাই, আপনারা প্রত্যক্ষদর্শী নন সেজনাই জানেন না। সেই ইন্দুর কোথা থেকে আসে কেউ বলতে পারে না। তবে আমাদের সরকার, কংগ্রেস সরকার আমাদের মন্ত্রীসভা সেই খবর পাওয়ার সংগে সংগে—আমরা এত এলাট থাকি দ্যান এণ্ড দেয়ার আমরা সংবাদ দেই এবং আমাদের অফিসাররা এলার্ট থাকে যে সংগে সংগে তার ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা জানেন না সরকার কি ভাবে ব্যবস্থা করছে। প্রতি গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে আমাদের ভি. এল. ডাবলিওরা ইন্দুর মারার ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করছে। কৈ বলেন নাই তো সেই সব কথা? আপনারা খবর রাখেন না, সেজন্য এইসব চেঁচামেচি করছেন। কোন খবর রাখেন না, আর এখানে এসে চেঁচামেচি করবেন। (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এবার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করবে......

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— আমি অবাক হয়ে যাই উনারা মিছিল করে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে পারেন আর একজন লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে সেজনা এক কে. জি. চাল দান করতে পারেন না খবর পাওয়া সত্বেও, তাহলে জনদরদ উনাদের কতখানি— সেটা আমরা কিভাবে অনুভব করব? হাজার হাজার লোক মিছিল করে আগরতলাতে আসে—সেই কাঞ্চনপুর, দশদা থেকে টাকা খরচ করে আর এখানে একটা লোক মারা যাবে গ্রামের মধ্যে সেজন্য খবর পেয়েও এক কেজি. চাল দান করে অনাহার থেকে বাঁচাতে পারবেন না এটা কি রকম জনদরদের কথা আমরা সেটি বুঝতে পারছি না। হাতীর উপদ্রবের কথা—হাতীর, এই বন্য হাতী ত্রিপুরাতে আছে সেইজন্য উপদ্রব হবে। কিন্তু হাতীর কথা শুনার সংগে সংগে, আমাদের সরকার খবর পাওয়ায় সংগে সংগে—ডি. এম. হাতী মারার জন্য,

হাতী তাড়ানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করেন সেটি আমরা জানি। আমরা আরও জানি অমরপুর সাব ডিভিশানে কিছুদিন আগে রামভদ্র এলাকাতে বন্য হাতীর উপদ্রব হয়েছে সেটি আমরা জানি। এই খবর পাওয়ার সংগে সংগে আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলেন সেটি আমরা জানি। কিন্তু হাতী আসবে সেটি কে রক্ষা করবে কিন্তু আসার সংগে সংগে ফসল নষ্ট করার সংগে সংগে যথাযথ ব্যবস্থা করেন। সেজন্য সরকারের কি দোষ হতে পারে! দাংগাবাড়ী, খোয়াই এলাকার দাংগাবাড়ী, এই কথা উনি বলেন নি। সেখানে রেশন সপ নাই। সেটি আমি জানি। আমি নিজেও গিয়েছি সেখানে—জুমিয়া আছে, সেখানে রেশন সপের ব্যবস্থাও আছে, সরকারী অফিস আছে, ফরেষ্ট অফিস আছে তারা সেখানে কাজ করেন। হয়ত অভাব থাকতে পারে, অভাবী আছে। জুমিয়ারা অভাবী সেটি আমরা স্বীকার করি, সেজন্য অভাব দূর করার জন্য তাদের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় যাতে করা যায় সেজন্য যাতে সুষ্ঠু সুন্দর করা যায় সেজন্য সরকার চিন্তা করছেন। (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সেখানে গেলে ভূমিধাম রোয়াজার বাড়ীতে পাঁঠা খাওয়া যায়......

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় সদস্য একজন প্রতিনিধি, জনসাধারণের ভোটে তিনি এখানে এসেছেন, এই রকম অসত্য তথ্য তিনি কি ভাবে পরিবেশন করেন, তাহলে আমরা কি ধারণা নিয়ে নিতে পারি—জনসাধারণের জন্য দরদ, তাদের গরীবের জন্য দরদ আর এখন সুরু হয়েছে ট্রাইবেলদের জন্য দরদ, আঃ হা হা উনারা কতবড় দরদী ট্রাইবেলদের। আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না, এই সমস্ত যুক্তির কোন ভিত্তি আছে বলে আমি মনে করি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার সমর্থন করছি। আজকে এই ২৭ বছর পরেও কংগ্রেসের যে অপদার্থতার ইতিহাসগুলি—সরকারের অপদার্থতা এখানে আলোচনা করে যাচ্ছেন এবং সরকারের অপদার্থতা যে আগের থেকে অনেক বেশী হয়েছে সেটি আমরা দেখছি। কারণ এই ২৭ বছরের মধ্যে দেখলাম যে আগে কিছুসংখ্যক লোক মারা যেত কিন্তু এখন দেখছি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে গণ হত্যা করে চলেছে এই সরকার। কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের সবচেয়ে বেশী মারা গিয়েছে ট্রাইবেলদের মধ্যে থেকে, সেটি আমরা দেখছি। বিশেষ করে জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের মধ্যে। ঐ ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত আমরা লক্ষ্য করছি। সেদিন আমরা গিয়ে দেখেছি—মন্ত্রীরা যে এস্যুরেন্স দিয়ে থাকে হাউসের মধ্যে সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী হয় কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখলাম যে ধর্মনগর রামনগর কলোনীতে নরেন্দ্র মালাকারের স্ত্রী দু'টি ছেলে নিয়ে হাজির হলেন। কি ব্যাপার! না, উনার স্বামীর অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। এবং আমাদের এস্যুরেন্স কমিটির সামনে সেখানকার সবাই এসে বললেন যে এমনভাবে এখন আমাদের অবস্থাটা যে আমাদের খাওয়ার নাই। আমাদের একমাত্র পেশা লাকড়ী বিক্রী করা। এছাড়া আমাদের আর কোন ব্যবস্থা নাই। এ ছাড়া দেখছি যে এই সরকার-এর পুনর্বাসনের নমুনা। যদি আমি উল্লেখ করি তাহলে প্রতি

বছর আমরা দেখছি লংথরাই নষ্টলে সমতল এলাকাতে সেখানে তাদের নিজেদের দালাল কংগ্রেসী দালালরা তাদের জাহির করে। তারা সেখানে গিয়ে জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের জন্য ঘর তৈরী করে সেখানে তারা বসবাস করে—সেখানে গিয়ে তারা ঘরের মধ্যে গায়ের জোরে সেখানে নিজেদের লোক বসিয়ে দেয়। তার উদাহরণ দিতে চাই। এস্যুরেন্স কমিটির তরফ থেকে আমরা তদন্ত করে দেখলাম বুড়াখা অঞ্চলে গুরুপদ যখন কংগ্রেসে ছিলেন তখন বুড়াখাতে যে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল সেই জুমিয়াদের উঠিয়ে দিয়েছিল গুরুপদ এবং তার সমস্ত দলবল। আজও সেই সমস্ত জুমিয়ারা সেই জমিগুলি পায় নাই। এই হল কংগ্রেসের জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন নীতি। তারা এই সমস্ত করার ফলে আমরা দেখছি যে অধিকাংশ জুমিয়ার মধ্যে বিশেষ করে এবার দেখলাম যে জুমিয়ারা জুমের মধ্যে আগুন দিতে না পারায় ফলে বহু জুমিয়া এই নভেম্বরের মধ্যেই হয়ত মৃত্যুর মুখে পড়বে। তাদের অনেকেই উপবাসে আছে. কিছুদিন পরে তারা মারাও যেতে পারে। এই বৎসর জুমিয়াদের মধ্যে, যেমন ধরুন আজকে বাসকারা, হলদিয়া, ১৮ মুড়ার যে রেনজটা আছে সেই রেনজের মধ্যে কিংবা চামপাহাওড় সিপাহী বাড়ী থেকে লংথরাই আবার এই দিকে সাবরুমে যারা জুম চাষ করে তাদের মধ্যে কত কে. জি. ধান তারা লাগাতে পেরেছে? মাত্র ৫ কে. জি. ১০ কে. জি.র উপরে তারা কিছুতেই জুম লাগাতে পারে নি! ইঁদুরের উপদ্রব কোথায়? মাননীয় সদস্য হংসধ্বজ দেওয়ান বলেছেন যে ইঁদুরের উপদ্রব কোথায় সেইটা আমরা কি করে অনুভব করতে পারি। স্যার, আমরা উপদ্রবটা অনুভব করতে পারি। এই বৎসর বাঁশের মরক লেগেছে। কি বাঁশের মরক লেগেছে? মিতৃংগা বাঁশের মরক লেগেছে, যে বৎসর বাঁশের মরক লাগে ঠিক সেই বৎসরই ইদুরের উপদ্রব হয়। কাজেই বাস্তব সম্পর্কে যাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই, যাদের চেতনার অভাব তারা সেই সমস্ত বুঝতে পারে না। কাজেই সেই দিক থেকে আমি বলছি, যেখানে যেখানে মিতৃংগা বাঁশ মরেছে সেই সমস্ত ইদুরের উপদ্রব সবচাইতে বেশী দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে জুমিয়া এলাকাতে এই সমস্ত ইঁদুরের উপদ্রব দেখা দিয়াছে এবং আগামীতে যাতে আমরা এইসব উপদ্রব থেকে রক্ষা পাইতে পারি তার জন্য সরকারকে হুঁশিয়ার থাকতে বলি এবং হুঁশিয়ার থেকে তাদের সমস্ত কিছু রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা যেন সরকার পক্ষ থেকে করেন এই হুঁশিয়ারটুকু করে দিচ্ছি। তাছাড়া আমরা দেখছি তেলিয়ামুড়াতে অনেক উপজাতী এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, বিশেষ করে তেলিয়ামুড়ার অফিস টিলাতে এইটা দেখতে পাচ্ছি। আনন্দ সরকার, সে কোন ট্রাইবেল নয়, ননট্রাইবেল কাজেই শুধু ট্রাইবেল নয় জুমিয়া ভূমিহীনরা তারা কিভাবে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে সেই তেলিয়ামুড়াতে গেলে দেখতে পারবেন। কৃষ্ণপুর সেখানে একজন মেয়েলোক ঠিক মরে মরে অবস্থায় আছে। এমনিভাবে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারি ভূমি-হীনদের মধ্যে কিংবা যারা জুম করে, কম জমি যাদের আছে, তাদের মধ্যে যদি দেখি তাহলে ঠিক এই অবস্থাটা দেখতে পারি। এইবার সরকার বীজের ধান দিতে পারে নি যার জন্য তারা আউস ফসল করতে পারে নি। বিশেষ করে, খোয়াইর মধ্যে জুমিয়াদের অবস্থাতো সেই চামপাহাওড় সিপাহী বাড়ী থেকে এই দিকে রামচন্দ্র ঘাটে যদি আমরা দেখি তাহলে কি দেখবো? সেখানে তাদের ঘরে খাদ্য নেই। এমন কি রামচন্দ্র ঘাটে যে বন্ধর এলাকাটা

আছে সেই এলাকাটা বন দপ্তরের হয়নি এইবার মাত্র সেইটা বন দপ্তরের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এতদিন তারা জুমিয়া হিসাবে থাকতো তাদেরকে পুনর্ব্বাসন আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি। কাজেই আজকে তাদের অবস্থাটা কি হতে পারে? একজন মানুষ মরে গেল সেই গ্রামে কিন্তু জানলে। না কেউ। জানবার পরও খোয়াইর এস. ডি.ও, সেইটা অনুভব করতে না পারায় কোন সাহায্য এলো না। এই হলো তাদের অবস্থা আর বিশেষ করে যে সমস্ত জায়গায় জঙ্গল হয় এবং অনেক মৌজায় এখন পর্য্যন্ত সরকার জল দিতে পারে নি। এইটা কি সরকারের অপদার্থতা নয়? কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি ব্যস্ত আছেন কি করে অর্ডিন্যান্স জারী করে মানুষকে মারা যায়। আসারামবাড়ীতে তিনি সেই কল নিয়ে গিয়েছিলেন আগে থেকে যদি জানতাম তাহলে উনাকে সেইদিন বুঝিয়ে দিতাম যে জনতার রায় কোন দিকে। কাজেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যে জনতাও একদিন অর্ডিন্যান্স জারী করবে সেই দিনের জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন। সেইজন্যই বলছি যে অতি সত্বর গ্রামে গ্রামে লংগরখানা স্থাপন করুন, গরীব মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু তাই নয় আমরা যদি আমাদের ট্রাইবেল মন্ত্রী উনার এলাকার দিকে তাকাই তাহলে কি দেখতে পাই? উনার এলাকাতে বীজ ধান না থাকার ফলে আউস ফসল হয় নি। সেখানে টৈটুংকা, মাওক্রুম, চালতা বংকুর, সাতবাড়ী, কলাছড়ি এবং ঘোড়াতলী উনারই এলাকা, সেই এলাকাগুলিতে খোঁজ নিলে কারও বাড়ীতে খাদ্য পাওয়া যাবে না। আমরা জানতাম সাবরুমের শ্রীনগরের মধ্যে সব সময় খাদ্য এক্সেস থাকে কিন্তু সেখানকার অভাব তিনি মিটাতে পারেন নি। উনি তো একজন ট্রাইবেল মিনিষ্টার উনি ইচ্ছা করলে সেই সমস্ত এলাকার অন্তত: খাদ্যের অভাব মিটাতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি। কোথায় সেই মন্ত্রীত্ব? কয়দিন থাকবে এই মন্ত্রীত্ব? কাজেই আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যদি আপনারা লংগরখানা না খুলেন তাহলে পরে আপনাদের উপরও জনতা অর্ডিন্যান্স জারী করবে এবং আপনাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এইখানে বিরোধী দলের সদস্য যে প্রস্তাবটা এনেছেন আমি এইটার উত্তর দিতাম না, কারণ শরীরটা ভাল না। কিন্তু বিষয়টা বোধ হয় একটা বস্তুর উপর ছিল কিন্তু এইটার মধ্যে এই বিধান সভায় এই সব আলোচনা হয়েছে আজকে দেখলাম আবার এইটার মধ্যে এই-গুলি জড়িত হচ্ছে তার জন্য কিছু বলতে হচ্ছে। প্রথমে প্রশ্নের মধ্যে আছে যে জুমিয়া ভূমিহীন যারা তাদের অনাহারে মৃত্যু। তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের এই জুমিয়া ভূমিহীন-রাই গরীব? ওরা অনাহারে ৬০ জন না কতজন মরেছে। এই ধরণের গরীব বা ভূমিহীন এই ১৬ লক্ষ লোকের মধ্যে অনেকেই আছে। তাহলে মৃত্যুটা কি অনাহারে শুধু এদের হচ্ছে? আর কি গরীব নেই? আমি বলছিলাম যে একটা বিষয়ের উপর আমি বলবো যে ফুলকুমারী সেই ফুলকুমারীতে আদিবাসী ভাই ক্ষিরোদ দেববর্মার কথা, উনি যেটা বলেছেন এই তথ্যটা উনি কোথা থেকে এনেছেন আমি জানি না। ক্ষিরোদ দেববর্মাকে আমি চিনি, উনার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তাও আমি জানি। কাজেই আমাকে এইটার জবাব দিতে হচ্ছে। এরা যে

বিষয়টায় কথা বলেছে, আমি বলছি যে এই এসেম্বলির ভিতরে আজকে যে তারা বিভিন্ন বিষয় তারা উত্থাপন করেছে তার কারণ হলো এইগুলি পত্র পত্রিকাতে ছাপা হবে এবং তারা বলবে যে দেখ আমরা বলেছি বলেই সরকার এইগুলি করছে। কারণ সরকার এই সব বিষয় সম্পর্কে সচেতন এবং গ্রামে গঞ্জে কাজের যে অভাব আছে, খাদ্যের যে অভাব আছে সেই সম্পর্কে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন বা নিয়েছেন। তাই তারা এইগুলি হাউসে উত্থাপন করেছে। এই হলো তাদের চরিত্র। তা না হলে এই বিষয়টা নিয়ে আজকে সময় নষ্ট করার কোন যুক্তি ছিল না। আজকে আমাদের ত্রিপুরায় কাজকর্ম কমে গেছে, ফসল কম হয়েছে, জুম চাষ কম হয়েছে এইটাতো আমরা আগেই বলেছি। বন পোড়া যায় নি অতি বৃষ্টিতে ফলে জুম যা হওয়ার ছিল তা হয় নি। এই গুলি আমরা বলেছি। তারপর আজকে আবার এইগুলি উত্থাপন করার কি দরকার ছিল? কারণ তারা চাইছে কি করে তাদের কথাগুলি পত্র পত্রিকাতে উঠে। কেরোসিন তেল বন্টনের ব্যাপারে সরকার ফুড অ্যাডভাইজারি বোর্ড করেছে কারণ গ্রামে গঞ্জে কেরোসিন তেল ঠিকমত পৌঁছায় না সেইজন্য সবাই যাতে পায় এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেক ডিসট্রিকটে এই বোর্ড... ..

Mr. Speaker : –The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে প্রত্যেক সাব-ডিভিশানে ফুড এডভাইসরি কমিটি রয়েছে। বিভিন্ন সদস্য নিয়ে তাই সরকারকে আমি এই কথা বলছি আমাদের যে সম্পদ আছে, মাল-মশল্লা আছে এটা ঠিক গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই অনুসারেই সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু স্যার, যে বক্তব্য যেটা আছে অনাহারে মৃত্যু কিন্তু এখানে কোন তথ্য দেওয়া নাই। যা আছে ৬১ জনের না কয় জনের নাম তাঁরা এইখানে দিয়েছে, আমি বলতে চাই তাঁরাই কিন্তু সেই দেশে বাস করে না আমিও করি। আর পার্টিকুলার একটা সম্প্রদায়ের কথাই উনারা বলছেন। আর ত্রিপুরায় একটা সম্প্রদায় কি শুধু আদিবাসীর মধ্যে রয়েছে। না এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে আরো গরীব লোক বাস করে। অতঃকারণে এইখানে যে প্রস্তাব উনারা এনেছেন সেটা এখানে আনা মোটেই উচিত বলে আমি মনে করি না। তবে বলার বিধান আছে তাই উনারা বলেছেন। যেমন একটা কথা বলা হয়, অসৎ লোক স্যার, কথা খুব সুন্দর আর মেষের বাচ্চা সুন্দর। মেষের বাচ্চা যাকে আমরা ছাগল, পাঠা বলি আর কি। এই শিশু মেষের বাচ্চাটা খুবই সুন্দর হয়। আর অসৎ লোকের কথা খুব সুন্দর হয়। তারা সুন্দর ভাবে ন না মিথ্যা কথা বলে থাকে। অসৎ লোকেরা যারা গ্রামে গঞ্জের কাছে থাকে তারা সাংঘাতিক দুরন্ধর, কিন্তু কথা বার্তায় তাকে ধরতে পারবেন না। এটা আমাদের গ্রামের বুড়ো মুরব্বিরা বলে থাকেন। এটা আমার কথা নয়, তাহলে আজকে এই বিধান সভার ভিতরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জের কথা আমি বলে থাকি। সরকারকে সব সময় হুসিয়ারী করি এই অভাব অভিযোগ দুর্ভিক্ষ, হেন

তেন করে, নাম অনেক হেন তেন করি? কিন্তু আজকে সরকার যে কাজটা করতে যান আজকে তাঁরাই গিয়ে সেখানে বাঁধা দেন। আমি আমার জায়গায় দেখেছি, যে দুই টাকা মজুরীতে কাজ করবে না ৪ টাকা মজুরী দিতে হবে। সেইটা চিন্তা করতে পারেন। কেন পারেন কারণ আপনারা আবোল তাবোল বলেন। এখানে বলেন। কারণ আপনারা পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখুন যে আপনাদের কেউ নেই। তাই আপনাদের বক্তৃতার মধ্যে একটা জিনিষই থাকে। অন্য জিনিষও যে আছে সেটা আপনারা চোখেই দেখেন না। নজরেই রাখেন না। তাই আপনাদের যে আবোল তাবোল বলা হচ্ছে সেটাই আমি বলছি। সেই টুকুই বলে যাচ্ছি। যেমন আমাদের বন মন্ত্রীকে নিয়ে উনারা বলেছেন ও হাতীকে নিয়ে তাঁরা বলেছেন, কিন্তু হাতী যে মানুষের কি উপকার লাগে তা তাঁরা চিন্তা, হাতী, পশু, পাখী যে সমাজের একটা অঙ্গ এই পশু পাখী যে সমাজের কি উপকারে লাগে, তা তাঁরা চিন্তা করেন না। কিন্তু হাতী যদি সমাজের ক্ষতি করে, মানুষের ক্ষতি করে তাহলে ঐ হাতীকে সরকার তাড়াতে পারেন বা মারতে পারেন। আমি এই কারণে বলছি যে পশু পাখী বন সংরক্ষণ এইগুলির মধ্যে আর নাই। একটা কাকেরও মূল্য আছে। শকুনেরও মূল্য আছে। এবং শকুন না থাকলে দেখতেন আপনাদের কলেরায় মৃত্যু হত। এটা কি করে হত? আজকে যদি গরু, বাছুর পশু, পাখী ইত্যাদি মরে শকুন যদি না খেত তাহলে কলেরায় মৃত্যু হয়ে যেত আপনাদের। সেই জন্যই আমি বলছি পশু পাখী মানুষের মঙ্গলের জন্য। আবার যারা মানুষের ক্ষতি করে তার জন্য প্রতিকারেও ব্যবস্থা আছে। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর বেশী বলতে পারব না, শরীরটা ভাল না। আজকে এখানে এই প্রস্তাব আনার কারণই হচ্ছে যে কাগজে পত্রে উঠবে। এবং সরকারের যত পলিশি আছে গ্রামে গঞ্জে, শহরে চালু করবেন, সেই সমস্ত কাজে বাঁধা দেওয়া হবে। এই হচ্ছে তাঁদের ভূমিকা। ...

(বিরোধী দলের মন্তব্য পুরানো রেকর্ড বাজছে)।

...রেকর্ড তো আপনারা বাজিয়ে যাচ্ছেন। আইন অমান্য হবে। ৫০ লক্ষ মানুষ আসবে। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছেন তা কতজন এসছে। সমাজের কি কথা আপনারা বলছেন। আমি বলব যে আজকে আপনারা সস্তা বাহবা নেবার জন্য ২/৪ টাকা মজুরীর জন্য বিধান সভায় চিৎকার করিয়া থাকেন। একটা লোককে সাব্রুম থেকে নিয়ে আসেন। দু আনা চার আনা, আট আনা চাঁদা তুলে নিয়ে আসেন আগরতলায়। এনে তাদের ছেড়ে দেন। আমি যেটা দেখছি তা হল তাদের অবস্থাটা কি হয়। তারা হোটেলে যেতে পারে না, খেতে পারে না, আর এই কারণের জন্যই তারা আজকে আস্তে আস্তে পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে। কাজেই একটু তাকান সামনের দিকে। যদি এম, এল, এ, মন্ত্রী হতে চান আমরা ছেড়ে দেব। এসে পড়ুন এ দিকে। সামনের দিকে এসে বসুন। দেখবেন আমরা ছেড়ে দেব। আপনাদের মন্ত্রী বানিয়ে দেব। স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি একটা গল্প বলি। এক ভদ্রলোক খুব অভাবের সময় বিয়ে করেছে। বিয়ে করার পর সে তার স্ত্রীকে আর জিনিষপত্র দিতে পারে না তখন সে রাত্রে তার স্ত্রীকে বলছে, দেখ তোমাকে তো বিয়ে করলাম কিন্তু কোন জিনিষপত্র

তো দিতে পারলাম না। তার স্ত্রী তখন বলল যে আমার জিনিষপত্র লাগবে না, তুমি যে আমাকে এই অভাবের সময় বিয়ে করেছ, বাপের কাজ করেছ। তাঁদের ক্ষেত্রেও তার, বিধান সভায় এসে যে এই অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন, এটাই এদের পক্ষে যথেষ্ট। আমি আরও অনেক কিছু বলতে পারতাম। কিন্তু আমার সময় অল্প, তাই আমি মনে করি এই প্রস্তাবটাকে এখানেই নাকচ করে দেওয়া হউক। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারাবল মেম্বারস, এই ডিসকাশান আড়াইটা পর্যন্ত চলবে। কারণ প্রাইভেট মেম্বারস রিজল্যুশান আমাদের দুইটি ক্যারিড ওভার হয়ে এসেছে এবং আরও তিনটি আছে আজকের। শ্রীমঙচাবাই মগ।

শ্রীমঙচাবাই মগ :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার মহোদয়, এই বিধান সভায় বিরোধী পক্ষ থেকে প্রস্তাব আনা হয়েছে, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা কমলপুরের নাম যে উল্লেখ করেছেন, তার জন্য আমাকে দুই একটি কথা বলতে হচ্ছে। আমি মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি যে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে বলেছেন, তার নামটা তিনি ঠিকমত বলতে পারেন নাই তার নাম হচ্ছে রাইমনি দেববর্মা। তবে আমি এই সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলব যে কমলপুর মহকুমায় গত বর্ষায় উপজাতি এলাকায় বিশেষ করে জুমিয়াদের মধ্যে অর্ধাহারে থাকতে বাধ্য হয়েছে, এটা কিছু সত্য হলেও, অনাহারে মৃত্যু হয়েছে এটা আমরা বলতে পারছিনা। কারণ আমি আগরতলা বেশীক্ষণ বসে থাকি না। হয়তো গ্রামে গঞ্জে আমি বেশী ঘুরিনা, তাহলেও আমি আমবাসা, সালেমা, মধুছড়া, কুলাইবাজার, এইসব উপজাতি এলাকা ঘুরেছি এবং উপজাতিদের সংগে আমার দেখা হয়েছে। গামছাবাড়ী থেকে আরম্ভ করে কুমারী রোয়াজাপাড়া, চাকমাবাড়ী, আঠারমুড়া, দেবতামুড়া যে সমস্ত নোয়াতিয়া এবং রিয়াং আছে, তাদের গত বছর আমরা প্রত্যেক পরিবারকে, আমার এরীয়ায় ৭ শত ৯৩ জুমিয়া পরিবার আছে, তাদের জুম চাষ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক জুমিয়াকে দৈনিক দুই টাকা হারে টেস্ট রিলিফের কাজ দেওয়া হয়েছে এবং যাতে কলা গাছ, আম গাছ, কাঠাল গাছ লাগাতে পারে তার সুযোগ দিয়েছি। জুম কাটার ব্যাপারে কিছু উপদ্রব হতে পারে সেটা আমি অস্বীকার করতে পারব না। যেহেতু হাতীর সংগে মানুষের লড়াই চলতে পারে না। আপনারা দেখবেন প্রত্যেক জুমিয়া তার ঘরের সংগে টঙ করে তারা তাদের ক্ষেত পাহাড়া দেয়, কিন্তু তবুও কোন কোন স্থানে হাতী তাদের জুম নষ্ট করে ফেলে এটা সত্য কথা। আমি অবশ্য জানিনা, কোথাও হয়তো ইন্দুর ফসল নষ্ট করতে পারে। আমার এলাকায় দুইবার ইন্দুরের উৎপাত হয়েছে। গত বছর ছামনুতে যদি ইন্দুর নেমে থাকে, আগামীতে কমলপুর নামবে কি না আমার জানা নেই। তবে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে সেটা আমি অস্বীকার করছি। আজকে আমরা জানি উপজাতি জুমিয়াদের বিশেষ করে যারা জুম চাষী, তারা কুলাই বাজারে মঙ্গলবার যান এবং সেখানে তাদের মরিচ ইত্যাদি বিক্রী করে। একজন আধা মণ থেকে ১ মণ মরিচ বিক্রী করে। এক কে, জি, মরীচের দাম যদি তিন টাকা হয়, যে একমণ মরিচ আনতে পারে, সে সপ্তাহে ১২০ টাকা রোজগার করে। তাছাড়া বৃষ্টি হওয়ার সেখানে জুমের ধানও

ভাল হয়েছে তবে জুম পুরোপুরি সকলে করতে পারে নাই। তাহলেও জুমিয়াদের মধ্যে খোরাকী আছে। বিশেষ করে কুলাই বাজারে অন্যান্য এলাকা থেকে চাউলের দর কম, এখনও সেখানে ১.৬০ পয়সা চাউলের কে, জি, অবশ্য নাদির সাইল চাউল সেখানে নেই। তবুও আউস এবং আই, আর, এইট চাউলের দাম এখনও ১.৬০ পয়সা কে, জি,। কাজেই জুমিয়ারা অনাহারে মরছে, সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তবে তাদের মধ্যে কিছু লোকের কষ্ট আছে, যারা পাহাড়ে থাকে এবং এক মাইল, দুই মাইল দূর থেকে আসে বাঁশ, লাকড়ি বা মাছ ধরে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রী করে তাদের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে, তারা হয়তো মহাজন থেকে কিছু বাকী জিনিষ বা ধার নিতে পারে, সেটা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু অনাহারে মরছে সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলামনা, এইজন্য আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরাইমণি রিয়াং চৌধুরী।

শ্রীরাইমণি রিয়াং চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটা কথা বলতে হয়। বিধান সভার সদস্য শ্রীঅভিরাম বাবু তিনি বলেছেন যে তিপ্রাতে খাদ্যাভাবে লোক মরেছে বলে আমার এলাকায় এবং গত মাসে মারা গেছে বলে দৈনিক সংবাদে উঠেছে। আমি বলব যে সেই সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে এনকোয়েরী করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে অসুস্থ হয়ে সে মারা গেছে। তার নামও আমি বলতে পারি। সে আমার আপন বোন, অনেকদিন রোগে ভুগে মারা গেছে অসময়ে, তার কোন চিকিৎসা হল না। তার নাম হচ্ছে বাতাসী রিয়াং। কিন্তু তাঁরা সেটাকে না খেয়ে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে বলে পত্রিকায় তুলিয়েছেন। আমি বলতে পারি আমার এলাকায় একজনও না খেয়ে মরে নাই কারণ সরকার থেকে তাদের টেষ্ট রিলিফের কাজ দেওয়া হয়েছে, দাদন দেওয়া হয়েছে, খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে, ক্র্যাশ প্রগ্রামে তাদের কাজ দেওয়া হয়েছে, কাজেই তারা যে কথা বলছেন সেটা ঠিক নয়। কিন্তু তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এই বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তাদের জন্য কি করেছেন? আমাদের ত্রিপুরা সরকার যা দাদন, লোন ইত্যাদি দিয়েছে, তাতে শুধু আমার আত্মীয় স্বজন নয়, এলাকার সমস্ত সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে। তাই আমি অবাক হয়ে যাই, যখন বিরোধী পার্টি থেকে অভিযোগ উঠে মানুষ না খেয়ে মরেছে। আমি জানি না, তারা কি ভাবে এমন অসত্য তথ্য বিধান সভায় পরিবেশন করতে পারেন। আমিও একজন এম, এল, এ। আমরা এম, এল, এ'রা যদি এভাবে অসত্য তথ্য পরিবেশন করি, তাহলে সাধারণ মানুষ কি মনে করবে। এ বছর বৃষ্টি না হওয়াতে ঠিক মতো জুম চাষ হয়নি, সময় মতো বীজ রোপন হয়নি, তার ফলে কিছু অভাব অনটন দেখা দিয়েছে, সেটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই সব খবর আমি সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা সরকারকে জানিয়েছি, মন্ত্রী মণ্ডলীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করেছি। আমি সব সময় খোঁজ খবর রেখেছি। তাই তাদের কথা শুনে আমি অবাক হয়েছি। বিভিন্ন এলাকায় রেশন শপ খোলা হয়েছে। আমার কথা যদি বিশ্বাস না করেন গিয়ে দেখুন। আমার কাঞ্চনপুর এলাকায় গিয়ে দেখুন। আমিও এম, এল, এ, আমার এলাকায় যা কর্তব্য

আমি সব সময় করি। কিন্তু আমি জানি বিরোধী পার্টি জন সাধারণের জন্য কি করছে। যারা নাকি কমিউনিষ্ট তারা নাকি জন সাধারণের খুব দরদী, তারা খুব সৎ লোক। কিন্তু আমি বলছি, আমার এলাকার একজন কমিউনিষ্ট নেতা দাদন দেয়, দাদনের ধান আদায় করতে গিয়ে পাথরের ওজনে ফাঁকি দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এই কি তাদের জন সেবা ? যদি বিশ্বাস না করেন. তদন্ত হোক। আর একজনের কথা বলবো সে দুলাল বণিক, একজন কমিউনিষ্ট নেতা, সরকারী জিনিষপত্র বিক্রী করে অর্থ আত্মসাৎ করেছে। আর তুইছামার একজন শিক্ষক, নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী. সেও দাদন দেয়। যদি বিশ্বাস না করেন, তদন্ত করার ব্যবস্থা হোক। অথচ তারা নাকি জন দরদী। আর লেমপ্রসাদ রিয়াং, নিজের আত্মীয় স্বজন, এলাকার জন সাধারণকে ফাঁকি দিয়ে চলছে। গরীব জনসাধারণকে নিয়ে রাজনীতি করছে। সে খুব সমিতি করছে। এই হচ্ছে বিরোধী পার্টির চরিত্র, তারা নাকি গরীব জনসাধারণের বন্ধু। আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Discussion is over.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION.

Mr. Speaker :— Next Business of the House is Private Members' Resolution. First I shall take up the following Resolution of Shri Jitendra Lal Das moved on 4.10.74 which was not concluded.

"এই বিধান সভা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, ত্রিপুরায় একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হোক যাহার নিকট জনসাধারণ উচ্চতম পদ থেকে সুরু করে যে কোন পদের ব্যক্তির দুর্নীতির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারিবে এবং উক্ত ট্রাইবুন্যাল তাহার বিচার করিতে পারিবেন"।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আরও তো ছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সেগুলি তো আড়াইটার মধ্যে হওয়ার কথা ছিল। সুতরাং সেগুলি আর হবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীসুবল বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব সম্পর্কে সি, পি, আই, নীতির সঙ্গে কংগ্রেসের নীতির কোথায় কোথায় একটা সামঞ্জস্য হচ্ছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে যে প্রপোজাল তিনি এনেছেন সেই সম্পর্কে আমার কতদূর অগ্রসর হতে পারি সেই সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে চাই। উনার প্রস্তাবে দুর্নীতি যে হচ্ছে উপরের স্তর থেকে নীচের স্তর পর্য্যন্ত সেটাকে রোধ করার জন্য একটা ট্রাইবুন্যাল বসিয়ে যাতে নুতন করে দুর্নীতি তা হয় তার একটা সমাধান হয় কিনা এই প্রস্তাব তিনি রেখেছেন।

দুর্নীতি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পাই, দুর্নীতি উনি বলতে চেয়েছেন সেই উপর তলার মন্ত্রী, অফিসার, আর নিম্ন স্তরের বড় বড় চোরাকারবারী এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যেও কিছু কিছু আছে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, দুর্নীতিটা শুধু কি একজন মন্ত্রী বা একজন অফিসার বা একজন চোরাকারবারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে ? যদি তাই হয়, যদি দুই জন লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বা একজন লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তার জন্য একটা ট্রাইবিউন্যাল গঠন করে তার বিচার করা যেতে পারে বা একটা কিছু করা যেতে পারে যে সেটাকে কোন রকম সংশোধনের পথে আনা যায় কিনা। কিন্তু আজকে যে সকল ঘটনাগুলি হচ্ছে, এই দুর্নীতিটা এমন একটা স্তরে এসে গিয়েছে, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা সামান্য উদাহরণ দেব, সেটা হচ্ছে একটা মেচ বাক্সের উপর দেখবেন লেখা আছে, ১০ পয়সা রিটেইল প্রাইস এখন ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ লক্ষ লোক বাস করে, তাদের প্রতি ৫ জন লোকে যদি ডেইলী একটা করে মেচ ব্যবহার করে, তাহলে তাকে ৫ পয়সা বাড়তি দিতে হয়, অর্থাৎ একটা মেচ ১৫ পয়সা দিয়ে কিনতে হয় এবং এটা হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা জনসাধারণের কাছ থেকে এভাবে অতিরিক্ত আসছে। কিন্তু আজকের দ্রব্যমুল্যের বৃদ্ধির দিনে জনসাধারণ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ অথবা অন্য কিছু এই ৫৫ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনতে পারত, অর্থাৎ ইকনমির ইউটিলিটি বলতে যেটা বুঝায় যেমন যখন জিনিষের দাম বেড়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষ কোন জিনিষটা কত কম পয়সা দিয়ে কিনলে পর তার বেশী ইউটিলিটি পাওয়া যাবে, সেই বিষয়ে চিন্তা করে এবং এই দিক দিয়ে যদি তাকে একটা মেচের জন্য ৫ পয়সা বেশী দিতে না হত তাহলে ঐ ৫ পয়সা দিয়ে সে অন্য আর একটা জিনিষ কিনতে পারত, কিন্তু মেচ কিনতে তাকে যে ৫ পয়সা বেশী দিতে হচ্ছে, সেজন্য সে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কাজেই এমন ভাবে এই ৫৫ লক্ষ টাকার দ্বারা অন্য দিক দিয়ে যে ইউটিলিটি পেত, সেই ইউটিলিটি ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ পাচ্ছে না। আবার আর একটা উদাহরণ দেখুন, যেমন ঔষধের দোকানে যান, দেখবেন ঔষধের শিশির উপর রিটেইলস প্রাইস লেখা আছে এবং তার মধ্যে সেন্ট্রাল টেক্সটাও ধরা আছে। কিন্তু আমরা কি দেখছি, আমরা দেখছি যে আমাদের কাছ থেকে সেই রিটেইলস প্রাইসের উপর থ্রি পার্সেন্ট সেন্ট্রাল টেক্স ধরে আদায় করে নেওয়া হচ্ছে, আমি জানি এই রকম ভাবে তাদের নেওয়ার কোন ক্ষমতা আছে কিনা এবং এই যে অতিরিক্ত পয়সাটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে কি আমাদের জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না ? এখন কথা হচ্ছে বড় বড় রুই কাতলা ধরতে হলে নিত্য নৈমিত্তিক ক্ষেত্রে যে দুর্নীতিটা আসছে, সেটাকে কি ভাবে রোধ করা যাবে, সেটাই হল বড় কথা। এই যে এখানে একটা ক্ষুদ্র উদাহরণের মধ্যে দুর্নীতিকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি, তাকে বিষদভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এটা কি শুধু একজন চোরাকারবারীই নিচ্ছে, না কি একজন বড় স্মাগলার নিচ্ছে, না এটা প্রত্যেক দোকানদারই নিচ্ছে এবং প্রত্যেক ব্যবসাই নিচ্ছে। কাজেই এর মধ্যে একটা সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন এসে গিয়েছে যে ব্যবসায়ী গোষ্ঠি আছে, তারা সবাই কি দুর্নীতিপরায়ণ না সবাই কি চায় যে তারা এই রকম দুর্নীতি করে বাঁচবে ? কিন্তু আজকের দিনে এটা হয়ে গেছে ওপেন সিক্রেট এর মত, এটা হামেশাই হচ্ছে। এটাকে রোধ করা ট্রাইবিউন্যাল গঠন করে করা সম্ভব নয়। কারণ এটা একটা সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যায়। তারপর এখানে ঘুষের কথাও উঠেছে। কিন্তু এই ঘুষ কে দেয় ? দেয় তো জনসাধারণ। কাজেই ঘুষ দেওয়া

এবং নেওয়া, যে দিচ্ছে আর নিচ্ছে তাদের সবাই কি দুর্নীতির সংগে জড়িত হয়ে যাচ্ছে না? তাই যে নেবে সেই দুর্নীতিপরায়ণ আর যে দেবে সে দুর্নীতিপরায়ণ নয়? কাজেই এটাকে রোধ করতে হলে আমাদের এমন একটা জায়গায় আসতে হবে, এমন একটা সামাজিক পর্য্যায়ে এটাকে নিয়ে আসতে হবে, যারা ঘুষ দিচ্ছে তাদের মধ্যে এমন একটা চেতনা আনতে হবে যে ঘুষ দেওয়া উচিত নয় এবং এটাতো একটা ট্রাইবিউন্যাল গঠন করে করা সম্ভব নয়। তাই এটার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে এটা শুধু রুলিং পার্টির দায়িত্ব নয়, বিরোধী পক্ষেরও দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে। কারণ জনজীবনকে পরিচালনা করবার বা সমাজ জীবনকে পরিচালনা করবার দায়িত্ব শুধুমাত্র ঐ মন্ত্রীদের বা বড় বড় অফিসারদের উপরই পড়ে না, বরং সমাজের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় লোক আছেন, তাদের উপরও পড়ে, কাজেই আমাদের অপজিশান বেঞ্চে যারা বসেন তাদেরও এই দায়িত্ব আছে তারপর আমরা আরও শুনতে পাই যে সরকারী অফিসে কোন কাজ হয় না, অফিসে ঘুষ নেওয়া হয় ইত্যাদি। তাই কর্মচারীদের সম্পর্কে এখানে একটা কথা না বলে উপায় নাই, সেটা হচ্ছে আমি দেখেছি যে অফিসে কাজ হচ্ছে এবং এই কাজ করার জন্য তারা বেলা ১০টার সময় অফিসে আসছে আর ৫টার সময় চলে যাচ্ছে। এখানে এই হাউসে বলা হয়েছে একটা প্রশ্নোত্তরের সময়ে যখন মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস সুইপারের ছুটি সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে সুইপারদের কেন ছুটি দেওয়া হবে না? তার উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তাদের কাজটা ঘন্টা হিসাবে করতে হয়। এখন কথা হচ্ছে রেগুলার ওয়ার্কার যারা তাদের চাকুরী হলেই পয়সা দিতে হবে? রেগুলার যাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে, তাদের চাকুরী হলেই কি পয়সা দিয়ে যেতে হবে? তার জন্য কোন একটা কি লিমিটেশন নাই যে একজন চাকুরীয়ার এই পরিমাণ ডিউটি করতে হবে বা এই পরিমাণ কাজ করতে হবে। এটাত হতে পারে না। কাজেই যে লোকটাকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে সে রেগুলার হউক, আর কন্টিজেন্সীই হউক বা অন্য যা কিছুই হউক না কেন তাকে একটা কাজ ভাগ করে দেওয়া থাকে। অথচ সেভাবে কাজ হয় না কেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ধরুন একজন পি, ডবলিউ, ডির ওভারসিয়ার, যদিও আমরা টেকনিসিয়ান নয় তবু আমরা যতটুকু বুঝি যে একজন ওভারসিয়ার সাধারণত: রাস্তার এষ্টিমেট করেন, ঘরের এষ্টিমেট করেন বা যখন যেখানে যে কাজ হয় তা সুপারভাইজ করেন, এটা আমরা বুঝি। কিন্তু সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কতগুলি ওভারসিয়ার আছে, এবং একটা বছরে কয়টা রাস্তা হচ্ছে এবং তারা কয়টা রাস্তার মেজারমেন্ট নিচ্ছেন। কাজেই দেখা যায় যে সারা বছরে যতগুলি রাস্তার কাজ হচ্ছে তাতে এক একজন ওভারসিয়ার যদি একটা রাস্তায়ও কাজ করেন, তাহলে যতগুলি রাস্তা হওয়ার কথা ছিল বা যতগুলি ঘর এর মেজারমেন্ট নেওয়ার কথা ছিল, ততগুলি হয় না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে তারা কি করে? এর মধ্যেও একটা কারণ আছে, কারণটা হচ্ছে এর মধ্যেও দুর্নীতি চলে গিয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সামাজিক জীবনটাই দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, সেই দুর্নীতিটা শুধু ঐ মেচ বাক্সের মধ্যেই নয়। কাজেই কাজ না করে কি ভাবে বেশী পয়সা পাওয়া যায়, সেই চিন্তাই এখন মানুষ বেশী করে করছে. সেটাকে দেখবার আছে! কারণ যেখানে বলা হচ্ছে আইনগত চুরি বা যেটাকে লিগ্যাল চুরি বলা হচ্ছে। তেমনি সেই আইনগত ভাবে কাজে ফাকি দেওয়ার কতগুলি সুবিধা তারা করে নিয়েছেন। ঐ গণতান্ত্রিক উপায়ে চীৎকার তুলে তখনই একটা কর্মচারীর উপর তারা কাজে ফাকি দেওয়ার জন্য। তার কাজে দুর্নীতির জন্য যখন একশান নেওয়া হবে তার পরদিন দেখা যাবে যে ঐ লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে। কারণ এখানে গণতন্ত্র আছে আমাদের দেশে গণতন্ত্র আছে, গণতন্ত্র আছে বলেই গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে দুর্নীতি করছে। গণতন্ত্র আমরা দিয়েছি, কংগ্রেস সরকার এই গণতন্ত্র দিয়েছে এবং এই গণতন্ত্রের যে ফাঁকটা এই ফাঁকটায় তারা ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে যাবে। আমরা অধিক সংখ্যক লোক বলছি যে সে দুর্নীতিপরায়ণ নয় কাজেই তাকে চাকুরীতে বহাল করে দাও। এই ভাবে যে দুর্নীতিটা বলেছিলাম সেই দুর্নীতিটা আজকে সমাজ জীবনে

প্রত্যেকটি স্তরে সে আগুনের গোলায় মতন সে এগিয়েছে। কাজেই এটাকে এখানে শেষ করতে গেলে একটা ট্রাইবুনেলের পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজে কাজেই এই ট্রাইবুনেলের চাইতে বড় কথা হচ্ছে আজকে প্রত্যেকটি দলে প্রত্যেকটি মতে প্রত্যেকটি নেতা—আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য চাই জনসাধারণের উন্নতি চাই—তাদের আজকে একত্রিত করতে হবে। এবং একত্রিত হয়ে এই সামাজিক—আমাদের সমাজে যে একটা অবক্ষয় রয়েছে সেই অবক্ষয়কে কি ভাবে দূর করা যায়। এবং সেটা করতে পারলেই হয়ত আমরা দুর্নীতি থেকে রেহাই পাব। অন্যথায় এই ধরণের ট্রাইবুনেল করলেই যে আমাদের সব শেষ হবে আমি বিশ্বাস করি না। কাজে কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— উরা আরও দুই একজন বলুন তারপর আমি বলব। মাননীয় সদস্য সমীর বর্মণ বলুন আমি পরে বলছি (শ্রী বর্মণ পরে বলবেন জানান)। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাবটা এসেছে এটা আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এইজন্য নয় যে প্রস্তাবকের এর মধ্যে কোন আন্তরিকতা আছে। আন্তরিকতা তার নেই। নেই এই কারণে যে প্রস্তাবক যে দল থেকে এসেছেন যাকে আমরা দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পার্টি বলি বা সি. পি. আই. তারা দুর্নীতিতে ডুবে আছেন। তারা কেরেলাতে একটা সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেস সরকার এবং সেখানে যে সমস্ত অফিসিয়েল কমিশন হয়েছে তাতে তাদের মন্ত্রীদের নাম ধরে মন্তব্য করা হয়েছে—দুর্নীতিতে তারা ডুবে আছে। শুধু ত তা নয় আর. এস. পি. মন্ত্রী তাদের সম্পর্কেও কমেন্টস আছে। এবং শুধু দুর্নীতির ব্যাপারে কংগ্রেস থেকে বেশী করছে তা নয়—পেটান থেকে আরম্ভ করে, দুর্নীতির সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেসের রাজ্যগুলিও ঐ দক্ষিণ কমিউনিষ্ট পরিচালিত সরকার থেকে পিছনে পরে আছে এখন পর্য্যন্ত সব দিক থেকে। তেমনি বিহারে যে গফুর মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে এমন কি বিহারের কংগ্রেস এম. এল. এ.রা পর্য্যন্ত দিল্লীতে দরবার করছে—তার ঠিকেদার হলেন ওরা। জনসাধারণের রোষ থেকে বাঁচাবার জন্য ওরা ঠিকে দিয়ে রেখেছেন। আমি ঐ সব জায়গায় যাচ্ছি না। এমন কি ত্রিপুরাতেও ওরা পরশু এবং কাল অনাস্থা প্রস্তাবে আমাদের সংগে ছিলেন এবং এখানে বলে গেলেন এই মন্ত্রীসভ. দুর্নীতিতে ডুবে আছে, সেজন্য ওরা সমর্থন করছে। আর অনাস্থা প্রস্তাবের বাইরে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সোমকে প্রধান অতিথি করে ডাংগে সাহেবের জয়ন্তী করেছেন। কাজেই বুঝতে পারা যায় যে উদের নীতিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে ওরা বলছেন যে এই মন্ত্রী সভা দুর্নীতিতে ডুবে আছে কাজেই অনাস্থা প্রস্তাব ওরা সমর্থন করছে আর শ্রীপাদ ডাংগের জন্ম দিবসে তিনি হলেন প্রধান অতিথি। অর্থাৎ লাল ঝাণ্ডা নিয়ে উরা কংগ্রেসের লেজুর হিসাবে, কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করছেন যে কংগ্রেস দুর্নীতিতে ডুবে আছে। সমস্ত ভারতবর্ষে, আজ এমন কি তারা নিজেরা বলছেন তারা নাকি সেডো বক্সিং সুরু করেছেন কাল টাকার বিরুদ্ধে। অবশ্য ওদের গণতন্ত্র হচ্ছে, যে গণতন্ত্রের কথা মাননীয় সদস্য বললেন সে হচ্ছে ওয়াটার গেট গণতন্ত্র। আমেরিকান গণতন্ত্র, যা না কি এখানে নিয়েছেন—যে গণতন্ত্রের চেহারা ওয়াটার গেটের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে আছে। ধনতন্ত্রের জগত ছাড়া এই দুর্নীতি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং সেই ধনতন্ত্রের জগতের চেহারা উদের সবচেয়ে বড় বুনিয়াদী ঘরের যারা নাকি ধারক এবং বাহক সেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী হয়েও ওয়াটার গেটের মধ্য

দিয়ে সেটা আজকে সমস্ত পৃথিবীর লোক দেখতে পাচ্ছে। কাজেই আমি বিশ্বাস করি না যে এখানে একটা কমিটি গঠন করলেই বা কমিশন গঠন করলেই দুর্নীতি ধরা যাবে, সেটা নয়। ওয়াংচু কমিশন তো গঠন করা হয়েছিল কাল টাকা ধরার জন্য এবং মাননীয় প্রস্তাবক জানেন যে ওয়াংচু কমিটি গঠন করা হয়েছে—ওয়াংচু কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে কাল টাকার। উরা বলছেন যে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা, কাল টাকা আছে। এখন সম্ভবতঃ ১৫ হাজার কোটি বা ২০ হাজার কোটি কালো টাকা হবে। কোথায়, সেই রিপোর্টটা পর্য্যন্ত চেপে দিয়েছেন। সেই রিপোর্টটা মানুষ দেখলনা : যে রিপোর্টটার মধ্যে কোন, —না কালো টাকা ধরবার ক্ষমতা উদের নেই। সেডো বকসিং করছেন—মানুষকে দেখাচ্ছেন কিম্বা প্রেসার দিচ্ছেন ইলেকশান—১৯৭৫-৭৬ সালে ইলেকশান হবে—যাতে বেশী করে টাকা পাওয়া যায় সেজন্য কয়েকটি লোককে ধরে বাকীগুলিকে ভয় দেখাচ্ছেন হয় টাকা ছাড় নইলে—স্যার, একটা কাগজে পশ্চিমবংগের একটা কাগজে দেখা গেল যে মস্তানকে গ্রেপ্তার করার পর সেই মস্তান নাকি বলেছে—আমি ৩ কোটি টাকা দিয়েছি আর কত কোটি টাকা উরা চায়। একটা ইউ, পি,র ইলেকশানের জন্য আমি তিন কোটি টাকা দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার যে রিজোলিউশান আছে তার উপর বলুন.........

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এটাইতো রিজোলিউশান.....সেই কালো টাকা—তিন কোটি টাকা ইলেকশানের জন্য দিতে পারে এবং হাজি মস্তান, তিনি পদ্মশ্রী হয়েছে সেখানে। তিনি যদি পদ্মশ্রী হতে পারেন, তিন কোটি টাকা ডোনেশান দিতে পারে তাহলে উদের সহায়তায় বলছেন কমিশন করে দুর্নীতি ধরবে—সেটা নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেজন্য আমি বলছি যে আলোচনা এই জন্য নয়, আলোচনা হচ্ছে দুর্নীতির কতগুলি জায়গা, যেগুলি আমি আগের আলোচনায় দেখাই নাই। সেটার মাননীয় স্পীকার সুযোগ করে দিয়েছেন সেজন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটা খবর এসেছে—সস্তা দরে কাপড়, আমার এক বন্ধু বললেন ১০০ টাকা—একজোরা ভাল কাপড় হল ১০০ টাকা। এবং সেখানে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ আছে। গরীব মানুষ পাবে সেটা ভাল কথা। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ মালিকেরা একখানা শাড়ী যেখানে ৫ টাকায় ১০ টাকায় দিতে পারে তারাতো লোকসান দিয়ে দিচ্ছে না। তাহলে সেই কাপড়টা বাজারে আসে না কেন? এটাও একটা প্রশ্ন? যদি আমি ১০ পার্সেণ্ট প্রডিউস করতে পারি ৫ টাকা ১০ টাকা দরে—তাহলে আমি সেটাকে ৫০ পার্সেণ্ট করতে পারছি না কেন যাতে দেশের লোক সেটা কিনতে পারে? কারণ, মালিকদের টাকা পাইয়ে দিতে হবে। স্যার, যেটুকু কাপড় আসছে এবং কি ভাবে সেটা ডিষ্ট্রিবিউট হচ্ছে এ পর্য্যন্ত সেটা আমাদের জানা আছে। আমি হাউসে আলোচনা করেছি যে ভদ্রলোকেরা বালিশের ওয়ার, বিছানার চাদর এই সমস্ত আগরতলা সহরে করেছে। এবং এবার বলা হচ্ছে যে, না এইভাবে করা হবে না। এবার সুশৃংখলভাবে করা হবে। এই জন্য একটা সার্কুলার, মেমোরেণ্ডাম হিসাবে, যিনি টেক্‌ষ্টাইল কমিশনার, তিনি দয়া করে আমরা এম, এল, এ.দের কাছে দিয়েছেন। আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য। তা না হলে আমি জানতে পারতাম না যে সেই কি পদ্ধতিতে হচ্ছে। সেখানে কি দেখছি?

দেখছি যে সমস্ত জিনিষটার দায়িত্ব হচ্ছে হোল সেল কন্‌জিউমাস' কো-অপারেটিভ সোসাইটির। স্যার, আমার একটা সুযোগ হয়েছিল ঐ সেল কনজিউমার্স' কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে উকি মেরে দেখার। কি জিনিষটা দেখলাম, সানড্রিস মানে যে খুশী বড় বড় অফিসাররা অন্যান্যরা যে কোন লোক টাকা নিয়ে গেছে সানড্রিস বলে। সানড্রিস যেটা সেইটা কয়েক লক্ষ টাকা। স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে সানড্রিস যেটা এই টাকাগুলি আদায় করা যাচ্ছে না কেন? ওদের একজন কর্মচারী বল্লেন যে স্যার, আদায় করবে কি করে চিঠিপত্র দেয়নি। মুখে এসে বলে গেছে আমার বাড়ীতে এই জিনিষটা পাঠিয়ে দিও। ধরুন একজন হোমরাচোমরা লোক আর ওখানে একজন ছোট কর্ম্মচারী সে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন সেই টাকা কি করে আদায় করবে? এবং হোল সেল কো-অপারেটিভ হচ্ছে দুর্নীতির বড় আড্ডা। তার উপর দায়িত্ব দেওয়া হল যে তুমি এই কাপড়ের ভাল করে বিলি বন্টনের দায়িত্ব হচ্ছে তোমার উপর। তারপর সাবডিভিশনগুলিতে ধর্ম্মনগরের হিতসাধনী প্রাইমারী মার্কেটিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি, কৈলাসহরের কৈলাসহর প্রাইমারী, কমলপুরে কমলপুর প্রাইমারী, খোয়াইতে খোয়াই প্রাইমারী, অমরপুরে অমরপুর প্রাইমারী, উদয়পুরে উদয়পুর প্রাইমারী, সাবরুমে সাবরুম প্রাইমারী, সোনামুড়ায় সোনামুড়া প্রাইমারী, বিলোনীয়ায় বিলোনীয়া প্রাইমারী, এগুলি ওয়ান অব দি প্রাইমারী মার্কেটিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি ইজ কিং সোসাইটি। এইগুলির যারা পরিচালক তাদের অনেক দিন আগেই জেলে থাকা উচিত ছিল। কারণ এইরকম সোসাইটির মধ্যে তারা হাজার টাকা নয়, হাজার হাজার টাকা খেয়ে বসে আছেন। অল্প কয়েকটা লোক, ২/৪ টা লোক যারা নাকি ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পদে ছিলেন এই সমস্ত লোক তারা টাকা খেয়ে বসে আছেন। এর পরে আসুন সেখানে কি করা হয়েছে, না কতকগুলি কমিটি করা হয়েছে প্রত্যেক সাবডিভিশনে, আমরা জানি না সেই সমস্ত কমিটি কিভাবে করা হয়েছে। নমিনেটেড কমিটি, অবশ্য প্রস্তাবক নিজেও নাকি একটা প্রাইমারী কমিটিতে আছেন, আমি শুনলাম এই যে কমিটি যেগুলি এ্যাসেনশিয়েল কমুডিটিসের যে অ্যাডভাইসরি কমিটি বিলোনীয়া কমিটিতে আছেন, আমি জিজ্ঞাসা করছি প্রস্তাবককে যে এরা তার মধ্যে কি সবাই সত লোক রয়েছে? তিনি কি বলতে পারবেন যে ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার এদের মধ্যে নাই? আমি তো কমলপুরেরটা সম্বন্ধে জানি যে ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার রয়েছে। সব লোক ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার আমি সেইটা বলছিনা কিন্তু কমিটির মধ্যে যদি ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার রাখা হয় তাহলে এইটা সম্পর্কে মানুষের কি ধারণা হয়? সেইটা চোরাদের কমিটি বলছে তারা যে গভর্ণমেন্ট কতকগুলি চোরকে নিয়ে কমিটি করেছে তাহলে ভাল মানুষও চোর হয়ে গেল। কারণ এদের মধ্যে একটা দুইটা ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার রয়েছে, প্রত্যেক কমিটিতেই রয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে গাঁও সভার সংগে পরামর্শ করে তাদের লিষ্ট করা হবে। আমি জিজ্ঞাসা করছি গাঁওসভাটা কোথায়? গাঁওসভা তো অনেকগুলি যেগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে ছয় বছর আগে ছয় বছর পরে অ্যাকসটেনশন চলে না। যেমন খোয়াই, খোয়াইয়ে ছয় বছর পরে অ্যাকসটেনশন চলে না, ধর্মনগর অ্যাক্‌সটেনশন চলে না। কাজেই গাঁওসভা নাই, গাঁও সভার মেম্বাররাও নাই, গাঁওসভা মানে গাঁও প্রধান। স্যার, এই ধান সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে এই টেষ্ট রিলিফের কাজ থেকে আরম্ভ করে ক্রেশ প্রোগ্রাম ঐ গাঁও প্রধানরাই, ঠিকাদারী, কনট্রাকটারী এই সমস্ত কাজে বেশ হাত পাকিয়েছেন। এইটা অস্বীকার

করতে পারবেন না ওরা অস্বীকার করবেন না। তাদের মধ্যে চোরাকারবারের জন্য ধরা পড়েছে, কেরোসিন সহ ধরা পরেছে, খোয়াইতে এইরকম নজির আছে এখনও কেজ চলছে। কাজেই সেই চোর যারা তারা হচ্ছেন সোল এজেন্ট গ্রামে কে কাপড় পাবে না পাবে তারাই ঠিক করবে। তারপর দেখছি কি রেশন কার্ড না থাকলে পাবে না, সেইটা আমি এপ্রিসিয়েট করি কিন্তু কত হাজার রেশন কার্ড পরে রয়েছে ? আমি খোয়াইয়ের কথা বলতে পারি, আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খবর নিয়েছি। দিন মজুর যারা তারা মজুরী করবে না রোজ খবর নেবে যে আমার রেশন কার্ড হয়েছে কি না ? স্যার, কতবার আমি এস, ডি, ওকে বলেছি যে তার ঐ তহশীলদারকে বলতে, পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে বলুন না যে ওদের রেশন কার্ড হয়েছে, দেবেনা। রিনিউয়েল, একটা রিনিউয়েলের নাম করে দুইমাস রেখে দেবে একটা রেশন কার্ড কিনা রিনিউয়েল হচ্ছে। স্যার, জাল রেশন কার্ড যে কত বেড়েছে বিভিন্ন সময়েতে। আমি কমলপুরের কথা বলতে পারি যে কেরোসিন খোজতে গিয়ে জাল রেশন কার্ড পাওয়া গেল। স্যার, রেশন কার্ড যদি ঠিক ঠিকমত বিলিবন্টন হত, চেক আপ হত, আই অ্যাম ইন ফেবার অব রেশন কার্ড। যদি রেশন কার্ডের মাধ্যমে ডিষ্ট্রিবিউট হয় তাতে কিছু দুর্নীতি হলেও কম হত। স্যার, রেশন কার্ডটা হলো কি না, চেক আপ হলো কি না কে দেখবে, কোন কমিটি দেখবে ? কোন কিছু নেই। স্যার, আমার যেটা সাজেশন সেইটা হচ্ছে যে আমি এইটা চাই যতটুকু কাপড় আসুক, গতবারের মত না, যেমন আমি ধর্মনগরে গিয়ে শুনলাম আমরা এক একটা গাঁও সভা শেষ করে দেব এইটা না, যতটুকু কাপড় আসলো সেইটুকু প্রত্যেক গাঁওসভাকে অল্প করে হলেও দিতে হবে। যে প্রায়রিটি করা হয়েছে সিডিউল কাষ্ট, সিডিউল ট্রাইব অ্যাণ্ড আদার্স পোওর সেকশন, আই এগ্রিড কিন্তু করতে হবে কি ? করতে হবে ইলেকটেড কমিটি করতে হবে বোথ ইন টাউন এণ্ড ভিলেজেস। যেহেতু গ্রামে ইলেকটেড কমিটি করা হবে সেইজন্য মাল ডাইরেক্ট ডিলারদের কাছে যাবে, আমার কোন কোঅপারেটিভকে দিয়ে মুনাফা দেখবার দরকার নাই। এইটাও একজন অফিসার বলেছিলেন যে চিনির কাজ করে আমরা কোঅপা-রেটিভ থেকে কিছু পয়সা পাচ্ছি। কাজেই আমার যে লোকসান করেছিলাম সেই লোকসানটা আমরা কভার করছি এবং চিনির কাজ করে, কাপড়ের কাজ করে ওরা কোঅপারেটিভকে দিয়ে লোকসান কভার করছেন আর মানুষের সর্বনাশ হচ্ছে। স্যার, এইটা আমি বলছি এই জন্য যে ময়দা কি হচ্ছে ? না গম এখান থেকে শিলচর যাচ্ছে, গম আট্টা হয়ে, ময়দা হয়ে, সুজি হয়ে এবং ভুষি হয়ে আসবে এবং আগরতলাতে আসার পর এইটা কোঅপারেটিভের কাছে যাবে বিভিন্ন সাবডিভিশনে। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম ভুষির কোন হিসাব আছে কি না। আমাকে আজ পর্য্যন্ত ভুষির হিসাব দিতে পারেনি এবং আমি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন এইটা জেনেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ভুষির কোন হিসাব এই সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট রাখে না। তারা তখন হিসাব পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে আমরা এখন ভুষির হিসাব চাই। ভুষির পাঁচটাকা দাম ছিল এখন সেই ভুষি হয়েছে ৪০ টাকা দাম। এবং এইটা পশ্চিমবঙ্গে যে মামলার কথা শুনছেন সেই মামলার কথা নয়। সেখানে যারা নাকি পার্মিট নিয়েছেন তারা এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলছেন যে অমুক দিন আমি গিয়েছিলাম ঐ লাল দালানে কংগ্রেস এর, এল, এর কাছ থেকে আমি পার্মিট পেয়েছি এবং এই ঘটনার রাজ স্বাক্ষী এখানেও

হতে পারে যে কোথায় ভূষি গেল কোথায় ময়দা গেল, কার কাছে গেল ? আজ হোক কাল হোক হয়তো বেরুবে একদিন। কাজেই এই ইন্টারমিডিয়েট করার মানেই হচ্ছে করাপশন। কাজেই সোজা রেশনে আনেন ডিলারদের কাছে এবং প্রত্যেকটা রেশনের সঙ্গে ইলেকটেড কমিটি করুন, কি অসুবিধা আছে ? যদি রেশন আনতে পারে তাহলে কাপড় আনতে পারবে না কেরোসিন আনতে পারবে না ? ঠিক তেমনি কেরোসিন হচ্ছে, আমি খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখছি, যে কোন সাবডিভিশনে গেছি, হে মশাই কত আপনার কেরোসিনের প্রয়োজন ? বিলোনীয়াতে গেছি, সাবরুমে গেছি, বলছে আমরা এখন ¼র্থ পাচ্ছি, কেউ বলছে ৩০ পার্সেন্ট পাচ্ছি। কে আনছে ? আমাদের দুইজন ডিলার আছে। স্যার, এখনতো ডিলাররা টাকা জমা দিতে পারছে না ঠিকমত তাই কেরোসিন আনতে পারছে না, আশ্চর্য্যের কথা, মানুষ তিন চার টাকায় কেরোসিন পায়না আর আমার একজন ডিলার কেরোসিন আনবে না বলে, আমি স্যার ডি, এমের সঙ্গে দেখা করেছি।

আজকে কেন কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না ? পাওয়া যাচ্ছে না তা অবশ্য ঠিক নয়। পিছনের দরজা দিয়ে ঠিকই পাওয়া যায়। আজকে গ্রামের লোকেরা কেরোসিন পাচ্ছে না। গ্রামে কতটুকু কেরোসিন যায়। ডিলারদের মাধ্যমে যায়। গ্রামে যাচ্ছে না সে কথাটিও আমি বলছি না। আমি বলছি যে গ্রামের ডিলাররা যাতে পেতে পারে। গ্রামের ডিলারদের মাধ্যমে যেন জনসাধারন পেতে পারে। যাচ্ছে কি ? কেন বা মিনিষ্টার এস্যুরিং। কিন্তু আমার কাছে যদি থাকে তাহলে আমি সমান ভাবে ভাগ করে নেব লবণ, কেরোসিন, কাপড় যা নিত্য প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি। এমন কোন ডিলার থাকবে না যে বঞ্চিত থাকবে। এ্যাস্যুরেন্স আমি দিচ্ছি। যে পদ্ধতিতে ওরা কাজ করে, না কোন এক পারসনকে আমি বলছি না। কাজ করে না এই জন্য যে কিছু কিছু লোক এই বিষয়ে ইন্টারেষ্টেড। ওরা জিইয়ে রাখতে চায় ট্রাডিশনিয়্যাল এই সমস্ত জায়গা এই সমস্ত ব্ল্যাক করার জায়গা যেগুলি ছিনিয়ে নিতে পারে সেজন্য সে চেষ্টা ওদের মধ্যে থাকবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখছি সিমেন্ট সম্পর্কেও একই ব্যবস্থা চলছে। যারা বহুদিন আগে থেকে তাদের নাম লিষ্ট করে এসেছিল তারা পাচ্ছে না। হঠাৎ একদিন হয়ত একজন তার ঠিক হল বাড়ী করবে। বাড়ী ঋণ দেওয়ার আগেই স্যাংশান হয়ে পড়ে। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি অত্যন্ত দরাজ হাতে স্যাংশান দিয়ে দিলেন। ড্রাফ চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে, সিমেন্ট চলে আসল এবং বাড়ী তৈরী হয়ে গেল। অথচ ২ বস্তা ৪ বস্তা সিমেন্টের জন্য এক বছর দেড় বছর ধরে ওয়েট করছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেখাতে পারবেন যে তাঁর যে রেজিষ্টার, সিমেন্টের সেই রেজিষ্ট্রারের প্রায়রিটি মেন্টেন করা হচ্ছে ? প্রায়রিটি কি ? যে আগে আসবে সে পাবে। যে আগে আসবে সেই পাবে। কিন্তু আজকে সেই প্রায়রিটী নেই।

এবং তার পরে আমি যদি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে একটা গোডাউন করতে চাই ধান চাল রাখার জন্য। অথচ আমি সেটা করতে পারব না। কাজেই এই যে পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে আমাদের এখানকার সরকার চালাচ্ছে সেই পদ্ধতি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি। যে পদ্ধতি হচ্ছে অল্প কিছু লোককে মুনাফা পাইয়ে দেবার পদ্ধতি। আজকে সারা ভারতবর্ষে এই যে ইনফ্লেসন, টেক্সেসান, ব্ল্যাক মানি এই তিনটা জিনিস আজকে দিল্লী থেকে চালু করছেন সমস্ত ভারতবর্ষে। তার

পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এই ইনফ্লেসান। স্যার, আমি তো ব্ল্যাক মার্কেট করতে পারব না। হয়তো ওখানে আমি বলছি যে তড়িৎ বাবু পারবেন না কারণ স্যার, তাঁর তো ১০ বস্তা চিনি কেনার পয়সা নেই। চিনি কেনার পয়সা দেবে কে? ব্যাঙ্ক দেবে? কাকে দেবে? যার টাকা আছে তাকে দেবে। স্যার, আমার খোয়াইয়ের একজন বড় ব্যবসায়ী আছেন তিনি যে কোন সময় ব্যাঙ্কে গেলে ৫০,০০০ টাকা পেতে পারেন। ৫০,০০০ টাকা পেলে আমি যদি ৫৫০ বস্তা চিনি কিনে রেখে দিতে পারি আমি যদি ৩ মাস রেখে দিতে পারি, কিছু সেভিং ব্লেড যদি রেখে দিতে পারি, আর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কিছু যদি দিয়াশলাই রেখে দিতে পারি। কিন্তু সে জন্য টাকা দিচ্ছে কে? টাকা দিচ্ছে ব্যাঙ্ক। আমি স্যার, কমলপুরে গিয়েছিলাম, সেখানে যিনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তিনি ভেরী কাইণ্ড। আমাকে চা-টা খাওয়ালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম আমরা গরীবরা কি টাকা পাচ্ছি? তিনি বল্লেন স্যার, টাকাটা তো আমি দিয়েছি রিক্সা করার জন্য। কিন্তু ওরা নেয় না স্যার,। রিক্সা ওয়ালারা রিক্সা কেনার জন্য টাকা নেয় না। আমি তো দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা তো নেয় না। আমি জিজ্ঞেস করলাম এই যে ছোট ছোট পানের ঘর, দোকান ঘর করার জন্য সাহায্য করার কিছু আছে কিনা। তিনি আমাকে বল্লেন স্যার, আমাদের তো ষ্টাফ নেই। তাদের আমাদের টাকা দিতে হলে অনেক নজর রাখতে হয়, অনেক কিছু করতে হয়। তাছাড়া স্যার, আমাদের তো ফায়ার প্রুফ ঘর, না হলে টাকা দিতে পারি না। এমন কি সিমেন্টের তৈরী, আগুন লাগলে জ্বলে না এমন ঘর না হলে আমরা তো দিতে পারি না। স্যার, আমাদের তো অনেক আইন কানুন দেখতে হয়। কাজেই ছোট দোকানদারদের আমরা দিতে পারি না। টং ঘরকে দিতে পারি না। তাড়াতাড়ি টাকাটা ফেরৎ দিতে পারে এমন লোককে আমরা দিতে পারি। কাকে উনারা দিতে পারেন? যারা বড় টাকার জিনিস মজুত করে রাখতে পারবে. ৫০,০০০ টাকা নিলে ৬ মাস পরে সেটাকে ১লাখ টাকা করতে পারবে তাদের দিতে পারে ব্যাঙ্ক। ঐ যে বিড়ির দোকান ওয়ালা কিংবা ছোট দোকান ওয়ালা তারা কি দিতে পারবে। আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়েছে। আর ব্যাঙ্ক জাতীয় করণ হওয়ার পরে সব থেকে বেশী ব্লাক মানি হয়েছে ব্যাঙ্কের টাকা দিয়েই। আমার খোয়াইতে যিনি ৫০,০০০ হাজার টাকাকে ১ লাখ টাকা করেছেন বাংলাদেশে মাল পাঠিয়ে, একখানা ট্রাকের জায়গায় দু খানা ট্রাক করেছেন। আর সেই ১ লাখ টাকার মুনাফা তিনি ব্যাঙ্ককে দেন নি ১০০ টাকাকে ৫০০ টাকা করে যে মুনাফা করছে সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিচ্ছে না। আমার হাতেই ঘুরছে আরো বেশী টাকা করার জন্য আনএকাউন্টেড মানি। এই ব্ল্যাক মানি বন্ধ করার একমাত্র পথ হচ্ছে ডিমনিটারি। ওয়াংচু কমিটি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন যে ১০ টাকার উপর সব নোট বাতিল করে দেওয়া হোক। হ্যা, বাতিল করে দেওয়া। নোট বাতিল করে ব্যাঙ্কে গিয়ে হিসেব করে টাকা আনতে হবে। যদি কারো কাছে ১০ টাকার নোট ২০ টাকার নোট ৫০ টাকার নোট বা ১০০ টাকার নোট থাকে তাহলে ব্যাঙ্কে যাবে টাকার হিসাব দেবে তারপরে টাকা নিয়ে আসবে। আজকে যে দুই চারজন চাই ধরছেন, হ্যাঁ ধরছেন ভাল কথা। কিন্তু যেটা করলে ভাল করতেন সেটা হচ্ছে সেই টাকা অচল করে দিতে পারতেন। ডিমনিটারী করতে পারতেন। যাতে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়ে একাউন্ট খুলে যাতে সেই টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতেন। তাহলে পরে হয়ত কিছু

ব্ল্যাক মানি কমতে পারত। স্যার, ইনফ্লেশান সব জায়গায়ই হয়। সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কত পারসেন্ট হয়। এমেরিকাতে ১০ পারসেন্ট মানি সারকুলেশান হয়েছে। হ্যাঁ ১০ পারসেন্ট হয়েছে। বৃটেনে ১৫ পারসেন্ট ২০ পারসেন্ট। আর আমাদের এখানে ১৯৭২ সনে ছিল ৫৩ পারসেন্ট। আজকে হয়ত ৭০।৮০ পারসেন্ট মানি সারকুলেশান হয়েছে।

স্যার, আমি দেখছি সমাজতান্ত্রিক দেশেও কিছু দাম বাড়ে না তা নয়। দাম বাড়লে টাকাটাকে রিবেলুয়েট করে দাম কমিয়ে দেয়। এটা একটা মনীটারী সিষ্টেম, এটাতো অন্য কোন কোয়েশ্চান নয়- আমার এখানেও সেটা হয়ে যেতে পারে। টাকা এবং জিনিষ তাকে যদি সমান তালে না চালাতে পারি, যদি জিনিষ কম হয়ে যায়, টাকা বেশী হয়ে যায়, তাহলে টাকা কমিয়ে দিয়ে জিনিষের দামের সমান করে দাও, এটাতে অসুবিধা কোথায়? জিনিষ যদি টাকার সংগে সমান তাল রেখে না চলতে পারে, তাহলে কি করতে হবে? টাকা কমিয়ে দাও, জিনিষের দাম তাহলে সংগে সংগে কমে যাবে, কিন্তু এই রাস্তা তারা নেবেন না। টাকা কমানোর রাস্তা ওঁরা নেবেন না, কারণ ঐ টাকা দিয়ে ইলেকশান করতে হবে। (রেড লাইট)।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত।

শ্রী তড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, আমি দীর্ঘ সময় নেব না। আমি কয়েকটি সাজেশান রাখব এই প্রস্তাবের উপর এবং সেটা হচ্ছে ঠিক যে ধরণের ট্রাইবুনাল গঠনের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। আমি মনে করি— আমরা একবার শুনেছিলাম লোকপাল, লোকায়োগ বিল পার্লামেন্টে আসছে, তাকে কার্যে রূপদান করা—স্ক্যাণ্ডিনেভিলা কাণ্ট্রিগুলির সংগে সমতা রেখে সেইগুলিকে করা হয়েছিল। তাঁদের দেশে ওম্বার্সম্যান বলে একজন লোক আছেন যিনি ভিজিল্যান্সের সমস্ত কাজ করেন এবং অত্যন্ত হাই পাওয়ার। তাঁদের সেই নিদর্শন নিয়ে বিলেতেও এখন ওম্বার্সম্যান করা হয়েছে এবং ঐ ধরণের আইন করা হয়েছে এবং আমরা দেখেছিলাম আগে এক সময়ে পার্লা- মেন্টেও এই ধরণের একটা আইন রচিত হয়েছিল, কেন সেটা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে না আমি জানিনা। যদি সেই লোকপাল বা লোকায়োগ হয়, তাহলে সেখানে প্রভিশান আছে যে মিনিষ্টার বা অন্যান্য হাই পাওয়ারে যাঁরা আছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে, লোকপালের কাছে সেই অভিযোগ করা চলবে এবং তাছাড়া গ্যাজেটেড অফিসার যাঁরা আছেন, লোকপালের অধীনে লোক আয়োগ থাকবে, যার কাছে সেই অভিযোগগুলি করতে পারবে এবং বর্তমানে যে কোর্ট আছে, তার যে বিচারের পদ্ধতি আছে, তার বিচারের মত কম্প্লিকেটেড সেটা হবে না, এবং ব্যয় সাধ্যও হবে না। সেখান থেকে তারা অন্যান্য যে মেশিনারী আছে, তাদের অধীনে অন্যান্য কর্মচারী থাকবে যারা তাদের বিহাফে যে সমস্ত করাপশান, যেসব দুর্নীতির অভিযোগ আসবে, সেইগুলিকে অনুসন্ধান করে এবং তার জন্য যে সমস্ত অনুসাংগিক এ্যাকশান নিতে হয়, তার ব্যবস্থা করতে পারবে। সেইদিকে ত্রিপুরাও যদি সেই লোক আয়োগ আইনের আওতার মধ্যে আসে, তাহলে সেই জিনিষটা হবে। কারণ আজকে গণতন্ত্রের যুগ, পত্রিকাগুলি প্রবল হয়ে উঠেছে, পত্রিকায় যা উঠে, সবই সত্যি নয়,

অনেক সময় অতি রঞ্জিত করেও বলা হয় এর মধ্যে। কাজেই এই ধরণের প্রচার মানুষের মনকে বিষিয়ে দেয়। কাজেই এই ধরণের একটা হাই পাওয়ার কমিশন দ্বারা বা উচ্চ ক্ষমতাশীল ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বা অফিসারের নেতৃত্বাধীনে—যাঁরা এই কমিটিতে থাকবেন, তাঁরা সরকারী আওতার মধ্যে থাকবেন না, যাঁরা হাই কোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টে থাকেন, তাঁরা যেমন সরকারী জুরিসডিকশানের বাইরে থাকেন, ঠিক তেমনি ওঁরাও সরকারী আওতার বাইরে থেকে বিচার করবেন, এবং তাঁদের কাছে যদি অভিযোগগুলি দেওয়া হয়, তাহলে আমি মনে করি উভয় পক্ষেরই লাভ হবে। কারণ দিনের পর দিন অভাব অভিযোগ লোকের বাড়ছে, মানুষের মনে সন্দেহও বাড়ছে। কাজেই এই ধরণের একটা কমিশন যদি হয়, তাহলে আজকে কিছুটা হলেও মানুষের মনে যে সংশয় যে প্রয়োজনীয় এনকোয়েরী হয় না বা তার কোন ফলাফল পাওয়া যায় না, সেটা দূরিভূত হবে এবং পত্রিকায় যে সমস্ত খবর উঠে, সেগুলি সব যে সত্যি নয়, সেটাও তাদের জানিয়ে দেওয়া যাবে, যদি কোন সাজা দেওয়া হয়, তাহলে সেটা জানিয়ে দেওয়া যে এই কারণে সাজা হয়েছে এবং যদি সাজা না হয়, তাহলে কি কারণে হলনা সেটা জানিয়ে দিতে হবে যে এই কারণে সাজা হতে পারে না। তাহলে মানুষের মনে যে ধারণা, সেটাকে বদলে দেওয়া যাবে। এদিকে আমি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে মনে করি। যে লোকবিল, লোক আয়োগ বিল বা আইন যেটা পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে, যেটা পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া হচ্ছে না সেটা পরিপূর্ণ রূপ যাতে দেওয়া হয়। এর মধ্যে মন্ত্রী কেন, এম. এল. এ বা অন্যান্য পাবলিক প্লেসে যাঁরা আছে, তাদের কণ্ডাক্ট সম্বন্ধে যদি কিছু থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই জনসাধারণ তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারবে এটা গণতন্ত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের চিন্তাধারায় এটা এসেছে যে আজকের দিনে পরিকল্পনায় যে অর্থ ব্যয়িত হয়, পূর্ব্বে এত অর্থ ব্যয় হত না। দিনের পর দিন সরকারের ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। বিগত যুদ্ধের পর থেকে অর্থ নিয়ে একটা ছিনিমিনি খেলার একটা আকাঙ্খা বেড়েছে, এদিক থেকে এই আইন পাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এবং এর সংগে সংগে আরেকটা ব্যবস্থা করা উচিত যে ব্যবসায়ীরা যে সমস্ত মাল আনা নেওয়া করে এবং মালের লেনদেন করে, সেগুলি যাতে ব্যাংকের মারফত হয়, সেটা দেখা উচিত, তাহলে ব্ল্যাকমার্কেটের সুযোগটা কম হবে। আজকে যেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে কলিকাতা থেকে একজন মাল আনবে আণ্ডার বা ওভার ইনভয়েসে ব্যাংক ছাড়া টাকা লেনদেন করে, সেটা না করে যদি সরকারী নেতৃত্বাধীনে ব্যাংকের মারফত হয় এবং যদি ছোট ব্যবসায়ী হয়. তাহলে তাদের ক্ষেত্রে অন্তত ১০০ টাকার উপর বা ৫০০ টাকার উপর যদি লেনদেন হয়, তাহলে সমস্তটা লেনদেন ব্যাংকের মারফত হয়, তাহলে টাকা পয়সা কি লেনদেন হচ্ছে, তার একটা হিসাব সরকারের কাছে থাকবে। সরকার বুঝতে পারবে কোথাকার মাল কোথায় যাচ্ছে, কে কে ব্যবসায় লিপ্ত আছে, কার টাকায় ব্যবসা হচ্ছে, তাহলে আজকে যে ব্ল্যাকমার্কেটিং'এর সুযোগটা সেটা আর থাকবে না এবং সেই স্কোপ অনেক কমে যাবে। এছাড়া সরকারী আইন আছে যদি কারও বে-আইনি অর্থ হয়, তার জন্য বিচার হবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ তার টাকার এ্যাকাউন্ট না দিতে পারে, তাহলে তার যে শুধু সাজা হবে তা নয়, তার নামী, বেনামী সমস্ত সম্পত্তি কনফিসকেট করার অর্থাৎ সরকার বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা সেই আইনের মধ্যে দিতে হবে। এখন যে আইন আছে তার মধ্যে

আছে যে কেউ যদি বে-আইনি টাকা রাখে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মকদ্দমা করার বিধান আছে, কিন্তু আইনের যে ধারা, সেগুলি অত্যন্ত কম্পিলকটেড তার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে, দোষী যে পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছে, সেই পরিমাণ সাজা তার হয় না। হয়তো বিচারে তার পাঁচ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা হল বা অনাদায়ে তার ছয় মাস জেল হল। সেটাও আবার এক সংগে হবে না। তাতে বে-আইনি কাজে বরং উৎসাহই তাদের বৃদ্ধি পাবে। কাজেই তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রভিশান সেই আইনের মধ্যে রাখতে হবে। আমি আশা করব এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করবেন এবং তাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করবেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সি, পি, আই, সদস্য ঝুন্টু বাবু যে দুর্নীতি দমন বা দুর্নীতিরোধ করবার জন্য যে ট্রাইবুন্যাল গঠন করার কথা বলেছেন সেই রিজলিউশানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা বিভিন্নভাবে সরকারের কার্যকলাপের বা দুর্নীতির সমালোচনা করেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় দলনেতা নৃপেনবাবু বলেছেন যে হাজী মস্তানকে ধরেছিল হাজী মস্তান বলেছে যে কংগ্রেসকে তিন কোটি টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে ইলেকশানের জন্য। সেটা আমি মনে করি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যই বলেছেন। এমন কোন প্রমাণ নেই যে হাজী মস্তান বলতে পারে যে কংগ্রেস ফাণ্ডে টাকা দিয়ে ছিল। এমন কোন প্রমাণ নেই যে হাজী মস্তান বলতে পারে। কাজেই আমার মনে হয় অযৌকতিক কথাবার্তা, এমন মুখরোচক কথা এখানে না বলে মাঠে বললেই সুবিধা হবে।

তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের নেতা আর একটা বলেছেন সেটা আমি লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন মহকুমাতে যে সমস্ত প্রাইমারী কো-অপারেটিভ আছে সেগুলি নাকি ব্ল্যাক মার্কেটের ঘাঁটি। আমি শুধু নৃপেনদাকে প্রশ্ন করতে চাই যে অমরপুরের যে প্রাইমারী কো-অপারেটিভ আছে সেই প্রাইমারী কো-অপারেটিভকে তারাই আগলিয়ে রেখেছে কয়েক বৎসর যাবত। আমি কয়েকটা নাম বলছি। হরেন্দ্র ধর, সে কম্যুনিষ্টের ধ্বজধারী এবং এক নম্বরের পাণ্ডা, বাদল সেন মহাশয়, সে কম্যুনিষ্টের এক নম্বরের পাণ্ডা, সুলতান মিয়া, কম্যুনিষ্টের এক নম্বরের পাণ্ডা। সেই সুলতান মিয়া হল সেই কো-পরারেটিভের চেয়ারম্যান। শ্যামল সাহা, যে নাকি আমার অপোজিশান ক্যানডিডেট ছিল সে হল সেই কো-অপারেটিভের এক্জিকিউটিভ মেম্বার। তালহে এরা শুধু যে কংগ্রেসের দোষ খুঁজছেন, উনি একবার নিজের দলের দিকে লক্ষ্য করে দেখুন, যারা আজকে সাম্যবাদের বুলি আওড়াচ্ছে, যারা মেহনতী মানুষের জন্য দরদ দেখাচ্ছেন, যারা আজকে বলছেন যে আমরা সর্বহারার প্রতিনিধি, এই কি তাদের নমুনা ? এই কি তাদের চেহারা ? আমি আরও বলতে পারি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কিছুদিন পূর্বে বেবী ফুড নিয়ে এই সমস্ত একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বাররা সুলতান মিয়াকে অন্যায় ভাবে চার্জ করেছে এবং তাকে আক্রমণ করেছে যে তাদের কেন বেবী ফুড দেওয়া হয় নি। আমার একটা প্রশ্ন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে যাদের বাড়ীতে শিশু নেই তাদেরও কি বেবী ফুড দিতে হবে ? এই হল তাদের চরিত্র এবং এরা বিধানসভায় এসে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য। কংগ্রেসের নামে এবং সরকারের নামে যে অযৌক্তিক সমালোচনা করছে তার

কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বয়োজেষ্ঠা তড়িত দাশগুপ্ত মহাশয় ব্যবসায়ীদের কথা বলেছেন যে তাদের লেনদেনটা যদি ব্যাঙ্ক মারফত হয় তাহলে কিছুটা দুর্নীতি দমন হতে পারে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি কোন কোম্পানীগুলি যারা প্রোডাক্শান করছে তারা তাদের প্রোডাক্শানের হিসাব যদি সরকার ঠিকমত না রাখতে পারেন তাহলে তাদের ব্ল্যাক মার্কেট চলবেই। কিভাবে চলবে? যদি কোন বড় ব্যবসায়ী আগরতলার কোন ব্যবসায়ীর সংগে লেন দেন থাকে তাহলে ২৫ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে বিল করবে বাকী ২৫ হাজার টাকা তার দুই নম্বর খাতায় থাকবে। তাহলে আমরা দেখি যারা প্রোডাক-শান করছে সেটাকে সরকারের যদি হিসাব না থাকে, উৎপাদিত জিনিষের যদি হিসাব না রাখতে পারে এবং সেখানে যদি আমরা বিধির নিষেধ না করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় না যে পুরোপুরি ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সভাতে বহুবার বহু কথা মাননীয় বিরোধীদের কাছে শুনতে পাই। এরা শুধু সরকারের দুর্নীতি অপকর্ম দেখছে। যেটা সরকারের ভাল সেটা তারা ভাল বলতে পারে না। তাদের মক্ষিকা চরিত্র। মক্ষিকা বলতে মধু মক্ষিকা নয়, মক্ষিকা বলতে যে মাছি আমরা বুঝে থাকি সেটাই। যেখানে দুর্গন্ধ আছে সেখানেই মাছি গিয়ে বসে থাকে। যে সমস্ত কাজে সরকারকে সাহায্য করা দরকার তারা কি বলতে পারেন তার কতটুকু সাহায্য তারা করেছেন? এইভাবে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য, পলিটিক্যাল গেন নেওয়ার জন্য মাথা বাড়িয়ে বড় বড় কথা বলে যায়। আমি ওদের অনুরোধ করব যারা উনাদের দলের কেডার আছে এবং তার প্রথমে আর একটা বলেছেন যে ভূমিহীন এবং জুমিয়া-দের শোষণ সম্বন্ধে যে না খেওে মরে যাচ্ছে। আমি বলব উনাদের দলের সদস্য যারা আছে তাদের মধ্যে বহু ব্যবসায়ী জড়িত আছে যারা এইভাবে বহু ভাইদের শোষণ করছেন এবং আমি চ্যালেঞ্জ করি একটা একটা করে প্রমাণ দিতে পারি ওদের চরিত্র যারা আজকে টাকা যোগাচ্ছে, যারা আজকে দক্ষিণপন্থীদের সংগে যুক্ত হয়েছে অতি বামপন্থী দলগুলি। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেভাবে তারা তাদের চরিত্রকে চিত্রিত করছেন যে আমরা নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, আমরা সর্বহারাদের নেতা, মেহনতী মানুষের জন্য আমাদের বুক দুরু দুরু করছে, আমাদের খাওয়া নেই, ঘুম নেই সেটা তো আমরা প্রমাণ পাচ্ছি না। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করে থাকি যারা নাকি স্কুলে গিয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে পড়ায় না। হয়ত আগর-তলায় কোন কর্মচারী ভাই আছে, সে আমার অমরপুরে শিক্ষকতা করে। তিনি মনে করেন আমি আমার ছেলেমেয়েকে অমরপুরে পড়াব না, আমি সরকারকে ফাঁকি দেব, সে ওখানকার জনসাধারণকে ফাঁকি দিল কিন্তু তার বেতন সে ঠিক নেবে। কিন্তু এই যে তাদের দায়িত্ব সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে সে কতটুকু কাজ করছে। তার তো এই লাল ঝাণ্ডা নিয়ে ইনকিলাব জিন্দাবাদ করলেই চলবে না। যেমন তার অধিকার আছে তেমনি তার কর্তব্যও আছে। তেমনি আমার আমার অমরপুরের যে শিক্ষক আগরতলায় শিক্ষকতা করছে সে হয়ত ভাবছে যে আমি যে সমস্ত ছাত্রদের পড়াচ্ছি আমি তো তাদের ফাঁকি দিচ্ছি। এই যে ফাঁকি দিচ্ছেন, একদিন তার মাশুল দিতেই হবে। আজকে তারা কর্মচারী নেতা আছে। যদি তাদের দিকে লক্ষ্য করে থাকেন

অমরপুরে একটা সরকারী কর্ম্মচারী কো-অপারেটিভ ছিল যারা গলায় নেকরা বেঁধে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে সরকারের এই মানছি না সেই মানছি না বলে সেই সমস্ত নেতারা সেই কো-অপারেটিভের টাকা ইনকিলাব বলে আত্মসাৎ করছে। সেই নেতারা আজকে কোথায়? কর্ম্মচারী নেতারা যদি এই রকম করে, যারা শিক্ষিত, তাদের যদি এই চরিত্র হয় তাহলে শ্রমিক মজুর এক হও, আমরা ভাই ভাই কিন্তু অফিসে গেলে দেখা যায় একটা সরকারী কর্ম্মচারী গোষ্ঠী চক্র করে আছে। সাধারণ মানুষের রেশন কার্ডের জন্য গেলে হয়ত দুদিন ঘুরায় আমরা দেখতে পেয়েছি তারা বলে সরকারের এই সার্কুলার মানছি না ঐ সার্কুলার মানছি না। কিন্তু তাদের অধিকার তারা কতটুকু সচেতন? আমি অনুরোধ করব এখানে দলমত নির্বিশেষে কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট ভুলে গিয়ে আজকে প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য এই সমস্ত কর্ম্মচারীদের নৈতিক চরিত্র যাতে নষ্ট না করে সেই চেষ্টা করতে। কিন্তু কই আমি তো দেখছি না। যারা আজকে মুখরোচক কথা বলে হাততালি কুড়োচ্ছেন তারা ভেবে দেখুন জনসাধারণকে কিভাবে তারা ঠকাচ্ছেন। তাদের বক্তব্য হল এই সরকারকে যেভাবেই হোক ডুবাতে হবে। এই যদি একটা দলের চরিত্র হয় তাহলে কি করে হতে পারে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়? আজকে তারা যে গণতন্ত্রের নাম করে এখানে এসেছে সেই গণতন্ত্রকে যদি তারা না মানেন এটা কোন যুক্তিযুক্ত কথা নয়। কাজেই এই ট্রাইবুন্যাল গঠন করে দুর্নীতি দমন করা যায় না। সমাজে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করা আগে দরকার যাতে প্রত্যেকটা মানুষ সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ, মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় যে রিজলিউশন আনলেন তার যে স্পিরিট সেটা সত্যই প্রশংসনীয়। দুর্নীতি একটা সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা শুধু অফিসার বা এম, এল, এ, বা মন্ত্রীদের সমালোচনা নয়, এটা আজকে সাধারণ গ্রামের যারা দিন মজুর তারাও চায় কাজ না করে কিভাবে ফাঁকি দিয়ে সবটা পয়সা নেওয়া যায়। কাজেই দুর্নীতির যে ডেফিনিশান দিয়ে ছিলেন তার সংগে আমিও একমত।

দুর্নীতির মানে শুধু টাকা চুরি নয়, ফাঁকি দিয়ে যা আর্ন করা যায়, সেটাও দুর্নীতি। আজকে দুর্নীতি দমন যদি গোড়া থেকে শুরু করা না হয়, তাহলে আমার বিশ্বাস যে দুর্নীতি দমন একটা শ্লোগান বা একটা পলিটিক্যাল ষ্টান্ট হিসাবে পরিণত হবে। দুর্নীতি দমনের জন্য একটা ট্রাইবুন্যাল করে একটা ষ্টেপ নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে দুর্নীতি দমন বলতে যেটা বুঝায়, এটা তার কোন ঔষধই নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে আমাদের যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে বা যে আইন কানুন রয়েছে, তাতে আমার বিশ্বাস হয় না বা আমি মনে করি না যে এই প্রেজেন্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সীষ্টেমে দুর্নীতি দূর হতে পারে বা নির্মূল হতে পারে। আজকে দেশের মধ্যে যারা রাজনীতি করে বা যে একটা বিরাট এক শ্রেণীর উকিল আছে বা এক শ্রেণীর সামাজিক টাউট আছে, যাদেরকে লিগ্যাল লায়ার বলা যায়, তাই আজকে একটা ট্রাইবুন্যাল করে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা যাবে, এতে আমার বিশ্বাস হয় না। তবু আজকে সরকার যে ষ্টেপ নিয়েছেন, যারা ইকনমিক ক্রাইম করে তাদের বিরুদ্ধে মিসা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তবে এটাই যে সব কিছু তা নয়, কিন্তু এটা একটা ষ্টেপ মাত্র।

আর মিসা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে মিসাতে যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাদের কাছে যে ব্ল্যাক মানি, সেটা আমাদের পাবলিকের কাছে যাচ্ছে না আবার সরকারের কাছেও আসছে না। তাই আমি এখানে প্রস্তাব রাখব এবং তড়িত বাবুর বক্তব্যকে সমর্থন করে বলব যে যাদের ব্লেক মানি, তারা ইল-ওয়েতে আর্ণ করেছেন, তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হউক, যাতে করে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে বা যারা নাকি ব্লেক মার্কেটিয়াস´ বিগ বসেস বা যারা ফাইনান্স তাদের বিরুদ্ধে যাতে একটা কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ছোট ছোট চুনি পুটি যারা আছে, তারা কিছুটা সাবধান হতে পারে। আজকে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসকে আক্রমণ করা যেন একটা সাধারণ ফেসান হয়ে দাঁড়িয়েছে, সব করাপশানের মূলে কংগ্রেস বা সব করাপশানের মূলে গভর্ণমেন্ট। এখন আমরা যদি গুজরাটের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে চিমনবাই প্যাটেল যখন পদত্যাগ করলেন, তখন তিনি সাধু হয়ে গেলেন, কারণ আজকে তারা তাকেই সমর্থন করছে বা তারা ঐ চিমনবাই প্যাটেলকে নিয়ে বেশ করে মাতামাতি করছে যে চিমনভাই প্যাটেল সাধু মানুষ। অর্থাৎ যখন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তিনি ছিলেন করাপটেড মানুষ, আর যখন ক্ষমতা ছাড়লেন তখন তিনি হয়ে গেলেন সত এবং সাধু পুরুষ। এভাবে আমরা আরও দেখেছি যে উড়িষ্যাতে বিজু পটুনায়ক এবং হরেকৃষ্ণ মহাতাব তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে করাপশানের চার্জ ছিল, আর আজ দেখছি তারাই আবার তাদেরকে নিয়ে একটা জোট বাধার চেষ্টা করছেন। কাজেই আজকে করাপশানকে ইরাডিকেট করবার শ্লোগান উঠেছে, এটা হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল ষ্টান্ট এটা হচ্ছে জনসমুক্ষে একটা বিশেষ দলকে হেয় প্রতিপন্ন করার একটা পন্থা। তাই আমি এখানে আবেদন রাখব যে এই পন্থাটাকে বাদ দিয়ে এগিয়ে আসুন আমরা সকলে মিলে দুর্নীতি দমনে সচেষ্ট হই এবং যারা করাপটেড তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করি এবং তাহলে আমার মনে হয় যে করাপশানটা ইরাডিকেট হতে পারে। তাছাড়া আজকে যাদেরকে মিসাতে আটক করা হয়েছে, আমরা শুনছি যে জেলে নাকি তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আবার এও শুনেছি যে এক শ্রেণীর লোক একটি লিষ্ট তৈরী করে শহরে বেরিয়েছে আর বলে বেড়াচ্ছে যে তোমাদের বিরুদ্ধে মিসা আছে, আমাদের কিছু দাও না হয় মিসায় এরেষ্ট হবে। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, আমি আমার গভর্ণমেন্টকে বলব এই ব্যাপারে যেন একটু নজর দেওয়া হয় যাতে সাধারণ মানুষ অযথা হয়রানি না হয়। আজকে দেখছি অনেক বড় বড় কালোবাজারী, তারা এখনও শহরের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি জানিনা ওদের নাম মিসাতে আছে কিনা বা তাদের সংগে পলিটিক্যাল বিগ বসদের কোন আলাপ আছে কিনা আমি জানি না যে পলিটিক্যাল বিগ বসদের সংগে ওদের কোন আণ্ডারষ্টেণ্ডিং আছে কিনা। তবে যেটা আমরা দেখছি সাধারণ মানুষ হিসাবে, আমি এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে বলছি যে এই পর্য্যন্ত কতটুকু একশন নেওয়া হয়েছে এবং তাতে যে কিছুটা ভাল কাজ হয়েছে, শেষ পর্য্যন্ত তার সুনামটুকুও পাওয়া যাবে না। আর মিসাতে শুধু মাত্র বিগ বসদের ধরলে চলবে না, গ্রামে গঞ্জে যারা বে-আইনীভাবে মহাজনী করে টাকা খাটায়, আর যারা নাকি ভিলেজ টাউট সাধারণ মানুষগুলিকে এ্যাকস্প্লয়েড করে, ওদেরে বিরুদ্ধেও যাতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেজন্য আমি আমার সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব। তা না হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে দুর্নীতি আছে, সেটাকে দমন করা সম্ভব হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একটা কথা খুব

দুঃখের সংগে আমাকে বলতে হচ্ছে যে আমাদের এখানে একটা কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেনট রয়েছে। আমি আমার গত ৩ বছরের এম, এল, এর অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে এই পি, ডি, ডি, মানে হচ্ছে করাপশান ডেভেলাপমেনট ডিপার্টমেনট। এই করাপশানটা বি. ডি, ও থেকে আরম্ভ করে গাও প্রধান আমি সভার কথা বলছি না, তবু যতটুকু দেখেছি যে সাধারণ মানুষকে তারা কি ভাবে করাপ্শানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। যেমন একটা বাঁধ করা হবে এবং সেই বাঁধের জন্য টাকাও নিয়ে আসা হয়েছে তাতে সরকারী কর্মচারীর সংগে আমলাদের যোগ সাজস রয়েছে। তাই আজকে এই যে জিনিষগুলি ঘটছে, এগুলির দিকে যদি নজর নাও দেওয়া হয়, শুধু দুই একটাকে এরেষ্ট করলেই সব কিছু হয়ে যায় না। তবে হাঁা, আমি প্রথমেই বলেছি যে এটা একটা ষ্টেপ, এটাকে আমি ওয়েল কাম করি, এটা যাতে আরও ব্যাপক হয়, সে দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তারপর আজকে যেটা নাকি মিস্ ইউজ অব পাওয়ার অথবা মিস, ইন্টারপ্রেটেশান অব ল তাতেও দেখা যায় যে সরকারের একটা নিয়ম রয়েছে যে যারা নাকি সরকার থেকে লোন নিয়ে বাড়ী ঘর করে, সেই বাড়ী ঘর আবার সরকারের কাছে ভাড়া দেওয়া যায় না। অথচ এখানে অনেক অফিসার রয়েছেন, অনেক কর্মচারী রয়েছেন যারা সরকার থেকে লোন নিয়ে বাড়ী ঘর করেছেন আবার সরকারের কাছে সেটা ভাড়া দিয়েছেন, অথচ তারা নিজেরা সরকারী কোয়ার্টার দখল করে আছেন অত্যন্ত সস্তা ভাড়াতে। আমাদের এখানেই একটা ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তার জন্য ভিজিলেন্স ডাইরেক্টারও রয়েছেন অথচ ঐ ডাইরেক্টার মহাশয় আদৌ দুর্নীতি মুক্ত কিনা, সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং যে সর্ষাতে ভূত, সেই সর্ষা থেকে ভূতকে তাড়ানো যাবে, এটা আমি বিশ্বাস করি না। আজকে আরও দেখা যাচ্ছে যদি স্বাস্থ্য দপ্তরের কথাই বলা হয়, তাহলে বলতে হয় যে আমাদের এখানে গভর্ণমেন্টের একটা নিজস্ব ফার্ম আই, বি, পি, এল, রয়েছে, যার থেকে প্রত্যেক ষ্টেট গভর্ণমেন্টই প্রায়রিটি দিয়ে মাল কিনে, আমাদের গভর্ণমেন্টও কিনে। কিন্তু গত মার্চ এপ্রিল মাসে যখন আমাদের এখানে সাংঘাতিক ঔষধের ক্রাইসিস হয় তখন টেলিগ্রাফিক্যালী আই, পি, এল, কে একটা অর্ডার দেওয়া হয় এবং আই, বি, পি, এলও সংগে সংগে মালটা পাঠিয়ে দিল, অথচ মালটা গত ৬ মাস যাবত পৌছায় নি, সেটা গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে এসে পৌচেছে। কারণ এই ঔষধটার জন্য ট্রেন্সপোর্টের যেখানে গো-ডাউন সেখানে ডেমারেজ চার্জ করা হয়েছে এবং অফিসারেরা ইচ্ছা করে ডেমারেজ চার্জ দিয়েছেন বা দিবেন, কেন না ঔষধের দোকানদারের সংগে তাদের একটা যোগসাজস রয়েছে যাতে ওরা চড়া দামে ঔষধ বিক্রী করতে পারে। বাজারে পেথিড্রিন একটা ঔষধ আর পেনিসিলিটি আর একটা ঔষধ পাওয়াই যায় না। অথচ এই রকম ধরনের ঔষধগুলি তারা পেয়েছিল গত এপ্রিল মাসেবাই এয়ারে যেখানে ৩ দিনের এসে পৌছবার কথা সেখানে সেগুলিকে ৬ মাসের মধ্যেও ছাড় করা হল না। তাই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে এবং ওরা বল্লো স্যার, এটা তো ঔষধের ব্যাপার তাই আমরা এটাতে ডেমারেজ চার্জ করি না। তারপর আই, বি, পি, এলকেজিজ্ঞাসা করতে গিয়ে জিনিষটা ধরা পড়লো, তারা এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল বল্লো যে আমরা দেখছি। আজকে আমরা দেখছি। যে গভর্ণমেন্ট থেকে সারকুলার দেওয়া হয়েছে ব্যয় কমানোর জন্য, আমার

বেকার ভাইদের দেওয়া হচ্ছে মাত্র ১৫০ টাকা করে, আর অন্য দিকে দেখা যায় যে সরকারী কর্মচারী এবং বড় বড় আমলার ছেলে মেয়েরা বাজার করতে যাচ্ছে সরকারী গাড়ীতে সরকারী পেট্রোল পুড়ে, এখানে ব্যয় কমানোর কোন প্রশ্নেই উঠে না, কারণ এগুলিকে নাকি করাপশানের মধ্যে পড়ে না। তাই বলছিলাম এই যে জিনিষগুলি এগুলিকে ক্ষুদ্রভাবে দেখলে চলবে না। তারপর আমি আমাদের সোস্যাল এডুকেশান ডিপার্টমেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে শ্রীমতি মীনা রায়কে লেডিজ চিপ সোস্যাল এডুকেটার হিসাবে কমলপুরে পোষ্টিং করা হয়েছে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার প্রজেক্টের আণ্ডারে, ঐ খানে আগে যিনি ছিলেন, তিনি তাকে চার্জ হ্যাণ্ড ওভার করছেন না, এ ব্যাপারে মন্ত্রী, সেক্রেটারী এবং ডাইরেক্টর সবাই ফেল করেছেন কিন্তু উনার কাছ থেকে কেউ চার্জ হ্যাণ্ড ওভার করে আনতে পারেন নি। আমি জানি না, এত ক্ষমতা তার কোথায় থেকে আসল? অথচ শ্রীমতি মীনা রায় সেখানে বসে বসে টাকা গুণছেন, তাকে একটা ঘর দেওয়া হয় নি, এতদিন কি তাকে বসবার কোন ব্যবস্থাই করে দেওয়া হয় নি। কাজেই এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে সত্যি দুঃখের এবং লজ্জার কথা যে একটা সরকার এখানে রয়েছে, যেখানে আমরাই প্রমিজ করেছিলাম যে আমরা একটা পরিচ্ছন্ন প্রসাশন চালাব। আজকে দেখা যায় কিছু ডাক্তাদের পোষ্ট গ্রেজুয়েট পড়ানোর জন্য বাইরে পাঠান হয়েছিল। উরা গিয়ে দেখলেন যে উদের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ানোর জন্য সিট নয় সেটা হয়েছে হাউস সার্জেন্টিপ পড়ানোর জন্য। যাই হউক তারা পাশ করে এসেছে। উদের বলা হয়েছিল তোমাদের ৬ মাস থেকে সার্জেন্টশীপ পাশ করলে তার পর সিট পাবে। কিন্তু এখান থেকে বলা হয়েছে উদের জন্য, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের জন্য ১০/১২টা সিট রেখে দেওয়া হয়েছে, উদের চণ্ডীগড়ে পাঠান হয়েছে। ৬ জন ফিরে এসেচে ৫ জন আসবে না আসবে না ভাবছে। উরা মন্ত্রী, সেক্রেটারী সব জায়গায় দরবার করছে। অথচ যখন উরা এখানে এই তখন উদের হুমকি দেওয়া হয় যে তোমাদের পানিসমেন্ট দেওয়া হবে তোমাদের পানিসমেন্ট ট্র্যান্সফার করা হবে। আজ অবধি উদের বেতন রেগুলারাইজ করা হয় নি। আজ অবধি আমি দেখছি যে উদের পানিসমেন্ট পোষ্টিং করা হচ্ছে। যার যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানেই পোষ্টিং করা হচ্ছে। কাপড় দেওয়ার কথা বিরোধী দল নেতা বললেন আমি জানি না অন্যান্য মার্কেটিং কোপারেটিভের কি অবস্থা। আমি উদয়পুরের কথা বলতে পারি যে উদয়-মার্কেটিং কোপারেটিভের বিরুদ্ধে গতবার প্রকিউরমেন্টের সময় থেকে বহু বার নালিশ করা হয়েছে। আমরা দুই দুইজন এম, এল, এ, বার বার মিনিষ্টারদের নজরে এনেছি। অদ্যাবধি একটা ইনকোয়ারী পর্য্যন্ত করা হয় নি। এটা সত্যি কথা যে কাকে দিয়ে ইনকোয়ারী করাবে। যাকে দিয়ে ইনকোয়ারী করাবে হি উইল বি পার্চেজ্‌ড। এই মেসেনারী এত করাপটেড হয়েছে যে কারও উপর বিশ্বাস করা যায় না। আমি জানি না এই ব্যাধির কি ঔষধ। এই কোপারেটিভের মাধ্যমে যদি দেওয়া হয় আমার বিশ্বাস সাধারণ মানুষ পাবে না। আমি উদয়পুরের কথা বলতে পারি যে সেটা দিয়ে বড় বড় বাবুদের বিয়ের বা যারা নাকি পূজোর সময় একটা খুব বাহাবা নেন এই বাহাবা হতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই করাপশনের কথা বলেছেন—করাপশানের ডেফিনেশান—ব্যাপক ডেফিনেশান—সত্যি এই লাইনে না গিয়ে আমি আমার গভর্ণমেন্টকে বলতে পারি যে ২/৪টা একজাম্পলারী কেস যদি

দেওয়া হয়—আমরা দেখছি যাদের বিরোদ্ধে চার্জ আনা হয় তাদের প্রমোশান দেওয়া হয়। এটা আমরা দেখেছি। আজকে আমরা দেখেছি যে ভূয়া কোপারেটিভের নাম করে ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হয়। একই পরিবারের ১১ জন মেম্বার নিয়ে কোপারেটিভ করে ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হয়। এটা আমরা দেখেছি। আমি জানি না এখানে চা শ্রমিকদের নিয়ে ইনকাম—অডিট হয় কোপারেটিভ হয়—সব কিছু আছে আইন ও আছে—উরা কি ভাবে চলে আমি জানি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি শেষ করব এই বলেছে এখানে যে দুর্নীতির বিরোদ্ধের কথা বলা হয়েছে দুর্নীতি ধরার যে স্পীরিট সেটা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এটা দূর করার জন্য যে মেসিনারী আছে যে সিস্‌টেম আছে তাতে এটা সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যান্ত না সামাজিক সচেতনতা আসে। সুতরাং সামাজিক কনসাসনেস পেতে হলে আজকে এখানে বললেই চলবে না আমাদের এসেম্বলীর—এই বিধান সভার বাইরেও আমাদের সামাজিক কাজ রয়েছে। দায়িত্ব রয়েছে এবং তা যদি পালন না করি তাহলে আমার ধনে হয় বিবেকের কাছে মানুষের প্রতি আমরা বিশ্বাস ঘাতকাতা করব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীসমীর বর্ম্মন

শ্রীসমীর বর্ম্মন :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় যে রিজোলিউশান এনেছেন তাকে আমি সার্বিক ভাবে সমর্থন জানাতে পারছি না। কেন পারছি না সেটা আমি পরে বলছি। বিরোধী দল নেতা রিজোলিউশান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যা বললেন সেটি কি তিনি সমর্থন করলেন না অন্য কিছু—কোন কিছুই তিনি বললেন না। উনি সিমেন্ট, টিন, কাপড় থেকে সুরু করে শুধু সিভিল সাপ্লাই নিয়েই পড়ে রইলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে উনার কাছ থেকে কোন সাজেশান এই হাউসে শুনতে পেলাম না। মাননীয় সদস্য তড়িত বাবু গতকাল বলেছেন যে এই ট্রাবুনেলের প্রযোজন নেই। প্রয়োজন নেই এই কারণে যে—যদি কোন অফিসার কিম্বা কোন মন্ত্রী কিম্বা এম, এল, এর, বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহলে সেটি কোর্টে কিম্বা পুলিশের কাছে দেওয়া যেতে পারে। আজকে আবার উনি বলেছেন যে লোকপাল কিম্বা লোকায়ুধ যে বিল এসেছে পার্লামেন্টে তার মাধ্যমে এই ইনকোয়ারী করা যায়। আমি সেটাও মেনে নিতে পারছি না, কেন পারছি না আমি তা বলছি। প্রথমত কথা হল যে কোর্টের মাধ্যমে—আমি একটা একটা করে ইনস্টেনস দেব। এই বার হউসে যা হয়েছে তা থেকে—তার ইনষ্টেনস নিয়ে আমি বলছি। কোর্টের মাধ্যমে কিম্বা পুলিশের মাধ্যমে হবে না এই কারণে যে, কোন অফিসার আমি জানিনা যারা ইনভেষ্টিগেশান করেন, তারা কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন এভ, আই, আর, দিতে গেলে কিম্বা কোন এম, এল, এর- বিরোদ্ধে এভ, আই, আর, দিতে গেলে তার সেই এফ, আই, আর, নেবার কোন ধৃষ্টতা থাকবে, অন্ততঃ আমার এই ৩ বছরের এক্সপেরিয়েন্সে আমি সেটা মেনে নেচমা। দ্বিতীয় অফিসারেদের বেলায় যারা অফিসার তাদের একটা ওকটা রক্ষা কবচ রয়ে গেছে। ক্রীমিনেল প্রসিডিউর code-এ সেটা হম সেশাংন। এই সেংশানের মহাত্ম্য এই রকম—যদি কোন অফিসার ডিচার্জ অব পাবলিক ডিউ-টিতে থাকা কালীন কোন পাবলিক নুইসেন্সও করে সেংশান তার জন্য চাইতে হবে। মাসের পর

মাস কোন না কোন অফিসারের আণ্ডারে তায়ব ঘুরতে হবে। অফিসারের আণ্ডারে যে কেরানী আছে তার কাছে ঘুরতে হবে পেংশানেচ নামে। কাজেই সেই পেংশানও আসতে না কেসও লাগান আর হবে না। লোকয়মে বা লোকবাল সম্বন্ধে যেটি বলা হয়েছে সেটি ভবিষ্যতের ব্যাপার। ত্রিপুরা সরকার বা এসেম্বলী কেন্দ্রীয় সরকারকে জানালে তারপর সেটি হবে। সেটি হবে না হবে তো দূরের ব্যাপার। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখতে পাই? সি, পি, এম,র তরফ থেকে তারা অসত্য—এই হাউসে অনেক অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন বলে আমি করি। যেমন আমি একটা একটা করে ইনষ্টেন দিচ্ছি। যেমন তারা বলছেন যে জুট মিলের ব্যাপারে—জুট মিল সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এসেছে যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বলেছেন যে জুট মিল সম্পর্কে এডভাইজারী কমিটির ওপিনিয়ন নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন—নৃপেন বাবু পরে যখন রিপ্লাই দিতে উঠলেন উনি যখন বললেন—তিনি চীফ সেক্রেটারীর একটা নোট পড়ে যে এডভাইজারী কমিটির ওপিনয়ন নেওয়া হয়নি। কাজেই পাবলিককে আমরা কি বলব? আমরা যারা ইন্দিরা গান্ধীর নামে কংগ্রেস করেছি, যারা আমরা হাউসে আছি আমরা কোনটা করব। বিরোধী নেতা পরবর্তী কালে যা বললেন সেটা আমাদের তরফ থেকে আমরা চেলেঞ্জ করতে পারি নি তখন আমাদের কি বলা উচিত? দ্বিতীয়তঃ কলিকাতার বাড়ী কিনার সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলেছেন ৪-৫ লাখ টাকার সেখানে করাপশানের গন্ধ উনি পেয়েছেন। তারা করাপশানের গন্ধ পেয়ে থাকেন, অনেক পেয়েছেন, এখনও পান। কিন্তু মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট এই হাউসে দিলেন সেই ষ্টেটমেন্ট থেকেই আমি বলছি যে উনি বলেছেন যে ৪/৫ লাখ নয়, ৪–৫ হাজার এর মত এদিক সেদিক হতে পারে যদি এদিক সেদিক ৪-৫ হাজরের মত হয়ে থাকে তাহলে কেন ইনকোয়ারী করা হবে না? এ, অফিসাররা কারা, যারা এটার জন্য রেসপনসিবল? ৪/৫ হাজার টাকা যদি কেউ করাপশান করেন, ডিফলকেশান করেন ৪/৪ হাজার কিম্বা ৪/৫ টাকা তার একই রকম পানিশমেন্ট। যাক পরবর্তী কালে আমি আরও আসছি। উনারা বলেছেন যে মনসুর আলী সাহেব অফিস চালান দিয়েছেন। অথচ মনসুর আলী সাহেব সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে আমি এইটুকু বলতে পারি এটা অসত্য, এটা হতে পারে না। এটা আমি বিশ্বাস করি না। তথাপি যেহেতু এসব কথা উনারা বলেছেন—আমরা কংগ্রেস করতে এসেছি ইন্দিরা গান্ধীর আদর্শের নাম করে, আমরা প্রত্যেকেই ইন্দিরা গান্ধীর কবচ নিয়ে এসেছি কংগ্রেস করতে। আমরা ইন্দিরা গান্ধীর আদর্শের নামে, ইন্দিরা গান্ধীর নামে দোহাই দেব অথচ কংগ্রেসের নামে চোর বাটপার এই হাউসে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে সেটার কোন প্রতিকার হবে না এটা আমি, মাননীয় স্পীকার সাহেব, মেনে নিতে পারি না আমার একজন অফিসার সম্বন্ধে ২/১ টা কথা বলছি। উনি কে, উনি হলেন—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে মাপ করবেন, আমি উনার নামটা বলছি—নিরাপদ গন চৌধুরী। আমি উনাকে সাব ইনস্পেক্টার থেকে জানি। আজকে এডিশন্যাল এস, পি, হিসাবে আমি উনাকে দেখেছি। আমি আমার লাইফে দেখিনি উনি একটা চাজশীট লিখতে একটা কেসের জন্য। কিন্তু আজ উনি ইনকোয়ারী করেন এডিশ্যানাল এস, পি, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই সমস্ত অপদার্থ লোককে একসটেনশান দেওয়া হয়, রি-এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে, রি-এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে। কি ব্যাপার? পলিটিক্যালি একে রাখতে হবে, উকে মারতে হবে এডমিনিষ্ট্রেটিভ পাওয়ারফুল যন্ত্রের দ্বারা উনি চালিত হবেন। এই সমস্ত অফিসারকে দিয়ে ইনকোয়ারী বা তদন্ত হবে এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। আমার বক্তব্য যদি আমার বিরুদ্ধে কিম্বা কোন অফিসারের বিরুদ্ধে কিম্বা কোন অফিসারের বিরুদ্ধে কোন করাপশান

থাকে সেটা পশ্চিম বঙ্গের মত—যাতে আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতৃ ইন্দিরা গান্ধীর মত ছিল। সেই রকম ইনকোয়ারী কমিশন করা হউক। যদি বিরোধী দল নেতা নৃপেন বাবু সম্পর্কে আমি বলছি—আমাদের মিনিষ্টার উনি খাসের জায়গা দখল করে বসে আছেন। খাসের জায়গাতে বিলডিং করেছেন এই অভিযোগ কাউন্টার অভিযোগের কি দাম। কাজেই ইনকোয়ারী হউক যদি নৃপেন বাবু এটা করে থাকেন তাহলে তারা তদন্ত হওয়া দরকার এবং ইনকোয়ারী কমিশনের মাধ্যমে সেটা হওয়া দরকার। আমি সেটা ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে আমি সেই দাবি জানাচ্ছি। তেমনি তারপর আমার প্রশ্ন হল. করাপশান কত রকম-এর তা আমি বলছি—মাননীয় স্পীকার স্যার. এখন থেকে করাপশান বলবেননা করাপশান বলবেন না মিস ডিড বলবেন না মেল এডমিনিষ্ট্রেশান বলবেন আমি জানি না। কিন্তু মিস ইউজ অব পাবলিক মানি সেটা আমি মনে করি। যেমন এখান থেকে একজন অফিসার যাবেন—তিনি দিল্লী যাবেন উনি চাল সংগ্রহ করতে দিল্লী যাবেন কিম্বা ট্রাইবেল এফেয়ারসে দিল্লী যাবেন বা রুলস এমেণ্ডমেণ্টের জন্য দিল্লী যাবেন। এখান থেকে যাবার আগে উনার কেলকাটাতে নাইট হলট হবে, কেলকাটা থেকে দিল্লী যাবা সময় উনার আবার নাইট হলট হবে। state-এর কোন অফিসারই ভি, আই, পি, হতে পারে না। চাফ সেক্রেটারী থেকে আরম্ভ করে কোন গেজেটেড অফিসার ভি, আই, পি, না। কিন্তু ভি, আই, পি' রূপে আপ্যায়িত হন কেলকাটাতে। আমাদের মিনিষ্টার গেলে গাড়ী পাবে না কিন্তু উনাদের জন্য এয়ার কণ্ডিশন গাড়ী যেতে হবে, উনাদের জন্য এয়ার কণ্ডিশন রোম চাই। এখান থেকে ট্রাংকল হবে, একটা আরজেণ্ট ট্রাংকল করতে ১৮০ টাকা লাগে, কে সেই টাকা দেবে? আমার পাবলিক, আমার জনসাধারণ তারাই টাকা দিচ্ছে। এইটা কি করাপশন না? কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি খুব ব্যস্ত। কারণ উনার একই হাতে অনেক কাজ, ১৮/১৯টা পোর্টফলিও উনার হাতে। উনি সব সময় সময় পান না। কাজেই উনার অধিকাংশ সময় দিল্লীতে থাকতে হয়। কিন্তু অফিসাররা সেখানে কি করেন? দিল্লীতে গেলে দেখা যায় কিছু সংখ্যক অফিসার এখান থেকে বড় বড় ট্রাংক করে ফাইল নিয়ে দিল্লী যাচ্ছেন। আবার ট্রাংকগুলি এখানে নিয়ে আসেন। কাজেই কোন প্রশাসনিক যন্ত্র দ্বারা এই সমস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে? অফিসারদের অনেকেই এখানে উপস্থিত নেই। আমি নাম বলতে চাই না। আমি তাদেরকে করাপটেড বলছি যারা এইগুলিকে প্রশ্রয় দেয়। যারা ট্রাইবেল অ্যাফেয়ার্স ইস্যু নিয়ে ৪/৫টা ট্রাংকল করে। দিল্লী গিয়ে ট্রাংকল করে আবার আগরতলাতে যোগাযোগ করে উনার পরিবারকে জানাতে হবে উনি কেমন আছেন, উনার জন্য এয়ার কণ্ডিশন গাড়ী যেতে হবে, যে সমস্ত অফিসাররা ফাইল নিয়ে দিল্লী গিয়ে ঘুরে আসে সই করাতে পারে না তারা করাপটেড পার্সন তাদের বিরুদ্ধে ইনকোয়ারী কে করবে? আমাদের এখানে অ্যাডিশনেল এস, পি, নিরাপদ গণ চৌধুরী. যাকে অ্যাক্সটেনশন দেওয়া হয়, অ্যাক্সটেনশনের উপর যার চাকুরী নির্ভর করছে, যে চাকুরীর জন্য ভিক্ষাবৃত্তি উপর নির্ভরশীল সেই নিরাপদ বাবু করবেন। ভিক্ষাবৃত্তি হচ্ছে একমাত্র সম্বল সেই নিরপদ বাবু এম, এল, এদের বিরুদ্ধে, মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে? এইটা তদন্তের প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীতাপস দে :—পয়েন্ট অব অর্ডার, যিনি এখানে নেই, সেই নিরাপদ গণ চৌধুরী উনার সম্বন্ধে কি বলা যেতে পারে কি স্যার?

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— যিনি উপস্থিত নাই, উনার সম্বন্ধে না বলাই ভাল

শ্রীসমীর বর্মন :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর আমি কালকে, বলা উচিত না, তবু বলছি, কালকে আমি যখন লবিতে গেলাম আমার বিরোধী দলের উপনেতা শ্রীঅনিল সরকার উনার কাছ থেকে আমাকে অনেক কথা শুনতে হলো, আমি উত্তর দিতে পারলাম না, উনি আমাকে বললেন যে কেলকাটা গাড়ী কিনা সম্পর্কে একটা বুগাস ফার্ম না কি যে ফার্মের নাম হলো, BOBS & CO.। সেই ফার্ম নাকি এখানকার চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে একটা চিঠি দিয়েছিল। এইটা আমার নলেজে ছিল না। আমি কাল যেটা শুনেছি সেইটা বলেছি। সেই চিঠি না কি ফাইলে আছে। BOBS & CO. একটা ৪২০ ফার্ম। উনি তাই বললেন আমাকে। সেই ফার্মের সংগে জড়িত যারা তাদের নাম বললেন সুধা মুখার্জী, ভরতরাম, আর কি এক রেষ্টু-রেন্ট। সবই ফাইলে পাওয়া যাবে। চীফ ইঞ্জিনীয়ার জড়িত বলে উনি বললেন। কাজেই এইগুলি যদি আমাদেরকে শুনতে হয় এবং আমরা কংগ্রেস করবো স্যার, আমরা মাঠে যাব আমরা মাঠে গিয়ে কোন সত্য উত্তর দিতে পারবো না। কাজেই এইগুলি পরিষ্কার হওয়া দরকার। এইগুলি কি ব্যাপার আমাদের বুঝা দরকার। পেমেন্টের সাতদিন পূর্বে চীফ ইঞ্জিনীয়ার টাকা তুলে রেখে দেন, এইটা চেলেঞ্জ করা হয়েছে এখানে, কিন্তু ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে কোন উত্তর দেওয়া হয় নি, এইটাও করাপশন। এত টাকা এত লক্ষ টাকা কি করে হাতে রেখেছিল এবং কি করে পকেটে রাখা হয়েছিল কিভাবে রাখা হয়েছিল? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্ট্যাটমেন্ট দিয়েছেন তার থেকে আমি বলছি চার পাচ হাজার টাকা কেন? যদি ৪/৫ টাকাও কেলকাটা গাড়ী কিনা ব্যাপারে এইদিক সেইদিক হয়ে থাকে, উনি এইদিক সেইদিক বলেছেন, যদি এইদিক সেইদিক হয়ে থাকে তাহলেও সেইটা তদন্ত হওয়া দরকার ইনকোয়ারী কমিশনের মাধ্যমে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ইনকোয়ারী কমিশনের কথা বলছি কারণ আমাদের প্রধান মন্ত্রীর ইনকোয়ারী কমিশনের মত আছে। কারণ ওয়েষ্ট বেংগলে প্রমাণিত হয়েছে, উড়িষ্যাতে হয়েছে। কমিশনের নাম শুনেই যদি আমরা আৎকে উঠি তাহলে চলবে কি করে? করাপশন যদি কারও ভিতরে থাকে তাহলে সে যেই হোক করাপশনকে প্রশ্রয় দিয়ে আমরা কংগ্রেস করতে আসি নি। করাপশন যদি আমার বিরুদ্ধে থাকে আমি সেইটা ফেস করবো। আমার মনে হয় আমাদের ৪০ জন এম, এল, এদের মধ্যে সবারই সেই সৎ সাহস আছে এবং তারা প্রয়োজন ফেস করবে। কাজেই আমি সেখানে ইনকোয়ারী কমিশনের দাবী করছি। হয়তো অনেকে বলতে পারেন, সি, পি, এম দল থেকে বলতে পারেন যে সমীর বাবু অতি বিপ্লবী হয়ে গেছে। আমি অতি বিপ্লবের কথা বলছি না, আমি নিজেকে জড়িয়ে বলছি। কারণ অ্যাক্সটেনশন মার্কা অফিসারকে দিয়ে এসব হবে না। সেখানে তাকে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যেতে হবে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের কাছে ঐ ডেভেলাপমেন্ট সেক্রেটারীদের কাছে যেতে হবে, কেবিনেট মন্ত্রীদের কাছে যেতে হবে, কাজেই সে কি তদন্ত করবে? তাকে পলিটিকেলি রাখা হয়েছে, পলিটিকেলি এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের কিছু সেক্রেটারী আমলা আছেন তারা রেখেছেন, এম, এল, এ'দের বিরুদ্ধে, কতিপয় আমলার বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহার করার জন্য। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না আমি আপনার

মাধ্যমে এই অনুরোধ রাখবো, আরেকটা কথা আমি বলছি, একটা ডেফিনিট কেস সম্বন্ধে বলছি, একজন এ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার সম্পর্কে, উনার চিঠি আমার কাছে আছে, জনৈক কন্ট্রাক্টার সেই এ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে চিঠি দিয়েছে। চিঠির অর্থ হলো তুমি আমার কাছে টাকা চেয়েছিলে টাকা দেইনি বলে সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার কাজ ডিষ্ট্রিবিউশন করা সত্বেও তুমি তিন বছর যাবত আমাকে ঘুরিয়ে আমাকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওনি। তুমি আমার কাছে দশ হাজার টাকা চেয়েছিল, সেই এ্যাকসজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের নাম আমি বলবো না, কারণ উনি হাউসে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে ঘটনাটা বলেছেন তখন নাম বলতে হবে।

শ্রীসমীর বর্ম্মণ :— হাউসে সবার চাপে পড়ে বলছি—টি, আর, চাটার্জী। উনি এস, ই হবেন উনার সিনিয়রিটি দিয়ে। উনার বিরুদ্ধে সি, বি, আইর কেস এখনও পেনডিং আছে। সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার সিংহা ফাইলে সই করেছেন তিন বছর আগে দুইজন কনট্রাক্টারকে দুইটা ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছিলেন। আমি বলছি, আমি সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি। প্রমাণ করার দায়িত্ব আমার। বছরের গণ্ডগোল হয় তো হতে পারে। কিন্তু যে চিঠি দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে এস, ই, ফাইল এ্যাক্সেপটেড করেছিলেন কিন্তু ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয় নি। যখন এই ইঞ্জিনীয়ার সাহেব জানলেন যে আমার কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে আমি একটা কপি পেয়েছি। আমি জানি না এই অফিসার কেলকাটা গিয়েছিলেন কি না। আমি দিল্লী থেকে আসার সময় উনাকে আমি কেলকাটাতে পেলাম। কেলকাটার এ্যাটেনডেন্ট রেজিষ্টার দেখলে পাওয়া যাবে ত্রিপুরা হাউসে। উনি আমাকে বললেন যে আপনার কাছে চিঠি দিয়েছে আমি জেনেছি আপনি আমাকে এইটাতে বাঁচিয়ে দিন। আমাকে এই এ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার অনুরোধ করেছেন। আমি এখন বলছি স্যার কেসটা সি, বি, আইতে পাঠানো উচিত। কাজেই আমলা স্তরের যে দুর্নীতির কথাটা তারা বলেছেন, কোর্ট গিয়ে কেস করার কথা যারা বলেছেন কোর্টে গিয়ে কি কেস করবে। আমরা শুনেছি পত্র-পত্রিকাতে দেখেছি. হাউসে শুনেছি যে অজয় সিংহা ডি, এম, জিরাণীয়াতে উনি ধরা পরেছেন, সরকারী গাড়ী নিয়ে উনি গেছেন কি তদন্ত হলো ? মেয়ে ঘটিত ব্যাপারে উনি জিরাণীয়াতে ধরা পরেছেন, বা রাণীর বাজারে ধরা পড়েন। হাউসে কেউ চেলেঞ্জ করে নি, আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চেলেঞ্জ করেন নি, কোন মন্ত্রী চেলেঞ্জ করে নি। বিরোধী দল থেকে যেটা তোলা হয়েছে। কাজেই এই ডি, এমের জন্য আমার কংগ্রেসের পজিশন খারাপ হবে সেইটা আমি সহ্য করবো না। এইটা কংগ্রেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, এই যে শ্লীলতা হানি নিয়ে উনার সম্বন্ধে কম্‌প্লেন আছে, কিন্তু এখন যদি কেউ কেস করতে চায় তাহলে লাগবে স্যাংশন, স্যাংশন কেউ পাবে না। আমি যতটুকু শুনেছি, আমি পত্র পত্রিকাতে দেখেছি, ত্রিপুরা টাইমসে দেখেছি, বিদ্রোহীতে দেখেছি, এইটা এই হাউসে উঠেছে, আমাদের তরফ থেকে কেউ প্রতিবাদ করেননি।

(রেড লাইট)

মাননীয় স্পীকার স্যার, লাল বাতি জ্বালাতে হবে না। আমাকে দু মিনিট সময় দিন। আমরা কেন সাহায্য পাব না এদের কাছ থেকে স্যার। কিন্তু আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ

মহোদয়, তাই আমি আপনার মধ্যমে অনুরোধ রাখব যে ইন্দিরা গান্ধীর নাম নিয়ে যেন আমরা বেশী মাথা না ঘামাই বা যেন আর প্রশ্রয় না দিই। প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয় আমরা কংগ্রেস করতে এসেছি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা কংগ্রেসী করতে আসিনি। কংগ্রেসী করাটা আমাদের পেশা নয়, নেশা। কংগ্রেসকে নিয়ে যা ইচ্ছা হবে আমাদের চোখের সামনে সেটা আমরা সহ্য করতে পারব না। সে যাই হোক। এটা আমলার সম্বন্ধে বললে, তার কোরাপ্‌শানের সম্পর্কে বললে তার নৈতিক চরিত্রের সম্পর্কে বললে যদি আমার উপর কোন শাস্তি আজকে নেমে আসে দেশকে রক্ষা করতে আমি তা মাথা পেতে নেব। কিন্তু সেই সমস্ত আমলা ... .. (রেড লাইট) আমাকে বলতে দিন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমি বলব যে আজকে যদি ইন্দিরা গান্ধীর গরীবী হঠানো যেমন তাঁর মূল মন্ত্র, তেমনি দুর্নীতি হঠানোও তাঁর মূল মন্ত্র। কাজেই দুর্নীতির কাছে যেন আমরা মাথা নত না করি। সেই দাবী জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—নাও আই কল অন অনারেবাল মিনিষ্টার শ্রী মনোরঞ্জন নাথ।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্য মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী জিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় যে প্রস্তাব রেখেছেন, এই বিধান সভা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, ত্রিপুরায় একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হউক যাহার নিকট জনসাধারণ উচ্চতম পদ থেকে সুরু করে যে কোন পদের ব্যক্তির দুর্নীতির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারিবে এবং উক্ত ট্রাইবুনাল তার বিচার করিতে পারিবেন"। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রী জিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় চাচ্ছেন একটা পার্মামেন্ট ট্রাইবুন্যাল ত্রিপুরার মধ্যে গঠন করা হোক। কিন্তু পার্মানেন্ট ট্রাইবুন্যাল একটা পার্টিকুলার ইস্যুর উপর বা পার্টিকুলার ইন্সিডেন্টের উপর ভিত্তি করে হতে হবে কিন্তু তিনি তা বলেন নাই। তিনি বলেছেন যে, একটা স্থায়ী ভাবে ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হোক। আমি এই যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই প্রস্তাবের আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন রকমের আলোচনা করেছেন। এইখানে বক্তব্য হল এই প্রস্তাবের যে উদ্দেশ্য যে এখানে একটা পার্মানেন্ট ট্রাইবুন্যাল হওয়া দরকার। এখানে তার প্রয়োজন আছে কি না এই হচ্ছে আজকের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য তিনি আলোচনা করতে গিয়ে কেরালার এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশানের কথা বলেছেন, ইউ, পি, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে কথা বলেছেন আবার মস্তানের কথাও এসেছে। সুতরাং আমি বলব এই সমস্ত উক্তি, এই অবান্তর উক্তির সঙ্গে রিজলিউশানের সঙ্গে সংগতি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমাদের ট্রাইবুন্যাল করার কোন আবশ্যকতা আছে কি না। প্রিভেনশান অব এ্যাক্ট আছে। প্রিভেনসান অব কোরাপশান এ্যাক্ট অনুযায়ী তা বিচার করার ক্ষমতা কোর্টের আছে। কোরাপশানের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট জাজ তার বিচার করে থাকেন। সুতরাং সেই জায়গাতে আর একটা ট্রাইবুন্যাল গঠন করার আবশ্যকতা আছে কিনা এটা আমি বুঝতে পারছি না। তবু যদি তাঁরা একটা পার্টিকুলার ইস্যুর উপর বলতেন তাহলে আমরা চিন্তা করতে পারতাম যে পার্মানেন্ট একটা টাইবুন্যাল গঠন করার দরকার আছে কি না। তা এখানে

উনি বলেন নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সরকারী কর্ম্মচারীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা নালিশ করতে পারেন বা নালিশ করা চলে উর্ধ্বতন অফিসারের নিকট। যদি কেসটা কোরাপসান এ্যাক্টে পড়ে তাহলে সেটা ডি, এস, পি, নট এস, পি, এ্যানকোয়ারী করেন। কারণ কোরাপসানের কেসগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বেসপনিসিবল অফিসারের দ্বারা তদন্ত করা যায়। আইনের বিধান আছে এই কারণে ডি, এস, পিকে দেওয়া হয়েছে আইনের অধিকার। এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে এমন অনেক কেস হয়েছে এবং কোর্টেও পানিশমেন্ট হয়েছে। এখানে বিচার হয়েছে শাস্তি হয়েছে। ইদানিং কয়েকদিন আগে সম্ভবতঃ এই কেসটা এখনও ডিষ্ট্রিক্ট জজ কোর্টে চলেছে। কোরাপসনের কেস চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে উনারা বলেছেন যে পদস্থ ব্যক্তির সম্পর্কে কোন এ্যানকোয়ারী হয় না। কিন্তু উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য এনকোয়ারী করার প্রভিশান আছে। যদি সেটা ডি, এস, পি, না করতে পারেন তাহলে সি, আই, বি, আছেন। সি, আই, বি, করবেন। এবং আমি যে রিসেন্টলী একটা কেসের কথা উল্লেখ করেছি যা ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে চলছে তাও একজন গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখানে সি, আই, বি, তদন্ত করছে তা ঠিক নয়। সি, আই, বি. তদন্ত করবে যদি কেসটা সি, আই, বি, এর হয়। সেটা কেস অনুযায়ী করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ভিজিলেন্স কমিশান নাই। সেই জন্য ভিজিলেন্স যে কমিশান আমাদের এখানে আছে; ত্রিপুরায় আমরা ভিজিলেন্স কমিশান গঠন করতে পারি নাই, সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশান আছেন। তিনি আমাদেরকে এ্যাডভাইস দিয়ে থাকেন। সেই অনুসারে কেস হয়ে থাকে। গেজেটেড অফিসার এবং দুর্নীতি গ্রস্ত সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করার জন্য একটি ডিপুটি কালেক্টার ফার্ষ্ট ক্লাস মেজিসট্রেট আছেন। তিনি সমস্ত কেস প্রমান সাক্ষী এসব গ্রহণ করে থাকেন এবং বিচার করে থাকেন। কিন্তু সেই দিক দিয়ে আমি বলব যে এখানে বিশেষ আর একটা পার্মানেন্ট ট্রাইবুন্যাল গঠন করার প্রশ্ন আসতে পারে না। সুতরাং এই প্রস্তাবে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এর বিরোধীতা করে আমি শেষ করছি।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই প্রস্তাব সম্পর্কে দুর্নীতি দমন করবার জন্য ট্রাইবুনাল গঠনের যে প্রস্তাব এসেছে, সেই প্রস্তাব আলোচনায় বিরোধী পক্ষের নেতাও সেই প্রস্তাবের সারবত্তা বুঝতে পারেন নি। যদিও তাঁর বক্তব্যের মধ্যে রাজনৈতিক দিকটাই বেশী প্রতিফলিত হয়েছে, তাহলেও এই ধরণের ট্রাইবুনাল'এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বা বর্ত্তমান অবস্থায় তার দরকার পড়ে না। সেটা সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের নেতাও একমত হয়েছেন। তিনি তবুও রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করে এটাকে সমর্থন করে বলেছেন। আমি এই প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না। কিন্তু কতগুলি আলোচনার মধ্যে দিয়ে যেসব কথা এসেছে, যেসব বক্তব্য রাখা হয়েছে দুই পক্ষ থেকেই, তার মধ্যে কতগুলি জিনিষ আছে যেগুলি কনস্ট্রাকটিভ সাজেশান, সেগুলিকে হয়তো কিছু কিছু কাজে লাগানো যেতে পারে। সাধারণ মানুষের ব্যাপারে, ডিষ্ট্রীবিউশান সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে বিরোধী পক্ষের নেতার দিক থেকে, সেই সম্পর্কে আমি এই হাউসে দাঁড়িয়ে আগেও বলেছি যে আমরা চেষ্টা করছি এই ডিষ্ট্রিবিউশানটা কতটা গ্রাম লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেখানে

নিয়ে যেতে হলে, যে জিনিষটা আগে ছিলনা, সেটাকে নিয়ে যেতে গেলে সময়ের দরকার, কিন্তু আমাদের যে পলিসী আছে, সেটা হচ্ছে গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা আছে, যারা গরীব, তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ পৌঁছে দেওয়া যেটাই আমাদের কাছে আসুক না কেন, সেটা ঠিকমত ডিষ্ট্রি-বিউটেড হয় কিনা, সেটার জন্য দেখা, সেটার প্রয়োজনীয়তা আছে। এদিক থেকে এই হাউসের মধ্যে সেটা প্রিন্সিপল সম্পর্কে আমরা একমত। এই প্রসংগে যে মেশিনারী দিয়ে এটাকে করানো হবে—প্রাইভেটই হউক আর সরকারী মেশিনারীই হউক, সমস্তাটার মধ্যে এমন একটা জটীলতা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে, যেখান থেকে সেটাকে সরিয়ে এনে গ্রামের লোকের কাছে পৌছে দেওয়া—বক্তৃতা করা যতটা সহজ, কাজটা তত সহজে করা যায় না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, যে কোন পার্টির সরকারই হউক না কেন, সেই পার্টির মধ্যেও একই জিনিষ দেখেছি, পারফেক্ট ওয়েতে এসেছে সেকথাটা পৃথিবীর কোন দেশই ঠিক বলতে পারবেনা। কিছুটা হতে পারে। আমাদের এখানে ৫০ পারসেন্ট যাচ্ছে সেখানে হয়তো ৬০ পারসেন্ট বা ৭০ পারসেন্ট যাচ্ছে সেটা হতে পারে, কিন্তু সবটা পৌছাতে পেরেছে বলে এখন পর্য্যন্ত আমার জানা নেই। কাজেই আমাদের দিক থেকে সকলের চেষ্টা আছে গ্রামবাসীদের, গরীব জনসাধারণের কাছে যত কম পরিমাণই হউক, সেই জিনিষটার ডিষ্ট্রিবিউশানটা যাতে প্রপারলী হয়, এটাই হচ্ছে, মূল বক্তব্য। আমি বুঝি, করাপশান করাপশান বলে যে চীৎকার করা হচ্ছে, যত করাপশান না আছে, তার চেয়ে বেশী চিৎকার করা হচ্ছে। যেখানে করাপশান আছে, সেটা নোটিশে আসার সংগে সংগে আমরা তদন্তের ব্যবস্থা করেছি, কোন কোন ক্ষেত্রে সি, বি, আই'র কাছে দেওয়া হচ্ছে, এখন সি, বি, আই'র লোক আমাদের বলেছে যে আমরা এটা করতে পারবনা, আমরা সি, বি, আই'র কনফিডেন্সের লোক এই জায়গায় নিযুক্ত করেছি যাদেরকে আমরা চিনিনা। আমাদেয় পক্ষ থেকে যতখানি সম্ভব, করাপশান দূর করার চেষ্টা করেছি। এই প্রসংগে আবার সেই নো-কনফিডেন্স মোশানের অনেক কথা কোন কোন সদস্য উল্লেখ করে ফেলেছেন, তাতে আমার কিছু সুযোগ হয়েছে। সুযোগ হয়েছে এইজন্য বলছি, বিরোধী পক্ষের সদস্য একটা চিঠির উল্লেখ করে বক্তব্য রাখা হয়েছে। এখন সেই চিঠির অথেনটিসিটি কি আছে না আছে, আমার জানা নেই, তবে উনি পড়েছেন, আমি এই পর্য্যন্ত জানি। আমি ধরে নিলাম যেহেতু বিরোধী পক্ষের নেতা, উনি এই হাউসের সদস্য, তিনি একেবারে বানিয়ে বলেছেন সেটা বলা উচিত নয়, তবে ওঁর তারিখগুলি যদি হিসেব করে দেখা যায়, কোন তারিখের লেখা এবং তারপর কোন ঘটনা হয়েছে কি না হয়েছে তাহলে সেটা বলা যেতে পারে। এটা এ্যাডমিনি-ষ্ট্রেশানে সব সময়েই হতে পারে। যে কোন অফিসার যদি কোথাও কোন রকম প্রসেসের মধ্যে প্রসিডিউরের মধ্যে গড়মিল থাকে, সেটা পয়েন্ট আউট করার অধিকার আছে এবং পয়েন্ট আউট করলে সেটা যদি কারেক্টেড না হয়, তখন হতে পারে প্রশ্ন যে ইচ্ছাকৃতভাবে কারেক্টেড হয়নি। আমি জানিনা সেই কাগজপত্র আমার কাছে নেই, তবে আমি পরিষ্কার বলতে পারি এই সম্পর্কে যদি কোনরকম কিছু থেকে থাকে, কারণ এই ধরণের কাগজের ব্যাপারে ওঁদের এনট্রেন্স রয়েছে, ওঁরাই ঐ খবরগুলি বের করতে পারবেন আশা করছি। যদি না পারেন, আমার সংগে আলোচনা করলে কাগজগুলি আমি পড়ে শুনাতে পারব। যাই হউক প্রিটোরিয়া ষ্ট্রিটের বিল্ডিং ক্রয় করা সম্পর্কে আমাকে বলার একটা সুযোগ করে দিয়েছে। বারবার এই

সম্পর্কে বলা হয়েছে যে টাকা চেয়েছিল, তাতে আমরা এ্যাগ্রী করতে পারিনি। সেখানে যেটা হয়, সেটা হচ্ছে হয় একুইজিশান করতে হবে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে দিয়ে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল যে প্রসেসে এবং যে সময় নেবে, সেই সময় এবং তার একুইজিশান প্রসেসের মধ্য দিয়ে যে টাকা দিতে হবে, আমরা কয়েকটা কেসে এখানেও দেখেছি যে একুইজিশানের জন্য যেটা করা হয়, আরও বেশী টাকা দিতে হচ্ছে গভর্ণমেন্টকে, আমরা কয়েকটা কেসে দেখেছি। আমি জানিনা যদি এটা তদন্তের বিষয়ভুক্ত হয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি আমার দিক থেকে আপত্তি করার কিছু নেই। যে কোন লোক, ওখানে সি, বি, আই রয়েছে. তাদের ইনফরমেশান দিতে পারেন, এ্যালিগেশান করতে পারেন, এটা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখতে পারেন, তারপর অন্যদের পক্ষে বিশেষ করে বিরোধী পক্ষ 'এ যারা আছেন, অন্যান্য মেশিনারী রয়েছে, যে মেশিনারীতে এনকোয়ারী করা চলে, সেই মেশিনারী দিয়ে এনকোয়ারী করিয়ে সেটা দেখা যেতে পারে এবং আমি পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে এই এ্যাসেম্বলীতে উইদ অল রেসপনসিবিলিটি বলতে পারি যে এর মধ্যে কোনরকম কারসাজী নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর যেসব বক্তব্য 'এর অবতারণা করা হয়েছে সেই সম্পর্কে ডিটেলসে যাওয়া উচিত নয়। যে প্রসেসগুলি গভর্ণমেন্টের মধ্যে রয়েছে, সেইগুলি ফুললী ইউটিলাইজ'ড করতে পারি আমরা। যার বিরুদ্ধে করাপশান থাকবে, এখানে যদি না হয়, তাহলে সি, বি, আই'র কাছে সেটা পাঠান যেতে পারে। সি, বি, আই'র কাছে যে কোন কাগজ গেলে তার উপর এনকোয়ারী হচ্ছে এবং এনকোয়ারী রিপোর্ট তাঁরা দিচ্ছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ট্রাইবুনাল সম্পর্কে যে প্রশ্নটা এসেছে, ট্রাইবুনালের প্রয়োজনীয়তা এখন পর্য্যন্ত দেখা দেয়নি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই যে মেশিনারী রয়েছে, আমরা সেইগুলি ফুললী কাজে লাগিয়েছি কিনা সেটা দেখতে হবে। যারা এগ্রীভ্‌ড পার্সন তার মধ্যে অনেক ভাল ভাল লোক রয়েছেন, লীগ্যাল ব্রেইন রয়েছে, তাঁরা জানেন কি করে কেস সাজিয়ে দিতে হবে এবং সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও কেন সেইসব প্রসেসের মধ্য দিয়ে যাওয়া হচ্ছেনা আমি জানিনা। এই প্রসেসগুলি থেকে যদি কিছু না হয়, তাহলে বলা যেতে পারে আরও একষ্ট্রা কিছু করা দরকার আছে কি না? সেটা সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। কাজেই এই প্রস্তাবের কোন প্রয়োজনীয়তা এখন পর্য্যন্ত দেখা যায় না। সেইজন্য আমি বিরোধীতা করছি। আরেকটা প্রশ্ন হল, মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা যেভাবে পলিটিক্যাল এ্যাটাক করেছেন সেখানে অটমেটিক্যালী কংগ্রেসের নাম আসবে। যেহেতু আমি কংগ্রেসভক্ত, সেই হিসেবে আমার কিছু বলার অধিকার আছে। আজকে আমরা যুক্তফ্রন্টকে দেখেছি, সেখানেও দেখেছি যে তখন কোন আপত্তি ছিল না।

কিন্তু যখন একটা প্রোগ্রেসিভ, প্রোগ্রেসিভ ফোর্স কারা, প্রোগ্রেসিভের ডেফিনেশনটা কি? সেটা কি খুনাখুনি? মানুষ খুন করা? এটা যদি প্রোগ্রেসিভ ভিউ হয়ে থাকে আমরা তার সংগে জড়িত নয়, কিংবা কোন পার্টিও জড়িত হতে পারে না। অথবা পৃথিবীতে একটা অশান্তি সৃষ্টি করার যে সব চেষ্টা আসে তা হলে হয়ত কোন কোন পার্টি একমত নাও হতে পারে। কিন্তু আর একটা পার্টি হয়ত সেখানে একমত হতে পারে। এটা রুলিং পার্টির কথা নয়, এটা হিউম্যান প্রোবলেমের কথা যে কোন কোন পার্টি হয়ত মনে করেন যে একটা অশান্তি

সৃষ্টি করলে একটা ভায়লেন্সের মধ্যে দেশকে নিয়ে যেতে পারলে আমার পলিটিক্যাল পারপাস হতে পারে, আমাদের উপর অ্যাটাক হতে পারে, আর একটা পার্টির উপর অ্যাটাক হতে পারে না। আবার সিমিলারলী, ওয়েষ্ট বেংগল যুক্তফ্রন্ট আমলে দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় যে সব জায়গায় আমরা দেখেছি যে ঐ অ্যাটাক ওদের উপর হয়েছে যে কারণে যুক্তফ্রন্টের আমলে এত জাঁদরেল সব বিপ্লবীরা থাকতেও যে সব কংগ্রেসী নেতার বিরুদ্ধে বিষউদগীরণ করা হয়েছে যে এরা দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ, কোথায় ? একটা ট্রাইবুন্যাল তো আনতে পারলেন না। পারেন তার কারণ হল এই যে ওদেরকে যদি ধরতে হয় তাহলে তো আমাদেরও এইরকম দোষ রয়েছে। কোন কোন সদস্য বলেছেন গাঁও প্রধানদের সম্বন্ধে। গাঁও প্রধানদের মধ্যে যেখানে যেখানে নিশ্চয়ই মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরাও জানেন কোথায় কোথায় গাঁও প্রধানেরা কি করছে। তাহলে সেখান থেকে তারাও বেরিয়ে আসতে পারবেন না এবং স্পেসিফিক ইনস্টেন্স কোন কোন সদস্য হাউসে দাঁড়িয়ে বলছেন যে কোথায় কোন কো-অপারেটিভের সংগে কে জড়িত ছিলেন। সেই লোকগুলিকে প্রটেকশান দেওয়া হচ্ছে। তার পর হয়ত মিছিল হবে যে এটা দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অভিযোগ করা হয়েছে কোন কোন টিচারদের সম্পর্কে, কর্মচারীদের সম্পর্কে। সেটা কি অস্বীকার করা যাবে যে আজকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে? করাপশান হচ্ছে ? করাপশান মানে কি ? আমার উপর যতটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমি সেই দায়িত্ব পালন না করলে সেটাই করাপশান হল। কারা ভুগছে এই জন্য ? এই জন্য সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। তাদের সামনে পাবলিক মিটিঙে বক্তৃতা রাখা হচ্ছে। কিন্তু এই লোকগুলি যে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কোন্ কোন্ ডিপার্টমেন্টের আমি তা বলে দিতে পারি যে কোন্ কোন্ ডিপার্টমেন্টেও উপর তাদের হাত রয়েছে এবং কিভাবে প্রোটাকশন পাচ্ছে আমি বলে দিতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি তাদের উপর হাত দিলে সাংঘাতিক বিরোধীতা হবে। অমুক আমাদের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, আমাদের অফিস বীয়ারার, আমাদের অমুখ এই করে করে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করবে, এমন একটা ভাউ দেখাবে যে সব আমাদের সমিতির সংগে জড়িত হয়ে আছে। অন্য কোন সমিতির সংগে জড়িত থাকলে তাদের দোষ হয়ে যাবে, শুধু তাদের সমিতির সংগে জড়িত থাকতে হবে। এই মনোভাব নিয়ে দুর্নীতি দমন করা যায় না। বক্তৃতা দিয়ে দুর্নীতি দমন করা যায় না। সেই কাজ আগে নিজের দলের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে এবং সাধারণ ক্ষেত্রে যারা ফলোয়ার্স তাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে। এটা সোস্যাল কনসাসনেস জাগিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে। এটা চাৎকার করে একটা পার্টিকে গালাগাল করলে হবে না। সাধারণ মানুষকে প্রটেকশান দেওয়া যাবে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে যে সব ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে এডমিনিষ্ট্রেশনেঅনেক উপায় রয়েছে, কোর্ট রয়েছে যেখানে ডিরেকটলী কেস করা যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে বলা হোক যে এই আমার প্রমাণ আছে। নিশ্চয়ই তার প্রতিকার কোর্ট থেকে হবে। কি বলেছে না বলেছে আমি তা উল্লেখ করতে চাই না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রস্তাব এই জন্য সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে প্রত্যেকটা ট্রাইবুন্যালের গঠনের জন্য উত্থাপন করেছি সেই প্রস্তাবের উপর গত তিন দিন ধরে যে সমস্ত মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন দিক থেকে সমর্থন করেছেন অথবা পূর্ণ সমর্থন না করেও এর উপর যারা বক্তব্য রেখেছেন তাদের আমি আপনার মারফত অভিনন্দন জানাই এবং অভিনন্দন জানাই সি, পি, এম,

দলনেতা কমরেড নৃপেন্দ্র চক্রবর্তীকেও যিনি এই প্রস্তাবকে আন্তরিক নয় মনে করেও, সমর্থন করেছেন। আমি মাননীয় চক্রবর্তীর তরুণ অবস্থা দেখলাম: এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে তিনি বললেন যে এটা আন্তরিক নয় অথচ দীর্ঘ সময় তিনি এই প্রস্তাবের সমর্থনে বললেন আমার বিশ্বাস হল যে কিভাবে সত্য এবং হত কর্মনীতি বিভ্রান্তিকে পর্যন্ত করেতে পারে, আমি আজকে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সেই দিকে থেকেও আরও আশ্বস্ত হলাম। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কেরালা সম্পর্কে বলেছেন। কেরালায় এমন একটা কমিটি আছে যেখানে ৫০০ টাকা সিকিউরিটি রেখে যে কোন মিনিষ্টার এবং উচ্চ পদস্থ কর্মচারী থেকে সুরু করে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলছি না যে কেরালা ছেকে সমস্ত দুর্নীতি চলে গেছে। আমি বলেছি দুর্নীতি একটা সিষ্টেমের জন্য দায়ী এবং সেই সিষ্টেম হচ্ছে গণতান্ত্রিক সিষ্টেম, সেই সিষ্টেম হচ্ছে আমলা তান্ত্রিক সিষ্টেম, রাষ্ট্রীয় সিষ্টেম। সেই সরকারী কাঠামোর মধ্যে, সেই আমলাতান্ত্রিক কাঠামের মধ্যে, সেই ধনতন্ত্রকে পরাস্ত করতে না পারলে এই দুর্নীতিকে দেশ থেকে তাড়ানো যাবে না। তার সম্পর্কেই আমি বলছি। কিন্তু যে মিনিষ্টি কেরালাতে আছে, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন চার্জ নাই যদি থাকে তবে যে কেউ ৫০০ টাকার সিকিউরিটি রেখে সেখানে যে একটা কমিটি আছে, তার কাছে নালিশ করতে পারে এবং মাননীয় চক্রবর্তীর পার্টি এবং তাদের সেখানকার নেতা অথবা সর্ব্ব ভারতীয় নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কেরালা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যে মুক্তি সংগ্রাম তারা আরম্ভ করেছেন, সেই পার্টির সাথে যে পার্টি প্রথম কমিউমিষ্ট গভর্ণমেনেন্টের বিরুদ্ধে পদ্মনাভনেয় পার্টির প্রথম কমিউনিষ্ট গভর্ণকেন্টকে উচ্ছেদ করার জন্য, পণ্ডিত নেহেরু যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখনকার সময়ে পদ্মনাভন যে মুক্তি সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন, নাম্বুদ্রিপাদ গভর্ণমেনটকে পতন করবার জন্য, তারাই এখন তার সংগে যুক্ত হয়ে অচ্যুত মেনন গভর্ণমেন্টকে পতন করবার চেষ্টা করছেন ঐ পদ্মনাভনের পার্টির সংগে। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কেও আমি বলছি। তার পার্টি সেই মুক্তি সংগ্রামে তাদের কেডারদের অর্থাৎ তাদের সি, পি, এম, কেডারদের পর্য্যন্ত মবিলাইজ করতে পারেন নাই। কারণ তারা দেখেছেন যে ১ লক্ষ ভূমিহীনকে পাকা বা তৈরী করে দিয়েছে কেরালা গভর্ণমেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন দিক দিয়ে এটা স্বীকার করেছে যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত গভর্ণমেন্ট আছে, তার মধ্যে যদি কোথাও মডেল গভর্ণমেন্ট থেকে থাকে তো, সেটা কেলালাতে আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিহার সম্পর্কে তিনি বলেছেন কিন্তু আমরা বরাবর বলে আসছি এবং এখনও বলছি যে বিহারে জয় প্রকাশের যে মুক্তি আন্দোলন চলছে, সেটার সংগে আমামাদের কোন সম্পর্ক নাই, কারণ এটা করাপশানের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়, এটা হচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের মদতে ভারতের দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রীয়াশীলদের সমর্থনে ভারতবর্ষে ফেসিজ্যম কায়েম করবার জন্য একটা প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত। এজন্য আমি মাননীয় নৃপেন বাবুর পার্টিকে গালিগালাজ করছি না আমি বরং উদ্বেগ বোধ করছি কারণ সেখানে একটা পেরালেল গভর্ণমেন্ট গঠন করবার জন্য জয় প্রকাশ নারায়ণ যে আহ্বান জানিয়েছেন যেটা আজকের কাগজে বেড়িয়েছে, সেখানে নৃপেন বাবুর পার্টি সম্পর্কে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন, যে তারাও আমার সাথে আছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি আবারও বলেছেন যে অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন অন্য দিকে উপমন্ত্রী মি: সোম বাবুকে ক্রীড়াদের জন্ম বার্ষিকী পালনের জন্য প্রধান অতিথি করে নিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আমাদের নীতি সম্পর্কে ওপেনলী ডিক্লারেশন দিয়েছি যে কংগ্রেসের সাথে আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে ঐক্যের সংগ্রাম এবং এই কংগ্রেস যেখানে জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করবে, সেখানে উই উইল ফাইট এগেইনষ্ট দেম, আবার এই কংগ্রেস যেখানে এক চেটিয়া পুজিপতিদের বিরুদ্ধে সামান্যতমভাবে এগিয়ে আসবে, সেখানে আমরা তাদের পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে যাব। কাজেই আমাদের নীতির মধ্যে গোপন কোন কিছু নাই। আমি মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবুকে জিজ্ঞাস করি আপনাদের পার্টি তো কলকাতায় বিধান সভায় যোগদান করছেন না, যেহেতু এটা ফেসিস্ট দেশের গভর্ণমেন্ট বলে, কিন্তু সেই কলকাতায় নির্বাচিত তাদের এম, পিরা কিভাবে পার্লামেন্টে যোগদান করলেন? সেটা কি ফেসিষ্ট দেশ নয়? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ফেসিষ্ট দেশের পার্লামেনটে নৃপেন বাবুদের পার্টির শ্রদ্ধেয় নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙ্গারের মৃত্যুতে যে শোক প্রস্তাব পার্লামেনটের মাননীয় চেয়ার থেকে আনা হয়েছিল, সেই শোক প্রস্তাবকে তাদের দলের এম, পিরা দাঁড়িয়ে উঠে সমর্থন করেছেন। এই ব্যাপারটা আপনারা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন, সেটা আপনারাই জানেন, আমি জানি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি আজকের এই যে কেন্দ্রীয় সরকার এর পরিচালনায় সারা দেশের মধ্যে যে বড় বড় স্মাগলারদের এরেষ্ট করা হচ্ছে, তাতে আমাদের দেশের ঘটনা উদঘাটন সে অবশ্য অনেক দূরে রয়ে গেছে, তা সত্বেও আমি এবং আমার পার্টি এটাকে অভিনন্দন জানাই, কারণ আমরা জানি যে এখান থেকে আর ফিরে আসা যাবে না, আরও এগিয়ে যেতে হবে, ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবে যে সমস্ত ব্লেক মানির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, সেই সমস্তকে যদি বাজেয়াপ্ত না করা হয়, শুধু করেকজনকে এরেষ্ট করলেই বর্তমান অবস্থায় দুর্নীতিকে রোধ করা যাবে না। সেখানে বাজেয়াপ্ত করে বড় বড় স্মাগলারদের দুর্নীতিকে রোধ করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক সদস্য তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে আমাদের সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ঢুকেছে, এটা আমিও অস্বীকার করছি না, কিন্তু দেয়ার কেন নট বি এ করাপট নেশান। মাননীয় স্পীকার স্যার, করাপশানের একটা ব্রিডিং গ্রাউণ্ড বা জন্মস্থান আছে, আমি চাই যে এখন সেই জন্মস্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করা হউক। কারণ আমিও বিশ্বাস করি যে না যে এইরকম একটা ট্রাইবিউন্যাল গঠন করলেই আমাদের দেশ থেকে বা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সমস্ত করাপশান চলে যাবে। কিন্তু দেয়ার মাষ্ট বি সাম ষ্টার্টিং সাম হোয়ার, যেখান থেকে এই বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু হবে, যেখান থেকে এই বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হবে এবং সেই লড়াইতে সমস্ত পক্ষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যাতে এই দুর্নীতিকে পরাস্ত করা যায়। তাছাড়া করাপশানের বিভিন্ন স্তর আছে, কিন্তু আরম্ভ করতে হবে উপরের স্তর থেকে। কারণ গোময় থেকে যদি দুর্গন্ধকে সরিয়ে নেওয়া না যায়, তাহলে শুধু মাত্র মাছি মেরে করাপশনকে দূর করা যাবে না। অর্থাৎ এর ব্রিডিং গ্রাউণ্ড যেখানে, যেখানে এর জন্মস্থান, সেখানেই এগুলি অনবরত জন্মগ্রহণ করতে থাকে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে অনেক সদস্য বলেছেন যে আমাদের দেশে বর্তমানে যে সমস্ত আইন কানুন আছে, সেগুলির মারফতেও নাকি করাপশনের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়, কিন্তু আমি বলি তা করা যায় না, কারণ দেখা যায় যে একটা সাধারণ পুলিশের

বিরুদ্ধে যদি একটা কেস দিতে হয় এর পার্মিশান নিতে হয়, ওর পার্মিশান নিতে হয়, আর বড় বড় উচ্চ পদস্থ আমরা বা কর্মচারী বা মন্ত্রীরা যদি করাপশানের মধ্যে আসেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা তো অসম্ভব ব্যাপার, এটা কখনও সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আমি দাবী করছি যে সমস্ত মন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী, এম, এল, এ, বা সমাজের মধ্যে উচ্চ পদস্থ ব্যবসায়ী লোক বা নিম্নস্তরের কর্ম্মচারীকে এই ট্রাইবিউন্যালের আওতার মধ্যে বিচার করা যায়, তার জন্যই আমি একটা ট্রাইবিউন্যাল গঠন করার আহ্বান জানাচ্ছি। এখানে অবশ্য মাননীয় সদস্য তাপস দে বলেছেন যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান কাটামোর মধ্যে করাপশান দমন করা সম্ভব নয়, এটা সত্যি কথা যে এই কাটামোর মধ্যে করাপশান বন্ধ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন এই কাটামোতে সর্ষের মধ্যে ভূ আছে, তাই আমিও প্রস্তাব করছি যে এর জন্য ঘানির ব্যবস্থা করা হউক, যে ঘানি চিবে সেই সর্ষের থেকে ভূত বের করে দেবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা প্রায় শুনে থাকি যে আমাদের দেশে বহু লোক নাকি আয় কর ফাঁকি দেয়। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে যারা আয় কর ফাঁকি দেয়, তারাই শুধু দায়ী আর যারা আয়কর কালেকশান করে তারা দায়ী নয় ? তাদের মধ্যে কি দুর্নীতি কি নাই ? তাদের মধ্যে দুর্নীতি আছে বলেই আয় কর দাতারা তাদের আয়কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর হয়। এই তো সে দিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ৫ লক্ষ টাকা মোটর ট্যাক্স বাকী পড়ে আছে। তাই আমি বলব যে সরকারের যে ডিপার্টমেন্ট তাদের থেকে টাকা আদায় করছেন, তাদেরকেও এই ব্যাপারে দায়ী করবেন কিনা, তাও সরকারকে বিবেচনা করে দেখতে হবে। কাজেই বিভিন্ন দিক দিয়ে এই করাপশানের বিরুদ্ধে, কারণ আমি বিশ্বাস করি, আমি নরম্যাল পজিশানের জন্য বলছি না, আজকে যে একটা এ্যাবনরম্যাল পজিশান চলছে, শুধু করাপশনই নয়, করাপশান তো আছেই আবার করাপটেডরাও করাপশনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করছে, বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে। কাজেই চোর আজকে চোর ধর বলে চীৎকার করছে, এই যে অবস্থা এই অবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চোরের বিরুদ্ধে, করাপশনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এগিয়ে আসতে হবে এবং এই করাপশনের বিরুদ্ধে যদি সমস্ত গণতান্ত্রিক ফোর্স না দাঁড়ায়, তবে আজকে ওরা, যারা ভারতবর্ষে ফেসিজ্‌ম কায়েম করার জন্য চেষ্টা করছে, তাদের ষড়যন্ত্র সফলতার দিকে চলে যাবে। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিশ্বাস করি আজকে যদি এই ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হয়, তাহলে এই ট্রাইবিউন্যাল গঠন করার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম আরম্ভ করবে অনেক লোক ফলে করাপশনের দিকে আজকে যত দ্রুত এগিয়ে যায়, ততদ্রুত এগিয়ে যাওয়ার সাহস করবে না। আমি আবারও এই করাপশনের বিরুদ্ধে একটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাইবিউন্যাল এর দাবী করে এই প্রস্তাবের পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আশা করি সমস্ত পক্ষ যারা এই রকম অবস্থার পরিবর্ত্তন চান, তারা একে সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—Discussion on the resolution is over. Now, I am putting the Resolution to vote.

The question before the House is the resolution moved by Shri Jitendra Lal Das—"এই বিধান সভা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে ত্রিপুরায় একটি উচ্চ ক্ষমতা

সম্পন্ন ট্রাইবিউন্যাল গঠন করা হউক যাহার নিকট জনসাধারণ উচ্চতম পদ থেকে শুরু করে যে কোন পদের ব্যক্তির দুর্নীতির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারিবে এবং উক্ত ট্রাইবিউন্যাল তাহার বিচার করিতে পারবেন।" (It was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Hon'ble members, I like to interrupt the House for a few minutes, I have just received an information from the Finance Minister expressing his intention to lay the Audit Report for the year 1971-72. Appropriation & Financa Accounts 1971-72 and also the Advance Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year 1972-73. I would request the Finance Minister to lay these reports before the House.

Shri Debandra Kishore Choudhury :— Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House the following reports of the Comptroller & Auditor General of India :—

1) Appropriation & Finrnce Accounts for the year 1971-72.
2) Advance Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1971-72 ; and
3) Advance Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year 1972-73,

Mr. Speaker :— Hon'ble members are requested to collect their copies from the Notice Office.

Next, I call on Shri Naresh Chandra Roy to move his resulation that "এই বিধানসভা অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে ত্রিপুরা সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের উদ্যোগে গঠিত উদ্বাস্তু সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতিগুলিকে প্রদত্ত সরকারী ঋণ মুকুব করা হউক।"

As the member is absent from the House, his resolution falls throw and amendments on the resolution also falls throw.

Next, I call on Shri Ajoy Biswas to move his resolution that "This Assembly is of opinion that an Assembly Committee be set up to lay down the basic principles which should be followed by the Government of Tripura in matters of transfer and posting of Government employees.'

Mr. Speaker :— I think, Hon'ble member will finish his speech within 5 minutes.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্যার, ৫ মিনিটের মধ্যে একটা রিজলিউশান মুভ করে তার উপর বক্তব্য রাখা কি সম্ভব ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এটা তো সম্ভব হয় না। লেট হিম স্টার্ট ইট এণ্ড দি নেক্সট্ সেসান ইট উই বি কন্টিনিউড ...

মিঃ স্পীকার :— এটা তো নেক্সট সেসানে কন্টিনিউ করা যায় না, অনারেবল মেম্বার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী :— যায় স্যার, যাবে না কেন, যায়, ইট ইজ প্রেকটীস ইন দি পার্লামেন্ট।

মিঃ স্পীকার :— বাট আওয়ার রুলস ... ...

শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী :— আওয়ার অলসো পার্মিট। আমাদের রুলসেও পার্মিট করে, আবার লোক সভার রুলসেও পার্মিট করে।

মিঃ স্পীকার :— দেন, গেট মি সি দি রুলস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার, আমি যে প্রস্তাব এনেছি সেই প্রস্তাবের সংগে ত্রিপুরার ৩০ হাজার কর্মচারীর ভাগ্য যুক্ত রয়েছে। সাধারণ ভাবে এই প্রস্তাবের গুরুত্ব খুব বেশী। আমরা কি দেখছি যে এই হাউসে আলোচনার সময় এই মন্ত্রীসভার বিভিন্ন টাকার অভাবের কথা বলেছেন যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য কাজ করতে পারছেন না এই সমস্ত কথা তারা বলেছেন। কিন্তু একটা ট্রেন্সফার পলিসি—তাদের অধীনে সরকারী কর্মচারী যারা আছেন তাদের ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে একটা নীতি নির্দ্ধারণ করার ক্ষেত্রে গত ২৭ বছরে তারা সেটা করতে পারলেন না। তাহলে ২৭ বছর পার হওয়ার পর টাকা লাগবে না, পয়সা লাগবে না—হাজার হাজার কর্ম্মচারী, শিক্ষক যেখানে যুক্ত সেই পলিসি তারা কেন করছেন না। আমরা জানি এই পলিসি করছেন না—এটা তারা করবেন না, করতে চান না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের কর্মচারী সম্পর্কে যে নীতি আছে সেটা হচ্ছে কর্মচারীদের ঝুলিয়ে রেখে দাও, তাদের নিরপত্তা-হীন করা। যত কর্মচারীদের নিরাপত্তাহীন করে রাখা যাবে তত তাদের দিয়ে প্রশাসনিক শ্রমিক- কর্মচারী, মানুষ বিরোধী কাজ করান যাবে, ঠিক তেমনি তাদের দিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের এই প্রশাসনের মধ্যে রেখে দেওয়া যাবে। সেটা আমরা দেখেছি। আমরা দেখছি যে কেবল এই জন্য নয়, ট্র্যান্সফার পলিসি তারা করবেন না, তারা করতে চান না এই জন্য যে যদি আমি ট্রান্সফার হই তাদের কি হবে। এটা হতে পারে যে ৩ বছর কাজ করার পর তাদের অন্যত্র বদলী করা হবে। অথচ ইন্টারিয়ারে আছে তারা আবার সেখান থেকে বদলী হয়ে আসবেন। তাহলে ৩ বছর বা ৪ বছর এই রকম একটা বছরের মধ্যে ট্র্যান্সফার এটা যদি করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কর্মচারীরা তাদের কথা মত চলবে না। কারণ সে জানবে যে ৩ বছর কাজ করার পরই সেই পলিসি অনুযায়ী আমি সেখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে যাব। এবং তার একটা নীতি আছে সেই নীতির উপর দাঁড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। কিন্তু যদি নীতি না থাকে তাহলে ঐ মন্ত্রীসভা অফিসারদের উপর নির্ভর করতে হবে— আমরা জানি যে ইন্টি-রিয়রে ১৫ বছর ১৬ বছর ১৭ বছর যাবত কর্ম্মচারীরা আছে তারা আজকে সবাই অফিসারদের উপর নির্ভর করছে—যে আজকে তাদের পলিসি মত কাজ না করলে তাদের কোন পথ নাই। সেখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটি মাত্র

পথ হচ্ছে তাদের তেল দেওয়া, ট্রানসফারের একটি মাত্র পথ তাদের তেল দেওয়া। তাদের যে অত্যাচার সে অত্যাচারকে মাথা পেতে নেওয়া এই ট্রান্সফার পলিসি যাতে না করা যায় তাহলে প্রশাসনকে এইভাবে কাজে লাগান যাবে না। আর ট্রানসফার পলিসি হল ঐ হাজার হাজার

কর্মচারী শিক্ষক তারা একটা পলিসির উপর দাঁড়িয়ে সেখানে তারা মনে করবে যে তাদের কথা না শুনলেও তাদের কুকাজের সহযোগী না হলেও আমার কিছু আসবে যাবে না ৩।৪ বছর পর আমি অটোমেটিক ট্রানসফার হয়ে যায়। তিন নম্বর হচ্ছে তারা ট্রানসফার পলিসি কেন করবেন না,—সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে তাদের যে নীতি তাদের সেই নীতি এ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য এই ট্রানসফার পলিসি তারা করবেন না। সংগঠনকে ভাংগতে হবে। একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভাংগতে হবে। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়েছি শ্রমিক আন্দোলন ভাঙ্গার জন্য এই প্রশাসনকে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি কৃষক আন্দোলনকে ভাঙ্গার জন্য এই চেষ্টা হচ্ছে। তাতে এই কংগ্রেস সরকার গত ২১ বছর রাজত্ব করছে—যেখানে দেশের বিরাট অংশের সাধারণ মানুষ-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভাংগার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে—তাহলে কর্মচারী আন্দোলন করতে আর তাদের সেই আন্দোলনকে সহজে মেনে নেব এটা হতে পারে না। তিন নম্বর এই জন্য তারা করছে না। যে কর্মচারীদের মধ্যে তারা তাদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করতে গেলে যারা যারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে তাদের ট্রানসফার করে বিভিন্ন ইনটিরিয়র ঘুরিয়ে ঐ সংগঠন ভাঙ্গার কাজে সেখানে ব্যবহার করা যাবে। এই জন্য আমরা দেখছি গত আড়াই বছর সুখময় বাবুর মন্ত্রী সভায় আসার পর আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন সংগঠনে যারা এই নীতিকে মানছে না যারা শোষণকে মানছে না অত্যাচারকে মানছে না সেই সংগঠনের কম করেও ৪০০ সেই সমস্ত অফিস বেয়ারার আছেন তাদের কর্মী আছে সেই রকম ৪০০ কর্মীকে ট্রানসফার করা হয়েছে। আমি এখানে বলতে পারি যে বিরাট লিষ্ট আছে আমার কাছে। ২০০ নাম আছে যারা বিভিন্ন সংগঠনের সংগে যুক্ত এবং এসব সংগঠন ভাংগার জন্য তাদের ট্রানসফার করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাদল বর্মন

তাকে—এবং সমন্বয় কমিটির ৯টা ১০টা সাব-ডিভিশান আছে তার মধ্যে গত দুই মাস আড়াই মাসের মধ্যে এই সব সাবডিভিশানগুলি থেকে সমন্বয় কমিটির সম্পাদকের বদলী করা হয়েছে। যেমন ধর্মনগরের অজয় চক্রবর্ত্তী, সমন্বয় কমিটির সম্পাদক তাকে বদলী করা হয়েছে। বিলোনীয়ার সমন্বয় কমিটির সম্পাদককে বদলী করা হয়েছে। উদয়পুরের সমন্বয় কমিটির সম্পাদককে বদলী করা হয়েছে। অমরপুর সমন্বয় কমিটির সম্পাদককে বদলী করা হয়েছে। বিভিন্ন ভাবে সাবডিভিশান বেঞ্চের সমন্বয় কমিটির প্রধান ভূমিকা যারা গ্রহণ করছে তাদের কাউকে সেখানে রাখা হয়নি। ধর্মনগরে অফিস বেয়ারার্স যারা আছে ঐ টি. জি. ই. এ. এবং সরকারী কর্মচারী শিক্ষক সমিতি ঐ বিভিন্ন সমিতিতে যারা আছে সেখানে সবাইকে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে। ট্র্যান্সফার করার পর সেখানে আমরা দেখলাম ঠিক আবার ১৫ দিন পরে যখন সমস্ত জায়গায় সেই অফিস বেয়ারার্সদের বসিয়েছিল পরে অফিস বেয়ারার্সদের আবার নিয়োগ করল এবং ঐ অফিস বেয়ারার্সদের ১৫ দিন পরে আবার ট্র্যান্সফার করা হল। এবং নাম বলছি—বাদল বর্মণ, সোনামুড়া সমন্বয় কমিটির সম্পাদক তাকে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে। ননীগোপাল সাহা সেখানে টি. জি. ই. এ.র সম্পাদক তাকে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে। মায়া চৌধুরী যিনি সরকারী কর্মচারী সমিতির অফিস বেয়ারার তাকে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে। যূথীকা দত্ত, যিনি সরকারী কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তাকে ট্র্যান্সফার

করা হয়েছে। দুলাল চৌধুরী, যিনি সেন্ট্রাল কমিটীর মেম্বার তাকে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে। এইভাবে আমরা দেখছি যে বিজয় গোস্বামী, সুখেন্দু সরকার, মণিলাল চৌধুরী, হরিশঙ্কর সরকার, জগদীশ চক্রবর্ত্তী, মণীন্দ্র দাস, যোগেশ চক্রবর্ত্তী, দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য,—বিনয় বল, যিনি উদয়পুর সমন্বয় কমিটির সম্পাদক—সমস্ত জায়গা থেকে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে। সমন্বয় কমিটি এবং তার অন্তর্ভুক্ত সমিতিতে যারা আছে তাদের কেউ বাদ নাই। আজ এই ট্র্যান্সফার-এর ক্ষেত্রে একটা সাবডিভিশানের একটা ব্রেঞ্চও তারা বলতে পারবেন না যে সমন্বয় বা অন্যান্য সমিতি যারা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের একজনকেও বাদ দিয়েছে। সোনামুড়ার গত ২ মাসের মধ্যে সেখানকার যে সমিতিগুলি আছে সমস্ত সমিতির বিভিন্ন অফিস বেয়ারার্স তাদের ট্র্যান্সফার করা হয়েছে। স্বপন চক্রবর্ত্তী তিনি অফিস সম্পাদক, সমন্বয় কমিটী সোনামুড়া, সুমন্ত দাস, সভাপতি, টি, জি, ই, এ, জোলাইবাড়ী। মৃণাল পাল, অসিত ঘোষ, সুনীল রায়, সভাপতি, সমন্বয় কমিটী, সোনামুড়া—এইভাবে আমরা দেখছি—আমার কাছে ২০০ নাম আছে যারা সমন্বয় কমিটি বা বিভিন্ন কমিটির যারা নেতা তাদের সেখান থেকে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে। এই নয়, ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, সুখময় বাবুর মন্ত্রীসভার আগেও শচীন বাবু রাজত্ব করে গেছেন তার আমলের একটা সার্কুলার আছে যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী যারা আছেন, গরীব কর্মচারা সামান্য বেতন পান তাদেরকে যদি ট্রান্সফার করা হয় তাহলে তারা কি করে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় গিয়ে দুটো এ্যাষ্টাব্লিশমেন্ট মেইন টেইন করবে? তাকে যদি তার বাড়ী থেকে কোন দূর অঞ্চলে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয় সে রোজগার করে মাত্র ১৫০ টাকা সেই দেড়শো টাকা দিয়ে এমনিতেই সংসার চালাতে পারে না। কাজেই দুটো জায়গায় দুটো সংসার তার পক্ষে চালানো সম্ভব নয়। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যারা মন্ত্রী আছেন এত টাকা বেতন পান তাদেরকে যদি দুটো সংসার চালাতে হয় তারা কি করবে। চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সম্পর্কে সাকুলার আছে সেই সারকুলারকে অস্বীকার করে সেখানে আমরা দেখেছি ব্যাপকভাবে তাদেরকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সম্পর্কেও সেই একই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সমিতি ভেংগে দিতে। কতখানি নগ্ন, কতখানি নিলর্জ, কতখানি ভিনডেকটিভ হলে এই ধরণের ঘটনা হতে পারে। আমি কয়েকটা নাম বলছি এইখানে, আমরা দেখছি যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের শ্রমিক চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী তাদেরকে গত তিন মাসের মধ্যে ট্রেন্সফার করা হয়েছে। কেন? কারণ ৯ই এপ্রিলে তারা ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছে, এই হলো তাদের অপরাধ। নরেশ দাস, উদয়পুর, গোবিন্দ দাস, সেক্রেটারী তেলিয়ামুড়া, সুনীল দত্ত, তেলিয়ামুড়া, পীযুষ কান্তি চক্রবর্তী, সেক্রেটারী, ধর্মনগর, নির্মলেন্দু মজুমদার, ধর্ম-নগর, রবীন্দ্র নাথ মালাকার, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ধর্ম্মনগর। এই যে কয়েকটা নাম করলাম সেখানে এই ৬ জনই হচ্ছে তারা সেক্রেটারী না হয় প্রেসিডেন্ট, না হয় ভাইস প্রেসিডেন্ট এরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী। আমরা দেখেছি পাওয়ার হাউসের যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী যাদেরকে ট্রেন্সফার করা হয়েছে. তাদের ক্ষেত্রে আমি নিজে, আমি জানি কি ঘটনা. আমি গেছি এস, ই, ইলেকট্রিকেল যার কথা বলা হয়েছে, কি অপদার্থ, যার কোন ভরসা নাই সুখময় বাবু ছাড়া, তার কাছে আমি গিয়েছি।

তিনি হাত জোর করেছেন যে চীফ মিনিষ্টার তাঁর হুকুম আমি অমান্য করতে পারবো না, হাত জোর করেছেন তিনি আমার কাছে। গেছি চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে, তিনি বলেছেন যে এইটা পলিটিকেল অ্যাফেয়াস' আমি কিছু করতে পারবো না এইটা উপর থেকে হয়েছে এবং তিন মাস চেষ্টা করার পরও সেই চীফ ইঞ্জিনীয়ারের উত্তর হচ্ছে যে চীফ মিনিষ্টার রাজী হন নি। তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি যারা মন্ত্রী এইখানে বসে আছেন আপনাদের কি জনসাধারণ ভোট দিয়েছিল ১৯৭২ সালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে ট্রেন্সফারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য? এইটাতো মন্ত্রীর দায়িত্ব নয়। ওটাতো অফিসার করবে। মন্ত্রীরা দায়িত্ব নিচ্ছেন কেন? আমরা এডুকেশন ডিরেক্টারের কাছে গেছি তিনিও হাত জোর করে বলেছেন যে এইটা মন্ত্রীর দায়িত্ব, অস্বীকার করতে পারবেন? মন্ত্রী এম. এল. এরা আজকে সরকারী কর্মচারীর ট্রেন্সফারের মহান দায়িত্ব নিয়েছেন আমি একটা চিঠি পড়ছি, একজন এম. এল. এ. লিখেছেন যে কতকগুলি কর্মচারীকে ট্রেনসফার করতে হবে, এম. এল এর নাম অভন্তহরি জমাতিয়া। তিনি ১২/৬/৭৪ ইং তারিখে লিখেছেন যে ৬/৭টা নাম দিয়েছেন এদের মধ্যে রবিদেব, বীরেন্দ্র চন্দ্র দেববায়, রাখাল কৃষ্ণ চক্রবর্তী, পীযুষ কান্তি মজুমদার, এদেরকে ট্রেনসফার করা হোক, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে। এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নোট দিচ্ছে ফাইল নং হচ্ছে এফ-৮১(১১)/৪৩/৭৪ সেখানে নোট দেওয়া হচ্ছে সেখানে যে এইটার সেকশন আছে সেই সেকসনে এইটার অ্যাকশন নেবার জন্য নোট দেওয়া হয়েছে। এইটা কোন গোপন ব্যাপার নয় এইটা আজকে তারা খোলাখুলি করছেন। মন্ত্রী এবং এম এল, এরা সংগঠন ভাংগার জন্য এই সমস্ত তারা করছেন। আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি কিভাবে ট্রেন্সফার করাচ্ছে। ২২ বছর তার সার্ভিস, চাকুরীর জীবন হচ্ছে ২২ বছর, এই ২২ বছরে তাকে ২৭ বার ট্রেন্সফার করা হয়েছে। অনুরুদ্ধ দাস, ১৯৬৩ সালে তাকে কাঞ্চনপুরে ট্রেন্সফার করা হয়েছে, ১৯৬৪ সালে তাকে দামছড়া, ১৯৬৫ সালে তাকে নবীন ছড়াতে ট্রেন্সফার করা হয়েছে, ১৯৬৬ সালে তাকে বৈষ্ণবাড়ীতে ট্রেন্সফার করার পর, তার ১২ দিন পরে তাকে আবার ট্রেন্সফার করা হয়েছে। এইভাবে তাকে ২২ বছর চাকুরীর জীবনে তাকে ২৭ বার তাকে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রেন্সফার করা হয়েছে। যদি বলা হয় যে জংগলী রাজত্ব চলছে, সেই জংগলীর রাজত্ব চলছে এই প্রশাসনের মধ্যে। আমি আরেকটা নাম বলছি চার বছরের সার্ভিস সেখানে চার বার তাকে ট্রেন্সফার করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি কি ঘটনা আমরা দেখছি নিজেদের লোক যখন হবে তাহলে বাইরে তাদের অফিসিয়েল কোন ডিউটি নয় তাদেরকে অফিসে রাখতে হবে, তাদেরকে ট্রেন্সফার করা হবে না।

তাঁর যে সেক্রেটারী, তিনি আছেন পলিটেকনিকেলে সেখান থেকে তাকে ডেপুটেশনে হয়েছে, তিনি মেকানিক, তিনি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে বসে বেড়াচ্ছেন—

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার প্লীজ ফিনিস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আর ৫ মিনিট স্যার, ৫ মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করে দেবো।

Mr. Speaker :—There is one resolution, please taken your seat. I have ust received a notice of breach of privilege against Editor 'Nagarik' for mis reporting of the proceedings of the House. The matter is under my consi

deration, I would refer this case to the privilege Committeee after due consi deration, if there is found primaphacy in the case. The notice has been re ceivee from Sri Radhika Ranjan Gupta M. L. A., Tripura Legislative Assembly,

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমার একটু বক্তব্য আছে। আমি আপনাকে রিকোয়েষ্ট করব, আপনার চেম্বারেও আমি বলেছি যে পত্রিকা সম্পর্কে আমাদের এতটা সেন্‌সিটিভ হলে চলবেনা। যে বই আমাদের প্রামান্য বলে বলা হয়, খাদিলকারের বই, সেখানে বলা হয়েছে যে পত্রিকা সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে, হাউসই হউক, আর প্রিভিলেজ কমিটিই হউক, অত সেন্‌সিটিভ হলে চলবেনা পত্রিকা সম্পর্কে। কারণ পত্রিকার একটা স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতা অনেক সময় তাঁরা অপব্যবহার করেন। ধরুন আমার সম্পর্কে যে সমস্ত কথা লিখেছেন সেই কাগজ আমার কাছে আছে, ঐ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার মহাশয় লিখিয়েছেন, একটা কাগজকে রাতারাতি বের করে—ত্রিপুরা হ্যারল্ড না কি নাম দিয়ে, তাঁর মধ্যে আমার নামে যা-তা কথা লিখিয়েছেন, আমি সেটা নিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু আমি আনবনা। আমার বিরুদ্ধে যদি জঘন্য কথাও লিখে তাহলেও আমি আনবনা। কারণ আমি পাবলিকের কাজ করি, আমাদের চামড়া আরও শক্ত হওয়া উচিত। কারণ, পাবলিক যেমন ঢিল মারে, তেমনি ফুলের মালাও দেয়, আমরা ফুলের মালা নেব, ঢিল খাবনা, সেটা হতে পারেনা। কোন জায়গায় পাবলিক ঢিল দেবে, কোন জায়গায় ফুলের মালা দেবে, আমাদের দুইটার জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। কাজেই এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমি রিকোয়েষ্ট করব স্যার, এটা আপনি প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠাবেন না এবং এটা সম্পর্কে যিনি প্রস্তাব এনেছেন, আমি তাঁর কাছেও রিকোয়েষ্ট রাখব—মাননীয় সদস্য শ্রী গুপ্ত, আমি তাঁর ফিলিংটা বুঝি, নিশ্চয়ই কারও সম্পর্কে কিছু যদি লিখে থাকে, তাঁর ফিলিংসটা আমি বুঝি, তবুও আমি তাঁকে রিকোয়েষ্ট করব এটা তিনি যেন উইদড্র করেন।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের নেতা প্রিভিলেজ মোশান সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন, তার সংগে আমি একমত। কিন্তু বিধানসভার সদস্য হলেও আমি একজন সাধারণ নাগরিক। বিধানসভার নিজস্ব একটা স্যাংকটিটি আছে। আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে আমার সম্পর্কে কি বলল না বলল তা নিয়ে হাউসে আসবার মানসিকতা আমার নেই। কিন্তু আজকে বিধানসভায় যে আলাপ আলোচনা হয়েছে, তার প্রসিডিংস এবং বিধানসভায় আমার যে ভূমিকা, সেই সম্পর্কে কোন পত্রিকা যদি উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করেন, তাহলে সেটা বিধানসভার নিয়ম নীতি এবং বিধানসভার যে সম্ভ্রম, তার যে সম্মান তার এক্তিয়ারের মধ্যে এসে পড়ে, গণতন্ত্রের স্বার্থে সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে, সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে আজকে প্রিভিলেজ মোশান আসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সুতরাং আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করব বিধানসভার স্যাংকটিটি নিয়ে যে সমস্ত সংবাদ পরিবেশিত হয়, বিধানসভার স্বার্থে সেগুলি প্রিভিলেজ কমিটিতে নেওয়া দরকার এবং সেটা তিনি নেবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে

আজকে প্রিভিলেজ মোশান আসলেই কিছু একটা হয়ে যাবে তা নয়। কারণ স্পীকার প্রাইমা ফেসী দেখার পর তিনি যখন কমিটিতে পাঠান, কমিটি যে সমস্ত সদস্য দ্বারা গঠিত, তাঁরা সেটা-সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং তারপর তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন। সুতরাং এই সম্পর্কে আমাদের এই রকম মানসিকতা নেওয়া ঠিক নয় যে পত্রিকা যেমন খুশী লেখবে, আর বিধানসভা চুপ করে বসে থাকবে, সেটা সম্পর্কে আমি বিরোধী দলের নেতার সংগে একমত হতে পারছি না।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার যেটা করছেন, সেটা হচ্ছে স্পীকারের নোটিশে যেটা আসে সেটা যদি আইনের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হয়, তাহলে স্বাভাবত সেটা প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠাতে হবে। সেখানে স্পীকারের না এনে উপায় নেই। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটার বিচার্য্য বিষয় হচ্ছে কমিটির। কমিটি যেখানে রয়েছে, তাঁরা যদি দেখেন সেটা অন্যভাবে করা যায়, তাহলে সেটা তাঁরা করতে পারেন। মাননীয় সদস্যের যে এ্যাপীল, সে এ্যাপীলটা কমিটি যখন বসবে, সেখানে করতে পারেন। কাজেই সেই দিক থেকে স্পীকার যদি দেখেন প্রাইমাফেসী হয়, যেহেতু আইনে আছে, স্পীকার মহোদয়কে সেটা কমিটিতে পাঠাতে হবে সেখানে নয় জন সদস্য আছেন, তাঁরা সেটা বিচার বিবেচনা করে দেখেন। কাজেই এই বিষয়টি কমিটিতে পাঠান দরকার। কমিটিতে পাঠালেই কোন সাজা হচ্ছে না। সেটা হচ্ছে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য। প্রথম অবস্থায় যাতে কোন কার্শ পানিশমেণ্ট হওয়া ঠিক নয় এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত মত। যাই হউক আজকে যেটা এসেছে, সেটা কমিটিতে পাঠান ছাড়া স্পীকারের কোন গত্যন্তর নেই কমিটি বিচার করবে কোনটা ড্রপ করবে না করবে। এর আগেও কমিটি একটা কেস ড্রপ করেছেন।

Annexure 'A'

STARRED QUESTION No. 301
By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাকে বহির্জগতের সঙ্গে রেল যোগাযোগ করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা করেছেন কি ?

২) করে থাকলে তার অগ্রগতি কতটুকু ?

উত্তর

১) এবং ২)—ধর্মনগর হইতে বহির্জগতের সঙ্গে ত্রিপুরার রেল যোগাযোগ পূর্বেই রহিয়াছে, তবে ভারত সরকার বাংলাদেশের আখাউড়া হইতে আগরতলা এবং আগরতলা হইতে সাব্রুম পর্যান্ত রেল লাইন নির্মাণের ত্রিপুরা সরকারের প্রস্তাবটি বিবেচনা করিতেছেন।

STARRED QUESTION No. 121

By Shri Kalipada Banerjee.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

QUESTION

a) Whether the Tripura motor vehicles Rules, 1954 will be amended ;

b) If so, when and what action has been taken thereto ;

c) Who is the present Appellate Authority under Rule 69 of the Tripura Motor Vehicles Rules, 1954.

ANSWER

a) Some amendments to the Tripura Motor Vehicies Rules, 1954, is under contemplation in view of the changed status of Tripura.

b) As and when necessary examination is completed which is expected soon.

c) The District Judge of Tripura has been apointed as Appellate Authority u/s 64(2) of the Motor Vehicles Act, 1939.

ADMITTED STARRED QUESTION No. 307

By Shri Benode Behari Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) চক্ষু চিকিৎসা এবং অপারেশান এর জন্য নির্ব্বাচিত রোগীদের ভর্ত্তি তালিকা ভুক্তির জন্য কোন রেজিষ্টার আছে কি ?

খ) উত্তর যদি "হ্যাঁ" হয় তবে এ— রেজিষ্টার এর ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী রোগীরা ভর্ত্তি এবং চিকিৎসার সুযোগ পান কি ?

উত্তর

ক) এক্ষনে নাই।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 180

By Shri Krishnadas Bhattacharjee,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) সাবরুম মহকুমার শ্রীনগর চিকিৎসালয়ে কোন চিকিৎসক না দিয়ে ডাক্তারকে অন্যত্র বদলী করার কারণ কি ?

খ) শ্রীনগর ডাক্তারখানা এলাকার অধিবাসীদের চিকিৎসার জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

ক) জনস্বার্থে বদলী করা হইয়াছিল।

খ) ঐ

STARRED QUESTION NO. 310

By Shri Benode Behari Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত "কেমতলী" মৌজায় কোন আউটডোর ডিসপেনসারী স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কি ;

খ) যদি "হাঁা" ১৯৭৫ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মধ্যে রূপায়ীত হইবে কিনা ·, এবং

গ) যদি 'না' হয় কারণ কি ?

উত্তর

ক) এক্ষনে নাই।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

গ) স্থানটি মেলাঘর হাসপাতাল হইতে আনুমানিক ৩ মাইল দূরে।

STARRED QUESTION NO. 308

By Shri Binode Behari Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) ডি, এম, হসপিটেলে অন্তর বিভাগে (ইনডোর) চিকিৎসার্থে কি কি ওয়ার্ড আছে ;

খ) সমস্ত ওয়ার্ড লইয়া মোট শয্যা সংখ্যা কত',

গ) ঐ হাসপাতালে রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান এবং রেসিডেন্ট সারজেন আছেন কি, এবং

ঘ) শিশু বিভাগের রোগীদের জরুরী চিকিৎসার্থে সব সময়ের জন্য শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ কোন ডাক্তার থাকেন কি ?

উত্তর

ক) মেটারনিটি ওয়ার্ড, চিলড্রেন ওয়ার্ড এবং আইসোলেশান ওয়ার্ড।

খ) মোট—১২৯টি।

গ) হঁ্যা, আছেন।

ঘ) সব সময়ের জন্য হাসপাতালে থাকেন না কিন্তু প্রয়োজন বোধে ডাকিলে পাওয়া যায়।

STARRED QUESTION NO. 240

By Sri Bulu Kuki and Sri J. K. Mujumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ষ্টেট পে-কমিশন কি তাদের রিপোর্ট তৈরীর কাজ শেষ করেছেন ?

২। যদি করে থাকেন তাহলে সরকার কি সেই Report Houseএ পেশ করবেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ মহাশয়।

২) রিপোর্ট এখন পরীক্ষাধীন আছে। ইহা House এ পেশ করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 298

By Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে সরকারী কর্মচারীগণ বর্তমানে কি হারে মাগগী ভাতা পাইতেছেন,

২) উক্ত ভাতা ব্যয় সূচীর ভিত্তিতে বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

৩, ১৯৬০-৭৪ পর্যান্ত জীবিকার ব্যয়সূচী (ইনডেক্স) কি পরিমান বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং

৪) ১৯৬০-এর তুলনায় উক্ত মাগগী ভাতা বর্তমানে কি পরিমান বর্দ্ধিত হইয়াছে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীগণ নিম্নলিখিত হারে মাগগী ভাতা পাইতেছেন। এই মাগগী ভাতা ছাড়া মাসিক ১২৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনভূক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সময় সময় অতিরিক্ত অন্তবর্ত্তীকালীন সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।

মাসিক বেতন	মাগগী ভাতার হার
১১০ টাকার নিম্নে—	৭১ টাকা
১১০ এবং তার অধিক কিন্তু ১৫০ টাকার নিম্নে—	৯৮ ,,
১৫০ এবং তার অধিক কিন্তু ২১০ টাকার নিম্নে	১২২ ,,
২১০ এবং তার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার নিম্নে—	১৪৬ ,,

৪০০ এবং তার অধিক কিন্তু	
৪৫০ টাকার নিম্নে—	১৬০ ,,
৪৫০ এবং তার অধিক কিন্তু	
৪৯৯ টাকা পর্য্যন্ত—	১৬৪ ,,
৪৯৯ টাকার অধিক কিন্তু	বেতন ৬৬৩ টাকা পূর্ণ হইতে
৫৪৩ টাকার নিম্নে—	যত বাকী থাকে।
৫৪৩ টাকা হইতে ৯৯৯ টাকা পর্য্যন্ত	১২০ টাকা
১০০০ টাকা হইতে ১০১৮৲—	বেতন ১১১৯৲ পূর্ণ হইতে যত বাকী থাকে।
১১১৮ টাকা হইতে ২২৫০৲ পর্য্যন্ত—	১০০৲
২২৫০ টাকা অধিক—	বেতন ২৩৫০ টাকা পূর্ণ হইতে যত বাকী থাকে।

২) ইহা পে কমিশনের সুপারীশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

৩) ১৯৬১-৭৫ ইংরেজী সনের জীবিকার ব্যয় সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বৎসর	ব্যয়সূচী
১৯৬১	১০০
১৯৬২	১০৫
১৯৬৩	১০৬

বৎসর	ব্যয়সূচী
১৯৬৪	১১২
১৯৬৫	১২০
১৯৬৬	১৩৪
১৯৬৭	১৫৪
১৯৬৮	১৬৭
১৯৬৯	১৭১
১৯৭০	১৭৪
১৯৭১	১৮৮
১৯৭২	১৯৮
১৯৭৩	২২৭
১৯৭৪	২৪৮

(১৯৭৪ইং সনের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত মাসিক গড়)

৪) ১৯৬০ ইংরেজীতে প্রচলিত মাগ্গী ভাতার হার নিম্নে প্রদত্ত হইল বর্ত্তমান মাগ্গী ভাতার হার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে।

মাসিক বেতন	মাগ্গী ভাতার হার
৫০ টাকা পর্যান্ত	৩০ টাকা
৫১ টাকা হইতে ১০০ টাকা	৪০ ,,
১০১ টাকা হইতে ১৫০ টাকা	৪৫ ,,
১৫১ টাকা হইতে ২০০ টাকা	৫০ ,,
২০১ টাকা হইতে ২৫০ টাকা	৫৫ ,,
২৫১ টাকা হইতে ৩০০ টাকা	৬০ ,,
৩০১ টাকা হইতে ৪০০ টাকা	৭০ ,,
৪০১ টাকা হইতে ২০০০ টাকা	বেতনের শতকরা ৭% অংশ, কিন্তু মাসিক ২৬৩ টাকার উর্দ্ধে নহে),
২০০১ টাকা হইতে ২২৬৩ টাকা	বেতন ২২৬৩ টাকা হইতে যত বাকী থাকে

ANNEXURE—"B"

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 102

by Shri Naresh Ch. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কে, জি, সাকসেনা (এডভাইজার ইন হোমিও প্যাথিক টু দি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া) ত্রিপুরা রাজ্যের হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সরজমিনে পরিদর্শন করার জন্য ১৯৬৫ইং ও ১৯৬৯ইং সনে ত্রিপুরায় এসেছিলেন ; এবং

২। যদি এসে থাকেন, তবে এ রাজ্যের হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি কি কি উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

উত্তর

১। ১৯৬৬ সালে এবং ১৯৬৯ সালে আসিয়াছিলেন।

২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগে দেওয়া হইল।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

২) এই রাজ্যের হোমিও প্যাথিক ডিস্পেনসারীগুলি স্বাস্থ্য অধিকর্তার তদারকীতে চলে। ডাঃ সাকসেনার মতে state হোমিও প্যাথ এর পদটি up-grade করে, Medical Superintendent বা Deputy Director (Homoeopathy) পদ করা উচিত। এবং তাকে কাজে সাহায্য করার জন্য একজন জুনিয়ার অফিসার, একজন Superintendent, একজন Stenotypist এবং একজন ক্লার্ক দেওয়া উচিত। উনি সমস্ত ডিস্পেনসারীর ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য সরকারকে ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে সব জায়গাতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা দরকার। হোমিও প্যাথিক ডিস্পেনসারীর কর্মচারীদের বেতন কম এবং এইগুলি পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন বলিয়া উনার মনে হইয়াছে এবং উনি ডিস্পেন-সারীগুলিতে আরও আসবাব পত্র, Milk Sugar এবং Globule সরবরাহ করার সুবিধার কথা বলিয়াছিলেন।

ডাঃ সাকসেনা অবশেষে বলিয়াছিলেন যে ডিস্পেনসারীগুলি খুবই জনপ্রিয় এবং এই গুলিতে আরও বেশী সুযোগ সুবিধা থাকার দরকার। ডিস্পেনসারীগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ডাক্তার দেওয়া দরকার এবং leave resurve ডাক্তারের পদ থাকা দরকার।

UNSTARRED QUESTION NO. 108
By Sri Sushil Ranjan Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be plaased to State :--

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য ১৯৭২-৭৩ সালে বিভিন্ন বিভাগে মঞ্জুরীকৃত পদ থাকা সত্বেও লোক নিয়োগ না করার দরুন টাকা ফেরৎ গিয়াছে ; এবং সত্য হইলে কোন বিভাগে কত টাকা ফেরৎ গিয়াছে?	তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে